একলব্য

বা

গুরুদক্ষিণা

[গীতাভিনয়]

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

শ্রীজগন্নাথ দাস

১৬২ নং, নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।

প্রকাশক :—শ্রীজগন্নাথ দাস
জগন্নাথ লাইব্রেরী
১৬২ নং, নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।

সন ১৩৩৮ সাল

দ্বিতীয় সংস্করণ

বৈশাখ, ১৩৩৫।

"শ্রীধর প্রেসে"
শ্রীযতীন্দ্র নাথ বসুর দ্বারা মুদ্রিত
২৩ নং, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ; কলিকাতা

উৎসর্গপত্র

ভগবান—

শ্রীশ্রী৺ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের

পূত শ্রীচরণোদ্দেশে

এই

নাটকখানি

উৎসর্গীকৃত

হইল।

নাটকীয় চরিত্র

পুরুষগণ

শ্রীকৃষ্ণ			
বলরাম			
নিরঞ্জন	...	...	ছদ্মবেশী সুদর্শন।
দ্রোণাচার্য্য			
অশ্বত্থামা			
দুর্য্যোধন			
অর্জ্জুন			
চিত্রসেন	...	...	নগর কোটাল।
হিরণ্যধনু	...	...	নিষাদপতি।
একলব্য	...	...	ঐ পুত্র।
গুণধর	...	...	ভাগ্যান্বেষী ব্রাহ্মণ।
ফটিকচাঁদ	...	..	ঐ পুত্র।
অনন্তপ্রসাদ	...	...	ঐ শিষ্য।

বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ, ঋষিগণ, ঋষি বালকগণ, সৈন্যগণ, নিষাদগণ, ব্যাধিগণ, সহচরদ্বয় ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

মঞ্জরী	...	...	ছদ্মবেশিনী ভক্তি।
রেবতী	...	...	বলরামের স্ত্রী।

সখীগণ, নিষাদগণ, রমণীগণ ইত্যাদি।

একলব্য

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

[দ্বারকা—কক্ষ]

(শ্রীকৃষ্ণ)

শ্রীকৃষ্ণ। দ্বাপরের লীলা-খেলা—
নাহি জানি শেষ কবে তা'র !
স্বেচ্ছায় গোলোক ত্যজি' ভূলোকে আসিয়া
নিরবধি কার্য্যে নিমগন ;
সুখ-দুঃখ জরাব পীড়ন
ধরার নিয়মে ভুঞ্জি বিধিমতে—
লোক শিক্ষা হেতু বিশাল ধরার !
আমার ইচ্ছায় দ্বাপরের লীলা ;
কিন্তু নাহি বুঝি শেষ কোথা তার !
কার্য্যস্রোতে অবিরাম ভাসিয়া চলিয়া
রুদ্ধ শ্বাস—তবু ধাই ব্যাকুল অন্তরে।
আশ্চর্য্য নিয়তি তব কঠোর বিধান !
ধরা যার পালনের ভার,

ধরা যার ক্রীড়নক সদা
প্রতিকার্য্য চলে যার ইঙ্গিতে বিধানে,
সেই বিধি নিজে নাহি বুঝে
নিজকর্ম্মের শেষ কোথা তার !
যত ভাবি—জেগে ওঠে সম্মুখে আমার—
ভারতের ভীষণ ভবিষ্যৎ ছবি !
জীবন্ত মূরতি ধরি কার্য্যের তালিকা
একে একে কহে ওই গভীর নির্ঘোষে—
"দেখ—দেখ বিরাট-পুরুষ !
তোমার চরণ ছায়ে
বন্ধিত দেবতা যত,
ধরণীর মুক্তির কারণ
নানা অংশে অবতীর্ণ ধরাধামে !
পাণ্ডুবংশধর—
পাণ্ডব বলিয়া তারা বিদিত ভুবনে,—
হও গিয়ে পাণ্ডবের সখা !"
বহু কার্য্য—বহু কায্য দেখি ধরা'পরে ।

[অর্দ্ধশায়িত ভাবে শয্যায় বিশ্রাম ও গীতকণ্ঠে পুষ্প চন্দন হস্তে সখীগণের প্রবেশ]

সখীগণের গীত

কেন অলসে আবেশে শয়নে শয়ন
মিল আঁখি প্রেমের গোঁসাই ।
কোকিল কূজিছে শোন বিপিন বিভাগে ঘন
চল শ্যাম চল সেথা যাই ॥

শুখাল কুসুম-হার, চন্দন সুশীতল,
জাগাতে তোমারে হের গুঞ্জরে অলিদল,
জাগরণ ব্রতধারী, অলসতা পরিহরি
এস সাথে সাদরে সাজাই ॥

[প্রস্থান।

[মধুমত্ত বলরামের প্রবেশ]

বলরাম। কেন তা'র ধরায় বিহার,
কেন তার বৃন্দাবন লীলা,
কেন হ'ল রাধিকা বিলাপ,
কুব্জা পাশে কেন গেল গন্ধ মাল্য নিতে,
কেন হ'ল—
যোগমায়া জননীর শিলায় মরণ,
কেন হ'ল কংস ধ্বংস বালকের হাতে,
বসুদেব দেবকীর
কারামুক্তি কিসের কারণ,
কেন এই দ্বাপরের লীলা—
বলদেব জানে মর্ম্ম তা'র !

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা !

বলরাম। কে—কে—কৃষ্ণ !
আমি বলি শূন্য গৃহ !

শ্রীকৃষ্ণ। দিবানিশি মত্ত মধু পানে,
তাই দেখেও না দেখ তুমি
অনুজ কৃষ্ণেরে তব !

বলরাম। যা বলেছ ভাই !
মধুপানে মত্ত সদা আমি,—

কিসের ধেয়ানে বাহ্যজ্ঞান হারা !
মনে হয়—তার কথা শুনি দিবানিশি,
তাহার মোহনরূপ দেখি নিরবধি,
তাহার চরণ মূলে
সচন্দন তুলসী অর্পণে
ধন্য করি নিজ করযুগ ,
ভাবি তার পুরুষ-প্রকৃতি রূপ !

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা ! দেখেছ কি—
ভারতের ভবিষ্যৎ ছবি
কত যে ভীষণ ?

বলরাম। ভারতের ভবিষ্যৎ ছবি ?
আমি কেন দেখিব সে ছবি—
ফলোদয় কিবা হ'বে তায় ?
তোমার কার্য্য কারণ
তুমিই বুঝিবে ভাই !
ভারতের দুর্দ্দশার তুমিই কারণ,
তুমি তার ঘুচাইবে ভার,
মধুমত্ত বলদেব কি করিবে তা'র ?

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা ! ভারতের চিত্র বড় ভয়ানক,—
পাণ্ডব-কৌরবে বাধিবে ভীষণ রণ ,
ধ্বংস হবে কুরুকুল
হাহাকারে পূরিবে ভারত।

বলরাম। কৃষ্ণ ! রাখানি চাতুরী তোর।
স্বেচ্ছায় অনল জ্বালি
বিষ পানে জীব ভাগ্যে মৃত্যু লিখে নিজে,

জিজ্ঞাসিছ পুনঃ—কেন এ অনল ?
বিষপানে কেন বা জীবের মৃত্যু ?
আপনি রচিয়া চিত্র আপনার করে,
পাণ্ডব-কৌরব-হৃদে
দ্বেষ-হিংসা-বীজ করিয়া রোপন,
নিজ হস্তে করি তায় সলিল সিঞ্চন,
প্রতীক্ষায় আছ তার
ফললাভে কৃতার্থ হইতে,
পুনঃ প্রচারিছ নিজ মুখে
আক্ষেপ জড়িত ভাষে—
কৌরব-পাণ্ডবে হায় বাধিবে সমর !
কৃষ্ণ ! তাই তোর সনে—
মাঝে মাঝে বিষাদে মাতিয়া উঠি,
তাই বলদেব কহে তোরে—
চতুরের চূড়ামণি !

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা। কুরুক্ষেত্রে হবে রক্তময়—
নিয়তি-লিখন এই !
ভ্রাতৃবিরোধ ভ্রাতৃহত্যার
ষড়যন্ত্র চলিবে ভীষণ !
এ সময়ে তুমি আমি
না থাকিব নির্জ্জনে বসিয়া ;
অনল ধরিবে তোমা'—
তুমিও ধরাবে অনল,
আমাকেও আসিবে গ্রাসিতে
আমিও গ্রাসিব সব ;

কৃষ্ণ-বলরাম
নাহি পাবে তিলেক বিশ্রাম '

বলরাম। বল্ তবে বল্ কৃষ্ণ !
এই দণ্ডে হলের ফলকে
ধরণীর কোল হ'তে
উপাড়িয়ে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড
রেণু রেণু করি
ফেলে দিই প্রলয়-সলিলে .
কৌরব-পাণ্ডব সহ
নির্ব্বিবাদ নিষ্কণ্টক
হোক্ দোঁহে কৃষ্ণ বলরাম !
না—না, কেমনে সম্ভবে তাহা ?
মা যশোদা কহিত সবার পাশে—
ব্রজধামে ব্রজের গোপাল !
মুখমধ্যে তোর
দেখেছিল ব্রহ্মাণ্ড বিশাল '
সেই ব্রহ্মাণ্ড এখন—
হলের ফলকে উপাড়িয়ে ফেলি যদি
প্রলয় পয়োধি জলে,—
বদীর্ণ করিতে হ'বে কৃষ্ণ-বক্ষ স্থল ,
যাহে কৃষ্ণদ্বেষী কৃষ্ণঘাতী
কবে সবে মোরে !
ইচ্ছাময় তুই—
যেবা ইচ্ছা সাধিস ভুবনে,
হাসি-কান্না—তোরই অধীন তারা ;

কিন্তু মধুমত্ত বলদেব
কে জানে কি করিবে কখন !
বিবাদ প্রয়াসী আমি শোন বাসুদেব ?
মার্জ্জনা করিস ভাই নিজগুণে তোর !

শ্রীকৃষ্ণ। লজ্জা পাই দাদা বচনে তোমার !
মহা সঙ্কর্ষণ বলদেব তুমি—
জ্ঞানময় চৈতন্য স্বরূপ,
মধুপানে জ্ঞানহারা এত ?
তুমি জ্যেষ্ঠ মোর,
অনুজ কৃষ্ণের পাশে
মার্জ্জনা কি সাজে হে তোমার ?

বলরাম। কুটিল কুচক্রী !
কি কারণ যাচিবে মার্জ্জনা
জানেনা কি প্রাণ তোর ?
ভেবে দেখ মনে—
কৃষ্ণ-বলরাম দোঁহে এক প্রাণ,
ভেবে দেখ সেই তত্ত্ব কথা—
কেবা জ্যেষ্ঠ, কে কনিষ্ঠ বুঝিবে সন্ধান !
কৃষ্ণ ! মনে পড়ে ত্রেতা-যুগ তোর ?
ছিলি তুই অগ্রজ আমার,
আমি যে অনুজ তোর,
ক'রেছিনু গুরু অপরাধ,
তাই মার্জ্জনার নাহি দিলি অবসর ,—
চাতুরী করিয়া জ্যেষ্ঠ সাজাইলি মোরে—
নিজে হ'লি অনুজ আমার !

কৃষ্ণ ! স্মরিলে সে কথা—
প্রবল ঝঞ্ঝায় যেন
কেঁপে ওঠে বক্ষস্থল
বিশাল-মেদিনী
স'রে যায় পদতল হ'তে ;
মনে হয়—না-না,
মিছে বলা সে সব কাহিনী—
অরণ্যে রোদন মোর !

শ্রীকৃষ্ণ। না হ'ও চঞ্চল দাদা !
হের আবার কর্ত্তব্য এক
জেগে ওঠে সম্মুখে মোদের !
চল যাই, দ্রোণাচার্য্য পাশে—
যথা কৌরবপাণ্ডবে শিক্ষা পায়
শস্ত্র শাস্ত্র একাসনে বসি'।
আছে এর নিগূঢ় কারণ।

বলরাম। জানি কৃষ্ণ ! কারণ ব্যতীত
কার্য্য নাহি ত্রিজগতে কিছু !
আসি ভাই তবে,
অবশ্যই আছে এর নিগূঢ় কারণ !
সকলি ত জান তুমি—
বলরাম বড় বারুণীর বশ !
দেহ যষ্টি সবল করিয়া আসি। [প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। বহু শিক্ষা লভিবে সংসার
এই কুরু পাণ্ডবের পাশে।
বিপ্র দ্রোণাচার্য্য ! অদ্ভুত চরিত্র তব,

বীরাগ্রগণ্য সৌভাগ্যবান্
শিষ্য পাবে তুমি,
কিন্তু শিষ্য হস্তে
মৃত্যু তব ধাতার লিখন !
গুরু শিষ্যে দেখা নাই—
শিষ্য পাবে পুনঃ
নিষাদ-নন্দন একলব্যে,
দক্ষিণা—রক্তমাখা অঙ্গুষ্ঠ তাহার !
দেখি, কোমল কি কঠোর তোমার প্রাণ,
দেখি, বিচারে তোমার—
অর্জ্জুন কি একলব্য বীরমাল্য পায়। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

[গুণধর ঠাকুরের বাটীর প্রাঙ্গণ]

(গুণধর ও অনন্ত প্রসাদ)

গুণধর। বৎস—অনন্তপ্রসাদ !

অনন্ত। আজ্ঞে কি অবজ্ঞা হয় ঠাকুর ?

গুণধর। বলি, আমার ভক্তিটে কোন্ জাতীয় বল দেখি ?

অনন্ত। আজ্ঞে তা হ'বে, জাতিটা খুব ভালই হ'বে।

গুণধর। সে 'ভালটা' কি রকম—আমায় বুঝিয়ে বল দেখি !

অনন্ত। আজ্ঞে, তা খুব বড় দরের, খুব ঘোরাল রকমের ভা'ল !

গুণধর। তবু সেটা কি রকম—একবার বোঝাও দেখি !

অনন্ত। আজ্ঞে, আপনি যখন বারংবার আমায় অবজ্ঞা ক'রছ তখন ব'লে ফেলি ! আজ্ঞে ঠাকুর মশায়ের কি হিমালয়ের ওদিকে কখনো আগমন হ'য়েছিলেন ? আপনি হিমালয় চেনো কি ?

গুণধর। তা বৎস—কিছু কিছু চিনি !

অনন্ত। ঐ হিমালয় যেরূপ উচ্চ, আপনার ভক্তিটী সেইরূপ উচ্চ জাতীয় ! বরং তা অপেক্ষা উচ্চতর—উচ্চতম—

গুণধর। সে কি অনন্তপ্রসাদ—একেবারে তম ?

অনন্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ—

গুণধর। 'হ্যাঁ' কিহে অনন্তপ্রসাদ ? মানুষের যে তম থাকা উচিৎ নয় হে অনন্তপ্রসাদ ! আমি তম ? সত্ত্ব—রজঃ—তম, এর মধ্যে সত্ত্ব গুণকেই পাঁচজনে খাতির-খাত্‌রা করে। এ—তুমি দেখ্‌ছি আমায় শিবত্ব লাভ ক'রতে দেবে না। যতই আমি উপায় উদ্ভাবন ক'রছি, যতই আমি সত্ত্ব গুণের পথে অগ্রসর হ'চ্ছি, ততই তুমি আমায় ঘনীভূত ক'রে তুলছ ! না—আমার শিবত্বলাভ হ'লো না দেখ্‌ছি ! আহা-হা ! শিবোহহং—শিবোহহং—শিবোহহং—

অনন্ত। আজ্ঞে, ঠাকুর, আপনি যদি শিব-ঠাকুর হ'তে চাও—তা হ'লে তো আপনাকে তমই হ'তে হ'বে ঠাকুর ! কারণ অনেকেই ব'লে থাকে শিব-ঠাকুরের ভারি তম। বলেন—জগৎ ধ্বংস ক'রবেন !

গুণধর। পুরোনো শিবের ঐটুকুই তো কলঙ্ক হে ! অনন্তপ্রসাদ ! তুমি দেখে নিও—আমি সত্ত্বগুণী শিব হ'বো !

অনন্ত। আজ্ঞে তাই হওয়াই ঠিক ! আজ্ঞে প্রভু ! ঐ সঙ্গে আমাকেও একটা কেষ্ট-বেষ্ট যা হয় ক'রে দিতে হ'বে।

গুণধর। চঞ্চল হয়ো না অনন্তপ্রসাদ ! আমি শিবত্বলাভ ক'রলে তোমায় আমি নন্দীত্ব দান ক'রে আমার পার্শ্বচর ক'রে রাখবো !

অনন্ত। আপনার পুত্র ফটিকচাঁদকে ?

গুণধর। গণেশচন্দ্রে পরিণত করবো !

অনন্ত। সেই রকম শুঁড়-টুঁড় থাকবে তো ?

গুণধর। নিশ্চয় !

অনন্ত। কি রকম ক'রে হ'বে? সেই রকম বে-আন্দাজি উত্তর শিয়রে শুইয়ে গলা ফলা কাটবে না কি?

গুণধর। গলা না কাটলেও কৌশল-ক'রে ক'রে নিতে হ'বে!

অনন্ত। আজ্ঞে তাই বল, শেষ কি একটা কাণ্ড ক'রে ব'সবে!

গুণধর। কিন্তু বৎস অনন্ত প্রসাদ! আমার শিবত্ব প্রাপ্তির এত বিলম্ব হচ্ছে কেন—জান?

অনন্ত। আজ্ঞে কি ক'রে জানবো বল!

গুণধর। কেন জান না?

অনন্ত। আজ্ঞে কেন যে জানিনা—তা'তো জানি না!

গুণধর। তোমার জানা উচিৎ!

অনন্ত। আজ্ঞে জানা উচিৎ!

গুণধর। তুমি জান কি অনন্তপ্রসাদ—আমি শক্তি হীন?

অনন্ত। আজ্ঞে তাতো কৈ জানতুম না! জানতুম আপনি একজন প্রকাণ্ড শক্তিমান! সে দিন বৃষ্টির সময় কি ছুটই প্রদান করেছিলে! এক দৌড়ে একেবারে গৃহ প্রবেশ! সেদিনকার অঘটন সঙ্ঘটন দেখে আমি উচ্চ কণ্ঠে ব'লতে পারি ঠাকুর—আপনার বয়সের লোক আজকাল তেমন দৌড় দৌড়তেই পারেনা! বাপ, সে কি দৌড়! যে যাই বলুক ঠাকুর—আমি আপনাকে শক্তিহীন বল'তে পারিনা!

গুণধর। আরে মূর্খ! সে শক্তি নয়—সে শক্তি নয়! পুরাতন শিবের শক্তি কে জান? দুর্গা—দক্ষরাজকন্যা দুর্গা!

অনন্ত। ওঃ, আপনি সেই শক্তির কথা ব'লছ? আপনি দার পরিগ্রহণ করবে? আমি ভেবেছিলাম বুঝি কুস্তীটুস্তী লড়বে—ছুটোছুটী ক'রবে।

গুণধর। বৎস অনন্তপ্রসাদ! ফটিকচাঁদের মাতার মৃত্যুর পরই আমি শক্তিহীন হ'য়ে পড়েছি। তিনি থাকলে শিবত্ব লাভের জন্য আজ আমায় পথে পথে কেঁদে বেড়াতে হ'তো না।

অনন্ত। আজ্ঞে তা হ'তো না !

গুণধর। এত দিনে তুমিও নন্দীত্ব লাভ ক'রতে !

অনন্ত। আজ্ঞে তা করতুম !

গুণধর। তা সে অবধি কত চিন্তা করছি, কত রাজ কন্যা খুঁজছি ; কিন্তু কেউ আমাকে আমলই দেয় না ! বনমালী বাচস্পতির কন্যাকে প্রার্থনা ক'রলেম, অর্ব্বাচীন আমাকে মুখের ওপর বললে—অষ্টরম্ভা প্রদান ক'রবো। অনন্তপ্রসাদ ! আমি মরমে মরে আছি। ত্বরায় একটী রমণী রত্ন সংগ্রহ কর—বলো—আমি শিবত্ব লাভ ক'রলে তিনি দুর্গাত্ব লাভ ক'রবেন ; ভবিষ্যতে অনেক লীলা ক'রবো !

অনন্ত। আজ্ঞে প্রভু ! এ কথা অধম দাসকে এ্যাদ্দিন বলনি কেন ? আপনি শক্তি খুঁজছ তাতো আমি অজ্ঞাত ছিলুম না ঠাকুর ! সেই জন্যে আপনি শিবত্ব লাভ ক'রতে পারছ না ? আহা-হা—

গুণধর। আহা-হা শিবোঽহং—শিবোঽহং—শিবোঽহং—

[ফটিকচাঁদের প্রবেশ]

ফটিকচাঁদ। অনন্তদাদা ! তুমিইতো বাবাকে 'শিবঠাকুর হ'বে—শিবঠাকুর হ'বে' ক'রে ক্ষেপিয়ে তুলছ ! এবার কিন্তু তোমাব সঙ্গে আমার ঝগড়া হ'বে বলে দিচ্ছি !

গুণধর। ফটিকচাঁদ ! শিবোঽহং—শিবোঽহং—শিবোঽহং—

ফটিকচাঁদের গীত।

বাবা শিবঠাকুরটী হয়ো না।
গাঁজা ছাড়া বরাতে আর
অন্ত কিছু জুটবে না॥
ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে
সিদ্ধি ভাঙে বিভোর হ'য়ে

ন্যাংটা ক্ষ্যাপা থাকবে ব'সে
ধুতি চাদর মিলবে না ॥
সাপে এসে ধরবে গলা
ভূতে যত সাজবে চেলা
বিষম জব্দ শীতের বেলা
লেপ কাঁথা কেউ দেবে না ॥ [প্রস্থান ।

গুণধর। দেখ অনন্ত প্রসাদ! এই ফটিকচাঁদের মেজাজটা যেন রাজা রাজড়ার মতন, চাল চলনটা যেন সেনাপতি সেনাপতি রকমের!

অনন্ত। আজ্ঞে যা অবজ্ঞা করেছ! ওকে গণেশের পরিবর্ত্তে কার্ত্তিক করে দিতে হ'বে!

গুণধর। আহা-হা ঠিক বলেছ অনন্তপ্রসাদ—ঠিক বলেছ। ফটিক-চাঁদ আমার কার্ত্তিকচাঁদ!

অনন্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ—ফটিকচাঁদকে আপনার পোষাক-টোষাক পরিয়ে হাতে তীর ধনুক দিয়ে ময়ূরে চড়িয়ে দাও, যদি পাড়া শুদ্ধ লোক ওকে কার্ত্তিক না বলে তো আমার দু'কাণে দু'খানা থান ইট ঝুলিয়ে দিও!

গুণধর। ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ! গণেশ কর'তে হ'লে অনেক হাঙ্গাম। হয় মুণ্ডু কাটতে হবে—নয় হাতীর মুখোস্ পরিয়ে দিতে হ'বে। তা ও যে রকম ছটফটে ছেলে—রোজ একটা ক'রে মুখোস্ চাই! তার চাইতে কার্ত্তিক ঢের ভাল। কি বল অনন্ত প্রসাদ?

অনন্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ, কার্ত্তিক—কার্ত্তিক—

গুণধর। চল, এইবার আমার একটু পদসেবা ক'রবে চল।

অনন্ত। আজ্ঞে যা অবজ্ঞা করেন—

গুণধর। আহা-হা, শিবোঽহং—শিবোঽহং—শিবোঽহং—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

[ক্রীড়াভূমির একপার্শ্ব]

(চারণ বালকগণ)

গীত

আকুল পরাণে কাঁদে ধরণী।
হরিল না হরি ধরাভার
তাই ঘন শ্বাস ফেলে জননী॥
দানব দলন করিবে সাধন
কবে দেবগণ না জানি,
ধরা আঁখিজল ভীষণ অনল
ধরা তায় দহে আপনি;
কেঁদে বলে কোথা ব্যথাহারী
কোথা সে শ্রীপদ তরণী॥ [প্রস্থান।

[দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ]

দ্রোণ। ক্ষত্রিয় শিখায় মোরে—
বেছে নিতে ক্ষমার ভূষণ,
ক্ষত্রিয় শিখায় মোরে—
ধর্ম্ম নহে ব্রাহ্মণের
দ্বেষ-হিংসা হৃদয়ে পোষণ,
ক্ষত্রিয় শিখায় মোরে—
আত্মবৎ দেখ সর্ব্বজীবে!
ধন্য তুমি ক্ষত্রকুলোদ্ভব—
ক্ষত্রবীর ভীষ্ম মতিমান্!
সত্য, প্রতিবাক্য প্রতিকার্য্য
প্রচারিছে বিশ্বমাঝে

উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় তব !
দারিদ্র্য কবলে পড়ি আত্মহারা আমি
বড় আশে দ্রুপদ রাজার পাশে
করেছিনু বন্ধুত্ব কামনা ;
বন্ধু বলি চেয়েছিনু
অর্দ্ধেক সম্পত্তি তার--
দরিদ্রতা নিবারণ হেতু ;
কিন্তু মদগর্ব্বে গর্ব্বিত ভূপাল
শ্লেষবাক্যে কহিল আমায়—
'সমানে সমানে হয় বন্ধুত্ব স্থাপন,
দরিদ্রের বন্ধু নহে ধনী কদাচন ,
তিলেক ঐশ্বর্য্য নাহি দিব,
দিনেকের খাদ্য মাত্র ল'য়ে
চ'লে যাও যথা ইচ্ছা তব !'
তদবধি জ্বলিতেছে প্রাণ,
তদবধি নিত্য ভাবি মনে—
সহায়তা পাই যদি কারো
দিতে পারি সমুচিত প্রতিফল,
মর্ম্মঘাতী উপেক্ষার যোগ্যদণ্ড তার !
কিন্তু ভীষ্মে হেরি সে পথে কণ্টক,
সে মোর জীবন্ত বাধা সঙ্কল্প সাধনে।
মিষ্টভাষে বার বার কহে সে আমায়—
'তুষ্ট হও দ্বিজ নিজ অবস্থায় ;
নহে ভবিষ্যতে—
দুঃখে নিমগ্ন হয়া তুমি আনিবে আপনি !

দরিদ্র-ব্রাহ্মণ বলি'
উপেক্ষিত যদি বন্ধুত্ব তোমার—
দ্রুপদ রাজার পাশে,
তবে যথার্থ অনাথ-বন্ধু যিনি,
অন্নদাতা দরিদ্রের,
পরম করুণাময় বন্ধু জগতের—
কর তাঁরে বন্ধুত্বে বরণ ;
তৃপ্ত হ'বে প্রাণ মন—
আশা পূর্ণ হ'বে সুনিশ্চয় !'

[অশ্বত্থামার প্রবেশ]

অশ্বত্থামা। পিতা !
দ্রোণ। কেন অশ্বত্থামা ?
অশ্বত্থামা। এত পূর্ব্বে কেন পিতা
ক্রীড়াভূমি মাঝে ? দেখে এনু—
কৌরব-পাণ্ডবে সবে নিদ্রায় মগন
তৃতীয় পাণ্ডবে দেখিলাম শুধু
ধনু হস্তে গভীর চিন্তায় রত !
গৃহে চল পিতা—
ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা লব কিছু !
দ্রোণ। বৎস ! ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার কারণ
অবসর লইতে খুঁজিয়া—
সুগভীর কাল সিন্ধু গর্ভে
যথেষ্ট সময় তব রয়েছে পড়িয়া !
পুত্র তুমি মোর,

তোমা হ'তে মুখোজ্জ্বল হ'বে মম
ধরি হৃদে এই উচ্চ আশ ;
সুযশ বীরত্ব তব
ব্যাপ্ত যাহে হয় সমগ্র ভারতে
বিধিমতে চিন্তি সদা তাহা !
যাও বৎস—গৃহে যাও—
শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম সনে
সাক্ষাৎ প্রয়াসী আমি ,
কার্য্য সমাধানে—এখনি ফিরিব আমি
রাজপুরী হ'তে—যাও বৎস—

অশ্বত্থামা। পিতা ! নিত্য তুমি ফিরাও আমায়
আশা পথ হ'তে !
যতদিন ছিলাম কাননে
জীর্ণ পর্ণ কুটীরের মাঝে,
কত শিক্ষা, কত জ্ঞান
নিত্য আমি করেছি অর্জ্জন ,
কত যত্নে, কতই আগ্রহে
শিখাইতে ধনুর্ব্বেদ মোরে !
কিন্তু আজি এই রাজ সহবাসে আসি'
শিষ্য পেয়ে অগণন,
ফিরেও দেখনা তুমি পুত্রপানে তব !
পিতা ! চল যাই কাননে ফিরিয়া,
চল যাই—ভিক্ষা বৃত্তি লয়ে
উদরান্ন করিব সংগ্রহ !
আমি পুত্র—তুমি পিতা,

আমি তব ঘুচাইব দুঃখভার ;
স্থির সঙ্কল্প আমার—
পদস্পর্শে তব করিনু শপথ !
চল পিতা—নির্জ্জনে বসিয়া
শিক্ষা ল'ব তব ঠাঁই আশ মিটাইয়া !
নহে কৌরব-পাণ্ডবে শিক্ষা দিতে শুধু
মহামূল্য সময়ের তব
হবে অপচয় ! পরিণামে পুত্র তব—
অশিক্ষিত অজ্ঞান রহিবে পড়ি ;
কলঙ্ক বাড়িবে মোর,
ঘোষিবে জগৎ—
অশ্বত্থামা পিতার অযোগ্য পুত্র !

দ্রোণ সত্য যদি হেন অপযশ
রটে তব ভালে,
অযোগ্য সন্তান তুমি মম—
এই বলি ধরামাঝে যদি
সবে দেয় টিট্‌কারি—
বজ্রসম বাজিবে তা শ্রবণে আমার !
শেল বিদ্ধ হইবে মরমে,
নত হবে দ্রোণাচার্য্য শির,
লোকে মুখ দেখাতে নারিব,
মিথ্যা হবে পুত্রের কামনা—
যে পুত্রের খ্যাতি ও গৌরবে
বৃদ্ধি পায় বংশের মর্য্যাদা !
যাও বৎস—এখনি ফিরিব আমি,

গৃহে তুমি থাকিও প্রস্তুত। [অশ্বত্থামার প্রস্থান।
আজিও চপলমতি অশ্বত্থামা মোর !
সত্য শিক্ষাপথে তার
নানা বিঘ্ন আসে নিতি-নিতি,
কিন্তু জানে না তো পুত্র—
কি বিষম দ্বেষ-হিংসা ভরা—
দারুণ অশান্তি বহ্নি
জ্বলিতেছে পিতার অন্তরে তার !
বুঝিত যদ্যপি সে—না যেতে হ'বে
ভীষ্ম সনে করিতে মন্ত্রণা।
পুনঃ ক'ব তাঁরে—
মিথ্যাবাদী দ্রুপদ রাজারে
দিতে হবে শাস্তি সমুচিত,
নহে দারুণ অশান্তি-বহ্নি
ধূ ধূ করি আজীবন জ্বলিছে হৃদয়ে—
ভস্ম হব আপনি তাহাতে !
কহিব বুঝায়ে গঙ্গার তনয়ে—
যতদিন নাহি হেরি সম্মুখে আমার,
লৌহ দণ্ডে ঘেরা
সুকঠিন কারাগৃহ মাঝে
বদ্ধ-হস্ত-পদ দ্রুপদ রাজারে—
দীন নেত্রে চেয়ে আছে জড়পিণ্ড সম,
কণামাত্র করুণা ভিখারী মোর,
ভীষণ দর্শন জহ্লাদ তাহার পাশে
সগর্ব্বে দাঁড়ায়ে

অপেক্ষায় রবে শুধু আমার আজ্ঞার,
ততদিন উত্তপ্ত বালুকাময়
মরুভূমি রহিবে হৃদয়—
রহিবে জীবন মোর
অশান্তির আবরণে ঘেরা।
না—না, ভীষ্ম পাশে
ভিক্ষা লব কৌরব বাহিনী!
কহিব বুঝায়ে— [প্রস্থানোদ্যোগ।

[গীতকণ্ঠে নিরঞ্জনের প্রবেশ]

গীত

ব'লবো দু'টো সোজা কথা—
বিষম আমার মাথা ব্যথা—
সফল হবে বলা তবে
(তোমার) মনে যদি থাকে গাঁথা॥
লয়ে জনম বিপ্রকুলে
কেন থাক আপন ভুলে
জ্ঞানের নিশান হাতে তুলে
দেখনা এসেছ কোথা॥
পাচ্ছ সেবা রাজার মতন
তুষ্ট কেন নও গো এখন,
শিষ্য সেবক মনের মতন
তবে কেন ঘামাও মাথা॥ [প্রস্থান।

দ্রোণ। পাপ কখনো গোপন থাকে না। জগতের সামান্য একটা পাগল পর্য্যন্ত আমার মনের অবস্থা জানতে পেরেছে! ব্রাহ্মণ আমি, হিংসা-দ্বেষ-লোভ আকাঙ্ক্ষার বশীভূত হ'য়ে দিন দিন নীচমার্গের নিম্নস্তরে অবতরণ করছি! মনে করি ভুলে যাই, মনে করি জগদীশ্বর প্রদত্ত নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট

থাকি, মনে করি বন্ধু বান্ধব নামে কোনো কিছু রক্ত-মাংসের পিণ্ড অথবা পরিচয় দেবার মতো কোনো কিছু বিশেষ দ্রব্য জগতে নেই! প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা শুধু একটা মৌখিক—কথার কথা! কিন্তু চেষ্টার কোনো ফলই ফলে না। ববং তার পরিবর্ত্তে কিসের স্পন্দনে, তড়িতেব মতো কিসেব প্রবাহ গতিতে আমার শান্ত মস্তিষ্কে বিকট উন্মাদনা জাগ্রত ক'রে দেয়। জিঘাংসা তার সমস্ত পাপের বোঝা নিয়ে আমার হৃদয়েব রুদ্ধদ্বারে অবিশ্রান্ত আঘাত ক'বতে থাকে। পরক্ষণেই মনে হয়—ব্রাহ্মণ আমি—আমাব এ প্রবৃত্তি কেন? ব্রহ্মণ্যদেব! আমি বড বিপন্ন, আমার মস্তিষ্ক বিকৃত! হয় এই ব্রাহ্মণের বুক থেকে দ্বেষ হিংসাব সর্ব্বনাশী বীজ অপহৃত কবে নাও, নচেৎ শক্তি দাও—শক্তি দাও দেব! যেন ব্রাহ্মণ হ'য়ে প্রতিপদে আমি ব্রাহ্মণেব মর্য্যাদা রাখতে পাবি! [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

[পার্ব্বত্যপথ]

[গীতকণ্ঠে মঞ্জরী ও দূরে একলব্যের প্রবেশ]

মঞ্জরীর গীত

ওগো আমাব প্রাণের পথিক
এই পথে এসো এই পথে।
তোমার স্বপন গঠিত সাধের ছবি
দেখেছি গোপনে ওই পথে॥
যজ্ঞসূত্রে অতি পূত পবিত্রিত
চন্দন তিলক অলক শোভিত
বন ফুল মালা গলে বিলম্বিত
আরোহিত কিবা মনোরথে॥

দেব প্রতিম তিনি উজ্জ্বল কান্তি
চিরবাঞ্ছিত তব মঙ্গল শান্তি
দূরে ফেলে দাও অলীক ভ্রান্তি
চলে এস গো আমার সাথে।

[একলব্য অগ্রসর হইল]

একলব্য। সত্যই মঞ্জরী—স্বপ্নরাজ্য যেন—
স্বপ্নময় হেরি চারিধার !
কোথা—কতদূরে এসেছি মঞ্জরী ?
প্রকৃতি সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে দোঁহে
কতদূর এসেছি চলিয়া ?
চল যাই ফিরি'—
পিতা মোর রয়েছেন প্রতীক্ষায় !
জানতো মঞ্জরী—বিলম্ব দেখিলে
কত চিন্তা উঠে তাঁর প্রাণে !
আজি না পূরিল মনোরথ,
শূন্য হাতে যেতে হ'বে ফিরে !

মঞ্জরী। শূন্য হাতে কেন যাবে সখা ?
যথাকালে ফিরে যাবো গৃহে !
ফিরিবার নহে এ সময়,
এখনো তো ফুটে নাই মার্ত্তণ্ড কিরণ,
আজি ক্লান্ত বুঝি তুমি ?
ওই—ওই দেখ সখা !
নিম্নপথে ঊর্দ্ধশ্বাসে
ছুটিছে শৃগাল দল ;
ধর ধনুর্ব্বাণ—মিলেছে শীকার তব !

একলব্য। কোথায় মঞ্জরী ?
ওযে দেখি ময়ূর-ময়ূরী !

মঞ্জরী। ময়ূর-ময়ূরী !!
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—
আমি দেখি শৃগালের দল !

একলব্য। না মঞ্জরি !
দেখ কিবা নিম্নস্তর হ'তে
বাহিরিয়া স্বচ্ছ সলিলা স্রোতস্বিনী ঐ—
ভুজঙ্গ আকারে অজানা সাগরে কোন্
চলিয়াছে ধেয়ে ! উদিত ভাস্কর তায়
প্রতিবিম্ব ছড়ায়ে আপন,
ক'রেছে সলিলে আহা
রজত বরণ কিবা মনোহর !
নাচিতে নাচিতে হের ময়ুব-ময়ূরী
চলিয়াছে তৃষ্ণার সলিল-পানে
তৃপ্তি হেতু দোঁহে !
শৃগাল কোথা মঞ্জরী ?

মঞ্জরী। নহে কি শৃগাল ?
তবে ভ্রান্তি বুঝি মম !
ভাল, বিদ্ধ কর—
সুকোমল ময়ূর-ময়ূরী প্রাণ !

একলব্য। কাজ নাই শীকারে আমার !
প্রাণ মুগ্ধ যারে হেরে
বজ্রাঘাত শিরে তার কেমনে করিব ?
বুঝেছি মঞ্জরী !

ক্রমান্বয়ে সৌন্দর্য্যের বন্যা এনে
রুদ্ধশ্বাসে আরো চাও ছুটাইতে মোরে
স্বপ্নরাজ্য হেথা,
সত্য হেথা নাহি দেখি কিছু !
বুঝিনু এক্ষণে—
স্বপ্ন শুধু চিত্তের বিকার !

মঞ্জরী। চিত্তের বিকার যদি
কেন তবে ছুটে এলে
"এই মোর স্বপ্নরাজ্য" বলি' ?

একলব্য। কেন যে এসেছি বুঝিতে না পারি !
মনে হয় এইখানে—
এইখানে যেন এক দিব্যকান্তি,
ধনুকরে তাঁর ;
পদধূলি দিয়া মোর শিরে
কহিলেন উচ্চভাষে—
"একলব্য প্রিয়শিষ্য তুমি মোর,
ধনুর্ব্বেদ শিখাবো তোমারে।"
ছুটে এনু শয্যা ত্যজি' তাই ;
খুঁজি সব ঠাঁই,
কোথা সেই স্বপনের ছবি—
কোথা সেই স্বর্ণকান্তি ?

(গীত কণ্ঠে নিরঞ্জনের প্রবেশ)

গীত।

তুই সেবার কাঙাল এতো হোসরে যদি
সেবার চরণ পাবি সেবিতে।

অনুরাগ কুসুমে, ভকতি চন্দনে
পাবি মনের সাধে পূজিতে ॥
সে বর্ণগুরু কুল ব্রাহ্মণ
চরণে লও তাঁর শরণ
মন্ত্রবাণী তাঁর পার করে পারাবার
গুরুপদে হ'বে তাঁরে বরিতে ॥
সে যে সিদ্ধি মুক্তি শক্তি সাধন,
ঋদ্ধি যুক্তি ধর্ম্ম করণ,
সৌম্য রূপ তাঁর ধ্যান কর অনিবার
মনোময় কর তাঁরে মনেতে ॥ [প্রস্থান।

একলব্য। কি—কি এ মঞ্জরী ?
কোথা হ'তে—
অমৃতের ধারা পশিল শ্রবণে ?
বল—তুমিও কি পেয়েছ শুনিতে ?
বল, নিষাদনন্দন বলি'
সম্ভাষিয়া কোনো জন,
বলেছে কি—সত্য হ'বে স্বপন আমার ?
বল, এসেছে কি—স্বর্ণকান্তি সেই
নিদ্রাঘোরে—দেখেছিনু যাঁরে ?
বল—বল, ধনুর্ব্বেদ শাস্ত্র
স্পষ্টাক্ষরে জেগেছে কি নির্জ্জন প্রান্তরে ?
নীরব কি হেতু সখি ?

মঞ্জরী। বল—কি দিব উত্তর ?

একলব্য। কা'র এই মধুময় বাণী—
জান কি মঞ্জরী ?

মঞ্জরী। ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া—

বর্ত্তমান বিরাট পুরুষ যিনি—
দেখেছ কি কভু তাঁরে সখা ?
সেই মহা পুরুষের—
শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী শুনিয়াছ তুমি !

একলব্য। বিরাটপুরুষ ?
কোথায় বসতি তাঁর জান কি মঞ্জরী ?

মঞ্জরী। পর্ব্বতে কন্দরে, অনলে অনিলে,
সর্ব্বস্থানে সর্ব্বজীবে বিরাজিত তিনি ;
কি ক'ব অধিক—
তোমারো অন্তরে তিনি করেন বিরাজ !

একলব্য। একি অসম্ভব বাণী কহিছ সজনী ?
বিরাজেন অন্তরে আমার
বাণী তাঁর পশিছে শ্রবণে মোর,
কিন্তু নয়নের পথে নাহি দেখি কেন ?
মঞ্জরি—মঞ্জরি ! কি আছে উপায় বল—
দেখিতে সে বিরাট-পুরুষে ?
বল—বল, কোথা তিনি—
আছেন কি ভাবে ?
ধনুশর ল'য়ে করিলে সন্ধান,
অবহেলে আকর্ষিয়া তাঁরে
নারিব কি আনিতে সম্মুখে ?
জান যদি বলনা মঞ্জরি ?

মঞ্জরী। গুরু চাই—গুরু চাই সখা !
গুরুপদে ভক্তি রাখি' সদা
সর্ব্বকার্য্য সাধিলে যতনে

গুরু তুষ্ট হ'ন ! তুষ্ট হ'লে গুরু
জগদ্‌গুরু করিবেন কৃপা !
শস্ত্র শাস্ত্রবিদ্ মহাত্মা ব্রাহ্মণে
গুরুপদে করিয়া বরণ
কর শিক্ষা আকাঙ্ক্ষিত ধনুর্ব্বেদ তব ;
গুরু তবে দিবেন উপদেশ—
কি কৌশলে, কোন বাণে আকর্ষিবে
বিশ্ব বিধাতার চরণ-তরণী !
গুরু চাই—গুরু বিনা পণ্ড সমুদায় ;
ভক্তি চাই, ভক্তি বিনা সিদ্ধি মুক্তি নাই !

একলব্য। যাই তবে—বিশাল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে
পাতি পাতি দেখি অন্বেষিয়া—
কোথা পাই বিপ্র শ্রেষ্ঠ গুরুর চরণ !
মঞ্জরি—মঞ্জরি ! ফিরে যাও গৃহে ,
বলো তুমি পূজ্যপাদ জনকে আমার—
গিয়েছে তনয় তব
ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা আশে
উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে !

মঞ্জরী। সখা ! যাবে যাও—নিষেধ না করি তোমা' !
কিন্তু বিলম্ব, দেখিয়া
পিতা তব বসে আছেন আশাপথ চেয়ে,
না ল'য়ে সম্মতি তাঁর যাওয়া কি উচিৎ ?
ভাল হতো—ব্যক্ত করি' মনোভাব তব
পিতৃপাশে লইলে বিদায় !

একলব্য। বিলম্ব না সহে আর—

প্রাণ করে আকুলি বাকুলি !
মনে হয়, পক্ষ যদি থাকিত আমার—
বিহঙ্গের প্রায়
দ্রুতগতি উধাও হইয়ে
মিটাতেম আকাঙ্ক্ষা আমার !
মঞ্জরি ! মুহূর্ত্ত আমি যুগ সম গণি,
গৃহে ফিরিবার নাহি অবসর !
শুন দেবি ! বলো তুমি বুঝায়ে পিতারে—
ত্বরায় ফিরিব আমি ;
অমঙ্গল চিন্তা যেন
পশেনা হৃদয়ে তাঁর ক্ষণেকের তরে ।
জানায়ো প্রার্থনা মোর—
পুত্র তাঁর মাগে আশীর্ব্বাদ,
মনস্কাম পূর্ণ যেন হয় !

মঞ্জরী । কতদিনে দেখা হ'বে পুনঃ ?

একলব্য । যত দিনে
ভাগ্য নাহি সুপ্রসন্ন হয় !

[প্রস্থান ।

মঞ্জরী । বড় সুন্দর—বড় সরল প্রাণ ! আমিও তাই ছুটে এসে নিষাদ-পতির কাছে—পালিত কন্যা রূপে আশ্রয় নিয়েছি । চল নিষাদ-নন্দন—এই পথেই চল ! প্রাণ সরলতায় পূর্ণ রাখ ! তোমার গুণমুগ্ধ হ'য়ে ভক্তি স্বয়ং এসে তোমার হৃদয়-মন্দিরে অধিষ্ঠান করেছে ! তার সাহায্যে মুক্তি তোমার অনিবার্য্য—মোক্ষ তোমার করতলগত ! গুরুভক্তি রূপে নিষাদ-সন্তানের সম্মুখে দাঁড়িয়েছি ; তার প্রাণের সঙ্গে এমনি মিশিয়ে গেছি যে, সে আমার স্বরূপ না দেখে একদণ্ড থাকতে পারেনা—

[একলব্যের পুনঃ প্রবেশ]

একলব্য। মঞ্জরি—মঞ্জরি—

মঞ্জরী। কেন একলব্য—আবার ফিরে এলে যে ?

একলব্য। কি জানি মঞ্জরী—

একা যেতে মন নাহি সরে !

মূর্তিমতী দেবী তুমি,

তুমি যদি সাথে রহ মোর,

প্রাণ বলে—সুনিশ্চয় হ'বো সিদ্ধিকাম !

কাজ নাই সখি গৃহে ফিরে আর,

আসিয়াছি দুইজনে, কার্য্য সমাধানে

একসঙ্গে ফিরে যাবো দোঁহে !

মঞ্জরী। তাহ'লে এসংবাদ তোমার পিতা কি ক'রে জানবেন ?

একলব্য। পিতা ? পিতা ?

মঞ্জরি—মঞ্জরি ! উপায় না দেখি তা'র !

মঞ্জরী। তাহ'লে তোমার পিতা ক্রুদ্ধ হ'বেন !

একলব্য। না না, বলোনা ও কথা !

চল সখি—তোমা সনে

চলিতে বসিতে বড় ভালবাসি।

মঞ্জরী। একলব্য ! তুমি আমায় ভালবাস ?

একলব্য। হ্যাঁ মঞ্জরি—ভালবাসি !

মঞ্জরী। কি রকম ভালবাস ব'লতে পার ?

একলব্য। ব'লতে পারি মঞ্জরি ! নির্ম্মল শবর সমাগমে যোগারাধ্যা জগন্মাতার অভয়দায়িনী মূর্ত্তি সন্দর্শনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেমন মায়ের বুকভরা অগাধ ভালবাসা উপভোগ করবার জন্য নিজের ক্ষুদ্র ভালবাসা টুকু নিয়ে

তাঁর চরণ মূলে উপস্থিত হয়, রোগে, শোকে, মানসিক পীড়ায় অস্থির হয়ে, পুত্র যেমন বেদনাভরা জ্বালাময় কুঞ্চিত বদনে জননীর নিকট সান্ত্বনা জড়িত অতুলনীয় ভালবাসা পাবার জন্য বড় আশায় ছুটে যায়—মঞ্জরি! আমি তোমায় তেমনি ভালবাসি।

মঞ্জরী। তাহ'লে তোমরা আমায় আশ্রয় দিয়েছ পূজা ক'রতে—কেমন?

একলব্য। হ্যাঁ মঞ্জরি তাই! আমি ভালবাসা দিয়ে ভালবাসা নিতে চাই! মাতৃভাবে মাতৃমূর্ত্তিতে তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছ—দীন পুত্রভাবে আমি তোমার পূজা ক'রতে চাই! তোমার চরণে আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ উৎসর্গ ক'রতে চাই! মঞ্জরি—মঞ্জরি—ঐ শোনো! কে যেন এই পর্ব্বতগাত্র প্রতিধ্বনিত ক'রে ব'লছে—নির্ব্বোধ একলব্য। মঞ্জরীকে সঙ্গে নাও, সম্পদে বিপদে সে তোমার চির সহায়। চল দেবি! তুমি আমার সিদ্ধি—তুমি আমার ভক্তি—তুমি আমার মুক্তি— [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

[দ্রোণাচার্য্যের বাটী]

(দ্রোণাচার্য্য ও অর্জ্জুন)

অর্জ্জুন। গুরুদেব! স্বচক্ষে দেখেছি—
কত বল ধর তুমি ভুজে!
মনে পড়ে সেই অতীতের কথা,
মনে পড়ে তোমার প্রথম আগমন—
যবে কূপ মধ্য হ'তে
লৌহের গোলকে
তৃণশরে বিঁধিয়া তুলিলে,

যবে পিতামহ কৌরব-পাণ্ডবে লয়ে
সঁপে দিল চরণে তোমার
শস্ত্র-শাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিতে সবারে,
সেই দিন চিনেছি তোমারে দেব !
গুরু জ্ঞানে কায়-মন-প্রাণ
সঁপেছি তোমার পায় !

দ্রোণ। শিষ্যের কর্ত্তব্য যাহা করেছ পালন !
কিন্তু কেমনে বুঝিব বৎস—
ভক্তি তব দৃঢ় মোর' পরে ?
কেমনে বুঝিব—আদেশ আমার
অক্ষরে অক্ষরে হইবে পালিত ?

অর্জ্জুন। কি আর কহিব দেব !
বাক্য আমি ব্রহ্ম সম গণি ;
বাক্য মোর করহ বিশ্বাস—
কার্য্যে তার পাবে পরিচয়,
আড়ম্বরে কিবা প্রয়োজন ?

দ্রোণ। বিশ্বাস ? হাঃ হাঃ হাঃ—
হাসি পায় বিশ্বাসের কথা শুনি !
বিশ্বাস করেছিনু দ্রুপদ রাজারে ;
নিজমুখে করিল স্বীকার—
রাজা হ'লে অর্দ্ধরাজ্যে মোরে
দিবে অধিকার ; কিন্তু—
ভেসে গেল সে প্রতিজ্ঞা ঐশ্বর্য্য গরবে—
না মানিল বাক্য ব্রহ্ম বলি' ;
উপেক্ষায় পাপমতি—

বিশ্বাস হরিল মোর !
তাই ভয় হয় মনে—
বিশ্বাস করিয়া তোমা'
প্রাণ পণে দিব উপদেশ,
দিব শিক্ষা হৃদয় খুলিয়া,
অবশেষে মতি ভ্রমে তুমি
বক্ষে মোর করি বজ্রাঘাত
হ'বে গুরু দ্রোহী !
দম্ভভরে সবারে ডাকিয়া ক'বে—
গুরু কেবা—শিষ্য কার ?
আপন উদ্যমে শিখেছি সকলি !
এইতো ধরার রীতি—
কৃতজ্ঞতা হেথা কোথা ?
নতশির কেন বৎস ?

অর্জ্জুন। গুরুদেব !
অলীক সন্দেহ কেন শিষ্য'পরে তব ?
পুনঃ কহি—বাক্য ব্রহ্ম সম গণি !
বিশ্বাস হারায়ে দ্বিজ—
এত যদি অবিশ্বাস শিষ্য প্রতি তব,
তবে দাও অনুমতি দেব—
জ্বালিয়া প্রচণ্ড অগ্নি সম্মুখে তোমার,
তোমারি আদেশে
হাস্য মুখে ঝাঁপ দিই অনল মাঝারে।
কিম্বা দ্বিজ—সাক্ষাৎ মরণ রূপী
কালকূটে ভরা কাল সর্পে ধরি'

আজ্ঞা দাও দংশিতে আমারে ,
ইচ্ছা যদি হয়—আদেশ দাসেরে—
অনন্ত সাগরে পশি'
বাঞ্ছিত রতন কোনো আনিতে ত্বরায়—
নিমেষে সাধিব তাহা ,
আজ্ঞা তব বর্ণে বর্ণে করিব পালন,
মৃত্যু ভয় নাহি লব প্রাণে !
গুরু পদে রহে যদি মতি—
নিভিবে প্রচণ্ড অগ্নি,
কাল সর্প লুকাবে বিবরে,
রতন করিতে দান
অকাতরে শুখাবে সাগর !
মিনতি আমার প্রভু !
বাক্য মোর দেখ পরীক্ষিয়া—
সত্য মিথ্যা বুঝিবে সকলি !

দ্রোণ। ধন্য বৎস—
প্রীত আমি তব আচরণে !
বুঝিলাম শিষ্য তুমি উপযুক্ত মোর !

[নেপথ্যে একলব্য, "ঐযে, ঐযে আমার সেই স্বপ্নের উজ্জ্বল ছবি"—]

কে ও ?

(একলব্যের প্রবেশ)

একলব্য। প্রণমি চরণে দেব !

দ্রোণ। কে তুমি ?

একলব্য। আমি, নিষাদপতি হিরণ্যধনুর পুত্র—নাম একলব্য !

দ্রোণ। নিষাদ-নন্দন? এখানে তোমার আবশ্যক?

একলব্য। একটা ভিক্ষা নিতে এসেছি।

দ্রোণ। ভিক্ষা? কি ভিক্ষা চাও?

একলব্য। ঐ চরণ দু'খানি!

দ্রোণ। আমার?

একলব্য। হ্যাঁ দেব—আপনাকে আমি গুরুপদে বরণ করিতে এসেছি!

দ্রোণ। ধিক্ স্পর্দ্ধা! নিষাদ-নন্দন! ত্বরায় এস্থান পরিত্যাগ কর।

একলব্য। আমি এখনি এ স্থান পরিত্যাগ করছি! আপনি বলুন—কৃপা ক'রে আমায় ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দিবেন?

দ্রোণ। নীচাশয়! দ্রোণাচার্য্য চণ্ডাল নয়—ব্রাহ্মণ!

একলব্য। জানি দেব! দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ বলেই সুদূর দেশ থেকে ছুটে এসেছি, দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ বলেই তাঁর মহামূল্য শ্রীচরণে আশ্রয় নিতে এসেছি, দ্রোণাচার্য্য অদ্বিতীয় ধনুর্ব্বিদ্ ব'লেই তাঁর বিদ্যার কণা মাত্র আস্বাদ গ্রহণ ক'রতে এসেছি। দয়া করুন দ্বিজবর, আমি আপনার পদাশ্রিত—ভৃত্যের ভৃত্য!

দ্রোণ। কি বলছ নিষাদপুত্র? অদ্বিতীয় ধনুর্ব্বিদ্ ব'লে কি আমাকে একটা ঘৃণিত চণ্ডালের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হ'বে? কুরুরাজের বেতনভোগী আমি; তাঁর সন্তানগণের শিক্ষার ভার আমার হস্তে সমর্পিত! আজ যদি আমি সেই দায়িত্ব অবহেলা ক'রে গোপনে একটা নীচ চণ্ডালকে আমার শিষ্যরূপে গ্রহণ করি, তাহ'লে ধর্ম্ম আমার কোথায় থাকবে? লোকে আমায় ব'লবে কি? ঘৃণাভরে সকলেই বিদ্রূপ ক'রে ব'লবে—এত অর্থলোভী আমি, এত শিষ্যের কাঙাল আমি, যে চণ্ডালকে পর্য্যন্ত শিষ্যত্ব দান ক'রতে আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ ক'রলুম না! যাও আগন্তুক—তোমার স্বজাতির মধ্যে কাউকে গুরু নির্ব্বাচন কর গে—যাও—

একলব্য। আপনি আমায় দয়া করবেন না?

দ্রোণ। নিষেধ শোনো চণ্ডাল-পুত্র! যদি নিজের মঙ্গল চাও—শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ কর!

অর্জ্জুন। গুরুদেব তোমায় প্রত্যাখ্যান ক'রছেন, তবু তুমি তাঁকে বার বার বিরক্ত ক'রছ?

একলব্য। ক্ষুধা তৃষ্ণার নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য ক'রে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে আপনার শ্রীচরণ প্রান্তে আশ্রয় নিয়েছি,—তবে কি আপনার প্রত্যাখ্যান বাণী শুনতে? তা হ'বে না দ্বিজবর—আমাকে আপনার শিষ্যরূপে গহণ ক'রতেই হ'বে!

দ্রোণ। তুমি নীচ—অস্পৃশ্য!

একলব্য। অস্পৃশ্য চিরকালই অস্পৃশ্য থাকবে দেব! আপনি আমায় স্পর্শ করবেন না। শুধু আমায় চোখের দেখা দেখতে দেবন, শুধু আপনাব উপদেশ বাণী আমায় কাণে শুনতে দেবেন, ধনুর্ধারণ ক'রে জ্যা রোপণের কৌশল, শর ত্যাগের কৌশল—আপনি দূর থেকে আমায় দেখ্‌তে দেবেন, আর সেই সঙ্গে আপনার পবিত্র আশীর্ব্বাদ! আর কিছু চাই না। দেখ্‌বেন—সেই উপদেশেব ফলে, সেই পবিত্র আশীর্ব্বাদেব ফলে সমগ ত্রিলোক জয় ক'রে এনে আপনার শ্রীচরণে লুটিয়ে দেবো—

দ্রোণ। নীচ নিষাদ-নন্দন! আমার এই শেষ সতর্ক বাণী—আব এক মুহূর্ত্ত এখানে অপেক্ষা ক'রো না! যাও—দূর হও—

একলব্য। প্রভু! আপনি ত্রিলোক পূজ্য ব্রাহ্মণকুল সম্ভূত, আপনার শরীরে ক্রোধ শোভা পায় না।

দ্রোণ। ওঃ, নরক—নরক এ সংসার দুস্তর!
লুপ্ত হোক্—লুপ্ত হোক্ এছার সংসার,
সৃষ্টি কাণ্ড যাক্ রসাতলে!
বিদ্রূপের হাসি দেখা'য়ে আমায়
ধীরে ধীরে অস্তাচলে পশিছে তপন;

শুনিবারে মোর তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
বন বৃক্ষ রাজি দাঁড়ায়ে নিশ্চল,
বিহঙ্গ ব্যাকুল দেখিতে দুর্গতি মোর,
আশে পাশে ঘুরে,
নাহি ফিরে কুলায় আপন ;
পলকে প্রলয় বুঝি হয় !
ছি ছি—কি এ লজ্জা—
কি এ পরিতাপ—কি পরিবর্ত্তন !
অধিকার ছিল যার সেই শিক্ষা দিত,
ভাল মন্দ দু'কথা কহিত— ,
এবে চণ্ডাল আসিয়া ঘরে
শিক্ষা দেয় মোরে—
ব্রাহ্মণ শরীরে ক্রোধ নাহি শোভে !
অস্পৃশ্য চণ্ডাল ! ভক্তি পরিচয় ভাল দিলি তোর !

একলব্য আচার্য্য প্রধান ! নির্ম্মম হইয়া
যত পার কর তুমি প্রত্যাখ্যান মোরে ,
আমি কিন্তু অঙ্কিত করিয়া তব—চরণ দু'খানি
সযতনে রেখে দেব হৃদয়ে আমার !
মিলে যদি সুযোগ কখনো,
পাই যদি দরশন তব,
তবে করিনু প্রতিজ্ঞা দেব—
তোমারি করুণা বলে
বিদারি' এ বক্ষ মোর দেখাব তোমায়—
কত ভক্তি—কত প্রেম করেছি সঞ্চয়
উপহার দিতে ওই শ্রীচরণ মূলে !

অস্তাচলগামী দেব দিবাকর !
নিস্তব্ধ পাদপ শ্রেণী !
পশুপক্ষী জীব যে আছ যথায়
এই বিশাল ধরায়, শুন সবে—
ধনুর্ব্বিদ্ দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ সুজনে
একলব্য আজি—গুরুপদে করিল বরণ !
গুরুদেব ! প্রণাম চরণে !

দ্রোণ। অর্জ্জুন—অর্জ্জুন ! শীঘ্র কর প্রতিকার !
ব্রাহ্মণের রাখ মান
চণ্ডালের অপমান হ'তে !

অর্জ্জুন। আরে-রে দুর্ম্মতি !
দুর্ম্মদ শমন তোরে করেছে স্মরণ,
তাই ব্রাহ্মণের সনে
বিবাদে প্রমত্ত তুই !
ব্রাহ্মণের রোষানলে পড়ি'
ভস্ম হ'তে কেন সাধ না পারি বুঝিতে !
গুরুদেব ! চল যাই স্থানান্তরে !

দ্রোণ। সেই ভাল,
চল যাই স্থানান্তরে মোরা !
নহে চণ্ডাল মূরতি হেরি'
চণ্ডাল প্রবৃত্তি হৃদে জাগিবে আমার,
করিবে নিরয়গামী দরিদ্র ব্রাহ্মণে ! [প্রস্থানোদ্যোগ]

একলব্য। গুরুদেব—[পদ প্রান্তে উপবেশন]

দ্রোণ। স্থির হও অবাধ্য চণ্ডাল !
গুরু সম্বোধন

বজ্র সম বাজে মোর কাণে।

একলব্য। আজ্ঞা কর দ্বিজবর!
কি ভাষে করিলে সম্বোধন—
তুষ্ট তুমি হ'বে মম প্রতি ?

দ্রোণ। বুঝিলাম—নীচ সনে
নীচ আচরণ কর্ত্তব্য আমার!
অস্পৃশ্য চণ্ডাল!
ধর শিরে তীব্র অভিশাপ—
না—না, বিদ্রূপের হাসি হাসিবে জগত,
দ্রোণাচার্য্যে কবে সবে—
ছি ছি লঘুপাপে গুরুদণ্ড হেন ?
কাজ নাই—দূরে র'ব কলুষ কালিমা হ'তে।

[দ্রোণাচার্য্য ও অর্জ্জুনের প্রস্থান।

[গীতকণ্ঠে নিরঞ্জনের প্রবেশ]

গীত :—

বড় কেঁদেছে কি প্রাণ বড় বিঁধেছে কি বাণ।
তব আশাপথে চলা কিগো হ'বে অবসান।
তরু না ধরিলে পরে লতা কি দাঁড়াতে পারে,
আবার লতা না ধরিলে তারে করেনা সে ধরাধান
উঠিয়া পড়িয়া ভাই চলিতে শিখিতে হয়,
ঠেকিয়া দেখিয়া ভাই জগত চিনিতে হয়,
রতন তুলিতে হ'লে সাগর ছেঁচিতে হয়,
কাঁদিলে হাসিতে হয় বিধির বিধান ॥
ঐযে সুরয সনে দিবস চলিয়া যায়,
ঐযে যামিনী এসে আঁধার ছড়াতে চায়,

আলোক আঁধার কিবা দিতে এই পরিচয়,
নিরাশায় ক’রে দেয় আশার সোপান ॥ [প্রস্থান।

একলব্য। মঞ্জরি—মঞ্জরি ! নাহি বুঝি হেথা !
ভাল হ’ল, শুনিলনা মোর
মর্ম্মঘাতী প্রত্যাখ্যান কথা !
কেন আর চলে না চরণ,—
কেন হয় রুদ্ধ শ্বাস,
লুপ্ত কেন হ’তেছে চেতন ?
ব্যোম সমীরণ স্তব্ধ সমুদায়,
স’রে যায় বিশাল-মেদিনী—
যেন পদতল হ’তে।
অধঃ ঊর্দ্ধ মধ্যস্থল
পূর্ণ শুধু প্রত্যাখ্যান রবে !
চারিদিকে শুনি শুধু নিদারুণ বাণী—
লভিবারে ব্রাহ্মণ চরণ
নিষাদের নাহি অধিকার !
অস্পৃশ্য চণ্ডাল—চিরদিন অস্পৃশ্য জগতে !
তবে ভগবতী বসুন্ধরে !
তুমি কেন পুণ্য অঙ্কে তব
সযতনে রেখেছ চণ্ডালে ?
ডুবে যাও—
ডুবে যাও মাগো প্রলয় সলিলে !
লুপ্ত হোক্ চিরতরে
অস্পৃশ্য মূরতি এই ধরাতল হ’তে—
প্রাণপূর্ণ মর্ম্ম জ্বালা হউক নির্ব্বাণ ! [প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

[হিরণ্যধন্থর বাটীর প্রাঙ্গণ]

(নিষাদগণ)

গীত

বেইমানি সব্ ছোড়্ দেনা,
বাত্ না বোলো সিধা চলো
সাচ্চা ঝুটা সমজ্ লেনা ॥
দিলমে ময়লা রাখো মৎ
ধরম্‌কো লে লেও আপনা সাথ্
বেইমান হোকে মৎ ছোড়ো ভাই
সব্‌সে আচ্ছা ইমান্ আপনা ॥
দুনিয়া ভরমে খারাপি কাম
হামেসা—চলতা—সুবে সাম
লেতা নেই কোই দেওতা নাম
বেকুব বন্‌তা দেখো কেতনা ॥

[হিরণ্য-ধন্থর প্রবেশ]

হিরণ্য। হাঃ হাঃ হাঃ, আরে কি বলিসরে জগুয়া ! আজকের দিনে মোটে দু'টী ঘড়া সরাপ চলবে ? আজকের দিনটা কি—তা একবার ভেবেছিস ?

১ম নিষাদ। তা আর ভাবিনি সর্দ্দার ? আজকের দিনে নাকাড়ার চচ্চড়ানিতে কাণ ঝালাফালা ক'রে দিবে, মোষ, বরা, শিয়াল, কুকুর ম'রে ওজাড় হয়ে যাবে, ঘড়া ঘড়া সরাপ চল্‌বে, তবেতো সারা রাজ্যিটা টের

পাবে যে হিরণ্যধনুর ব্যাটার জন্মদিনে একটা জবর ফুর্ত্তি চললো—একটা রীতিমত হল্লা চললো !

২য় নিষাদ। একলব্যটী আমাদের কেমন ধারা ছেলে বুঝলে সর্দ্দার ! সারাদিনটা গেল, সন্ধ্যে হ'য়ে এলো—তবু আর ঘরে ফিরতে চায় না।

হিরণ্য। এঁ্যা—এখনো ফেরেনি ? তা মঞ্জরী সঙ্গে আছে ভাবনা কি ! সে বড চালাক মেয়ে—বড় লক্ষ্মী মেয়ে ! আজ একটা খুব জবর শিকার আস্‌বে—দেখে নিস্ ! খুব ফুর্ত্তি চলবে। নে—নে, একটু ঢাল্ ! [মদ্যপান] এই তো ফুর্ত্তি ! খা—খা—তোরাও খা, ফূর্ত্তি কর ! [সকলের পান] আরে দে—দে আর একটু দে—ভাল জম্‌ছে না। [মদ্যপান] হ্যাঁরে, সেই যে সব নাচওয়ালীরা এসেছিল— তারা সব গেল কোথা ?

১ম নিষাদ। তারা সব ব'সে ব'সে সরাপ চালাচ্ছে সর্দ্দার !

হিরণ্যধনু। চালাচ্ছে ? বাঃ বাঃ ! দেখ্, ওদের কাঁকালে সরাপের এক একটা ঘড়া দিয়ে দে। গাইবে, নাচবে, আর সরাপের ঢেউ খেলাবে। [মদ্য-পান] ডাক্‌না—ডাক্‌না, তাদের সব ডাক্‌না ! ফূর্ত্তি চলুক—নাচ গান চলুক !

২য় নিষাদ। ওরে নাচ ওয়ালীরে ! তোরা সব জলদি জলদি আয়-নারে—

হিরণ্যধনু। চালাও—চালাও, সরাপ চালাও—

(নিষাদ রমণীগণের প্রবেশ ও গীত :—)

বাজত ঠুন্ ঠুন্ বাজত পিয়ালা
বদনমে আও মেরা যান্।
সুবে সাম হাম মিলনকে লিয়ে তেরা
হোতো হাম দিন হায়রাণ॥
পিলাও সখি পিলাও ফিন্
মেরা নয়নামে রহ রাতি দিন
আওলো রঙ্গে ঝোলত ভঙ্গে
এ্যাসা নয়না খোড়া বহুৎ হান॥

ক্যাসা মিঠি চাঁদিনী রাত—
মিলা মিঠি পিয়ার উস্‌কো সাথ
কেয়া মিঠি জান সরাপ
সখি পিয়ে ছোড়ো আঁখিবাণ ॥ [প্রস্থান ।

হিরণ্যধনু। বাঃ বাঃ চমৎকার !

নিষাদগণ। চমৎকার—চমৎকার !

হিরণ্যধনু। দে ভাই দে আরও সরাপ দে ; প্রাণে আজ বড় ফুর্ত্তি আসছে। তরল খেয়ে প্রাণটা আরো তরল ক'রে নিই ! [মদ্যপান করিতে যাইবে এমন সময় নেপথ্যে মঞ্জরী "বাবা—বাবা—" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল] ও কি জগুয়া ? মঞ্জরীর গলার আওয়াজ না ?

[মঞ্জরীর প্রবেশ]

মঞ্জরী। বাবা—বাবা, একলব্য নেই—

হিরণ্যধনু। নেই কি বল্ ?

মঞ্জরী। কৈ—তাকে দেখ্‌তে পাচ্ছ ?

হিরণ্যধনু। না, তা পাচ্ছি না বটে। মঞ্জরি ! একলব্য নেই ? কোথায় নেই—ঘরে—না পৃথিবীতে ?

মঞ্জরী। পৃথিবীতে আছে বাবা ! একলব্য তোমার পৃথিবী ছেড়ে যায়নি।

হিরণ্য। তাহ'লে আমার একলব্য আছে ?—মরেনি !

মঞ্জরী। বালাই তা কেন ? তবে সে ঘরে আসতে চাইলে না, এই দুঃখ !

হিরণ্য। তাই বল মঞ্জরী ! [মদ্যপান] তোর কথা শুনে আমার প্রাণের ভেতর্ একটা ঘুট ঘুটে অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠেছিল, টক টকে গাঢ় রক্তটা যেন জল হয়ে ফিকে মেরে গেছলো, বড় চম্‌কে উঠেছিলুম মঞ্জরী ! বড় ধোঁকায় পড়েছিলুম। একলব্য নেই শুনে, উঃ, বুকটা এমন কাঁপছে, চেপে ধরত মঞ্জরী ! সে এলনা, কোথা রইল তবে ?

১ম নিষাদ। যাবে আর কোথায়? মঞ্জরীর পেটের ভেতর। বেটী ডাইনি—সোণারচাঁদ ছেলেটাকে পেটে পুরে এখন ন্যাকা সাজছে।

হিরণ্য। তুই ভুল বুঝেছিস্‌রে, ভুল বুঝেছিস্‌।

২য় নিষাদ। ভুল নয় মহারাজ, ভুল নয়! দেখ্‌ছ না কেমন জুল্‌ জুল্‌ করে চেয়ে রয়েছে! আমার মন বল্‌ছে মঞ্জরী ডাইনি!

হিরণ্য। তোর মনের নিকুচি করেছে। চুপ কর হতভাগা নৈলে খুন করে ফেলব। কাকে কি বলছিস্‌? ডাইনী? মঞ্জরী ডাইনী? ভাল করে চোখ মেলে চেয়ে দেখ দেখিন! লক্ষ্মী মায়ের আমার ঐ চাঁদপানা মুখখানা কি ডাইনীর? ঐ চাঁপা ফুলের মত রং; গোলাপের পাপ্‌ড়ীর মত ঐ টুক্‌টুকে পাতলা পাতলা ঠোঁট; হরিণ ছানার মত ঐ ভাসা ভাসা ঢল ঢল চোখ; ধনুকের মত ঐ টানা ভুরু, দুর্গা ঠাক্‌রুণের মত ঐ এক ঢাল চুল, প্রতিমার মত ঐ ছোট ছোট রাঙা পা দু'খানি কি ডাইনীর হয়রে লক্ষ্মী-ছাড়া? দেখবার মত দেখ্‌তে না জানিসত চোখ দু'টো উপড়ে ফেলে দে না! সোণারচাঁদ মাকে আমার বরাতগুণে পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। সে আমার ঘর আলো ক'রে আছে, আমার ছেলের খেলার সাথী হয়েছে। মঞ্জরীকে বড় ভালবাসিরে বড় ভালবাসি। সে আমার মেয়ে, সে আমার মা, সে আমার সব। হ্যাঁ মা! তুই কি চিরদিন এমনি ক'রে ভেসে ভেসে বেড়াবি? একটা বিয়ে-থা করবি না?

মঞ্জরী। বাবা, এখন ওকথা নয়। কি করবে ঠাওরাও; একলব্যকে খুঁজতে বেরুবে না?

হিরণ্য। খুঁজতে বেরুবো না? বেরুবো বৈ কি—অবশ্য বেরুবো। ছেলে আমার কোথায় ভেসে চ'লে গেল—প্রাণটা আমার ছট্‌কে বেরিয়ে গেল, আর আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘরে ব'সে থাকব!

মঞ্জরী। তা'হলে আর বিলম্ব ক'র না বাবা!

হিরণ্য। কোথায়—কোন পথে গিয়েছে জানিস?

মঞ্জরী। জানি বাবা! সে পথ বড় সুন্দর—বড় উচ্চ!

হিরণ্য। তা হলে তুই তার সঙ্গে গেলিনি কেন?

মঞ্জরী। যাচ্ছিলুম বাবা! পথ থেকে সে আমায় ফিরিয়ে দিলে। আমি আস্‌তে চাইনি, কিন্তু সে আমার দু'টী হাত ধরে কেঁদে বললে—"মঞ্জরী"! পিতাকে বলে এস আমার বাঞ্ছিত-শিকার না নিয়ে আমি ঘরে ফিরছিনি!" তাই ছুটে এসেছি বাবা! এতক্ষণে সে কত দূর গেছে—কত উচ্চে উঠেছে।

হিরণ্য। জগুয়া! আমার ঢাল আর বর্শা। [প্রথম নিষাদের প্রস্থান] তা হলে গেল—এমন জমাট্ ফূর্ত্তিটা ভেঙ্গে গেল! গেল তা কি করব? যাক্ ছেলের জন্ম দিনে এমন জাঁকাল রকমের মঙ্গলের মাঝখানে এতবড় একটা অমঙ্গল ঘটে গেল? গেল—যাক্, কি করব? আচ্ছা মঞ্জরী! এতটা শাস্তি কে দেয় জানিস্?

মঞ্জরী। সবই অদৃষ্ট!

হিরণ্য। না মঞ্জরী! তুই জানিস্‌নি—সবই ঈশ্বর।

মঞ্জরী। ও যিনি ঈশ্বর—তিনিই অদৃষ্ট!

হিরণ্য। হ্যাঁ মঞ্জরী! তুই আমাকে অনেকবার একথা বলেছিস্ বটে! মনে থাকেনা মা! সব কেমন গুলিয়ে যায়। নীচ জাতি ঈশ্বরের ধর্ম্ম কি বুঝব বল? ও সব বড শক্ত মা! বড় কঠিন সমিস্যে। হ্যাঁ কি বলছিলি মঞ্জরী? বেশ কথা, অদৃষ্টের দোষ, বরাতের দোষে কত সাজান ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়; অদৃষ্টের দোষে কত পোড়া কপালীর জন্মের মত সিথির সিঁদুর মুছে যায়, কত রাজরাণী পথে বসে, কত রাজার ছেলে ক্ষিদের সময় পেটভরে একমুঠা খেতে পায়না, আমার মতন হয়তো কত চণ্ডালের ছেলে বাপের বুক থেকে কোথায় কোন্ দূর দেশে গিয়ে ছট্‌কে পড়ে, কত—

[ঢাল ও বর্শা হস্তে প্রথম নিষাদের প্রবেশ]

১ম নিষাদ। রাজা!

হিরণ্য। এনেছিস্ জগুয়া? দে—এখন তোদের কি কর্ত্তে হবে

জানিস্? বনটা টুঁড়ে ফেলতে হবে—দরকার হ'লে সারা জগৎটা ওলট্ পালোট্ ক'রে ফেল্তে হবে; দেখ্—পারবিত?

সকলে। আল্বাৎ পারব—আল্বাৎ পারব—

হিরণ্য। প্রাণটাকে তুচ্ছ কত্তে হবে—মাটীর ঢেলা ভাবতে হবে—দেখ্, পারবিত?

সকলে। খুব পারব রাজা—খুব পারব—

হিরণ্য। এইবার বল্ মঞ্জরী—সত্যি কবে বল্ ঠিক্ জানিস্ত? একলব্য ধরা ছেড়ে যায়নি?

মঞ্জরী। না বাবা!

হিরণ্য। দেখ্—এখনও বোঝ্, এখনও পাকা করে বল্, এ ছেলে-খেলা নয়, পাগলামি নয়। আমায় আবার তেমনি সাজে সাজতে হবে; তেমনি মনের বল নিয়ে ছুটে বেরুতে হবে. এখন যাচ্ছি ছেলেটার তল্লাস কত্তে এখানে—এ জগতে, দরকার হ'লে দোসরা জগতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

মঞ্জরী। সেকি বাবা, জীবদ্দশায় কি পর-জগতে যাওয়া যায়?

হিরণ্য। খুব যায় মঞ্জরী—খুব যায়! তুই মুখের কথাটা একবার খসা—একলব্য আমার এ জগতে নেই, দেখ্ তোর সামনে আমি যমরাজের টুঁটী টিপে ধরে' তার বাড়িটা উপড়ে এনে সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দিই। উঃ, বড় বিলম্ব হ'য়ে যাচ্ছে, ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে হু হু করে আগুন জ্বালাতে হবে, যেখান থেকে হোক যেমন করে হোক্ আমার একলব্যকে আমার হারাণ মাণিককে হিঁচড়ে টেনে এনে বুকের ধন বুকে চেপে ধরতে হবে। ওহো—হো-হো—আমার জমাট ফূর্ত্তি ভেঙ্গে দিয়েছে—মঞ্জরি! চলে আয়—

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

[ক্রীড়াভূমিসংলগ্ন বাটীর কক্ষ]

[দুর্য্যোধন]

দুর্য্যো। এত অধ্যবসায়, এত কষ্ট স্বীকারের ফল কি জানি না। আজ যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা কচ্ছি, ভবিষ্যতে হয়তো আমি যোদ্ধা হতে পারি; প্রয়োজন হলে হয়তো একজনের শিরশ্ছেদ কত্তে পারি; কিন্তু তাতে কি? যার হুকুমের একটা ইঙ্গিতে অপরাধীর শির দেহচ্যুত হতে পারে; যার একটী মাত্র তীব্র কটাক্ষে অপরাধীর অর্দ্ধেক প্রাণবায়ু শূন্য নীলিমায় মিশিয়ে যেতে পারে, যার স্বর্ণসিংহাসনের চতুঃপার্শ্বের সশস্ত্র দেহরক্ষিগণের ভীম মূর্ত্তি দর্শনে শৃঙ্খলিত অপরাধীর তরল রক্ত জমাট্ বেঁধে যেতে পারে, আমি চাই হস্তগত কত্তে সেই রাজসিংহাসন, আমি চাই সেই হুকুম, সেই ইঙ্গিত, সেই তীব্র কটাক্ষের অধিকার। যেমন করে হোক্ ভারতে আমার প্রভুত্ব চাই—

[গুণধর ও অনন্ত প্রসাদের প্রবেশ]

উভয়ে। জয় হোক্ মহারাজ!

দুর্য্যো। একি! এখানে আবার মহারাজ কে?

উভয়ে। যুবরাজের মঙ্গল হোক্!

দুর্য্যো। যুবরাজ?

উভয়ে। আজ্ঞে—

দুর্য্যো। আবার "আজ্ঞে"?

উভয়ে। আজ্ঞে—

দুর্য্যো। এ তোমাদের কিরূপ আচরণ? এই বলছ—"মহারাজ" তারপর বলছ "যুবরাজ", আবার বলছ "আজ্ঞে"—অর্থাৎ ভৃত্য?

অনন্ত। আজ্ঞে সে কি কথা? আপনি প্রথমটীও নও, শেষেরটীও নও! আপনি হচ্ছ মাঝের ঐ যুবরাজ। বরং ওপর দিকে এগিয়ে মহা-

রাজটা হতে পার, কিন্তু ভিরিত্ত ? কদাচ সম্ভব নয় যুবরাজ—কদাচ সম্ভব নয়।

দুর্যো। সে যাই হোক্, তুমি যখন আমায় ভৃত্য বলেছ তখন তুমি অপরাধী।

অনন্ত। আজ্ঞে তা অপরাধী বৈকি!

দুর্যো। তা হ'লে তুমি অপরাধী কেমন ?

অনন্ত। আজ্ঞে তা হাজার বার।

দুর্যো। তা হলে শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও। আগামী কল্য দিবা দ্বিপ্রহরের সময় শূলদণ্ড হবে।

অনন্ত। আজ্ঞে ঐটে মাপ কত্তে হ'য়েছে। দই-সন্দেশ ছানা মাখম বরং আধমণ কি একমণ উড়িয়ে দিতে পারি, কিন্তু ঐ শূলদণ্ড কি হাতটা কাটা, পাটা কাটা, ওগুলোয় বড় মন সরে না যুবরাজ! খুব হজম কল্লুম্তো মেরে কেটে ঐ চড়টা চাপড়টা।

দুর্যো। তা হবেনা, তোমায় শূলদণ্ড গ্রহণ কত্তেই হবে।

অনন্ত। পাল্লুম না যুবরাজ! প্রভু! চলে আসুন, এখানে আবির্ভাব শোভা পাচ্ছে না।

দুর্যো। আচ্ছা শোনো, তোমায় আমি ক্ষমা কত্তে পারি, যদি তুমি ঠিক প্রাণের সঙ্গে বলতে পার আমার রাজা হওয়া সম্ভব কিনা ?

অনন্ত। আজ্ঞে হবেন বৈ কি, আপনিতো এগিয়ে আছ যুবরাজ! যুবরাজ থেকে মহারাজ আর কতটুকু পথ ? একধাপ বৈত নয়! আপনারও কিছুই কষ্ট নেই! কষ্ট বটে আমার এই প্রভুর। এই যে স্বর্ণকান্তি স্বেচ্ছা-অন্ধ আলম্ববান বৈরাট-পুরুষ নিদর্শন কচ্ছ, ইনি আজ শিবত্ব লাভের জন্য কাঙ্গাল সেজে বেড়াচ্ছে।

গুণধর। আহা শিবোঽহং—শিবোঽহং—শিবোঽহং—

দুর্যো। তা এখানে হঠাৎ এলে কেন ?

অনন্ত। আজ্ঞে, প্রভু কিছু ভিক্ষা নিতে এসেছে, উনি বলে কি শিবত্ব লাভ কত্তে হ'লে খরচা অনেক! তা আপনি হচ্ছেন যুবরাজ, যদি কিছু—

দুর্য্যো। কি চাও বল?

অনন্ত। প্রভু! একবার কৃপা করে নেত্র উদ্‌ঘাটন কর। চেয়ে দেখ আপনার শ্রীচরণ তলে বিপুল রত্ন ভাণ্ডার লুণ্ঠিত।

দুর্য্যো। এঁ্যা সত্য নাকি? সত্য নাকি? আহা তৃপ্তোহং তৃপ্তোহং—

অনন্ত। আপনার কি কি চাই বক্তব্য কর!

গুণধর। একগাছি বেশ সুন্দর সৌখিন অথচ গগনস্পর্শী শত্রু মর্দ্দন-কারী ত্রিশূল! একটী নিরীহ নীরেট গোলগাল প্রকাণ্ড ষণ্ড, ভৈরব নিনাদী একটী সিঙ্গা, ডিমি ডিমি শব্দকারী একটী পরিষ্কার নিখুঁৎ ডমুরু। আর যদি কৃপা করেনত কিঞ্চিৎ ভাবময় তাথৈ তাথৈ নৃত্য।

অনন্ত। আর কিছু চাই না?

গুণধর। আর চাই, আমার এই পরিধেয় বস্ত্রের পরিবর্ত্তে দুর্গন্ধহীন একখানি লম্বা চওড়া ব্যাঘ্র-চর্ম্ম! সেটী কিন্তু যুবরাজকে নিজে শিকার করে এনে দিতে হবে।

অনন্ত। আহা-হা, প্রভু আমার এগিয়েছে। ত্রিশূল গাছটা যা দেবে সেটী যেন যৎকিঞ্চিৎ হাল্কা হয়। এইতো শরীর দেখছ—আমাকেই ত বয়ে বেড়াতে হবে।

দুর্য্যো। হাঃ হাঃ হাঃ পাগলের চেলা পাগলই জুটে থাকে।

[অশ্বত্থামার প্রবেশ]

অশ্ব। একি দুর্য্যোধন!
সমবেত মোরা সবে ক্রীড়াভূমি মাঝে
তুমি হেথা নিশ্চিন্তে বসিয়া?
জান নাকি—

অশ্ব। লক্ষ্য বেধ পরীক্ষার দিন আজি !

দুর্য্যো। গুরুপুত্র ! আমি আদৌ নিশ্চিন্ত নই ! নির্জ্জনে বসে লক্ষ্য-বেধ অনুশীলন করছিলুম। জানতো গুরুপুত্র ! লক্ষ্য বেধকারী লক্ষ্যবেধ করবার জন্য কত সুতীক্ষ্ণ শর কত সাবধানে পরিত্যাগ করে ! আমি নির্জ্জনে বসে সেই সকল পন্থা চিন্তা কচ্ছিলাম ! আমার লক্ষ্য আমি ঠিক করে রেখেছি ; এখন কেবল সুযোগের প্রতীক্ষা।

অশ্ব। এ সকল তুমি কি বলছ ? স্পষ্ট করে বল তুমি ক্রীড়া ভূমিতে উপস্থিত হবে কিনা ? পিতা তোমার জন্য অপেক্ষা কচ্ছেন, সকলেই তোমার অদর্শনে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অধিক বিলম্ব হলে তোমার এই অবাধ্যতার সংবাদ কুরু-রাজের নিকট উপস্থিত হবে।

দুর্য্যো। সে কি কথা লক্ষ্য বেধ আমায় কর্ত্তেই হবে। তাতে— আচ্ছা, তুমি চল অশ্বত্থামা—আমি যাচ্ছি।

অশ্ব। ভাল, পিতাকে আমি এই কথা বলিগে— [প্রস্থান।

গুণধর। কিন্তু শিবোঽহং,—শিবোঽহং,—শিবোঽহং,—

দুর্য্যো। আচ্ছা, তোমরা এখন যাও, আর একদিন সুবিধা মত এসে ভিক্ষা নিয়ে যেও—

অনন্ত। আজ্ঞে প্রভুর আর একটী বাঞ্ছা—

দুর্য্যো। থাক, আজ আর শুনবো না—

অনন্ত। প্রভুর খাওয়া—দাওয়া—

দুর্য্যো। আঃ চুপ কর

অনন্ত। আজ্ঞে—

দুর্য্যো। তবে নিশ্চয় তোমার প্রাণদণ্ড !

অনন্ত। তবে থাক্ যুবরাজ ! প্রভু, আজ আর কাজ নেই। আর একদিন সুবিধে মত আসা যাবে, আজকে এখন অন্ত যাওয়া যাক্ আসুন।

গুণধর। শিবোঽহং—শিবোঽহং—শিবোঽহং— [প্রস্থান।

দুর্য্যো। দুর্য্যোধনের লক্ষ্য বেধে তুচ্ছ এই শরাসন! অদৃষ্টের আনু-কূল্য লাভই একমাত্র অস্ত্র। লক্ষ্য আমার রাজসিংহাসন, অদৃষ্টের শরাঘাতে আপনাকে সাধারণ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সহসা সেই রাজসিংহাসনে ফেলতে হবে। না—আজকের পরীক্ষা থেকে কিছুতেই উত্তীর্ণ হবনা। একটা অক্ষমতার সজীব মূর্ত্তি নৃত্য করে বেড়াচ্ছে। আমার বিশ্বাস—আজকের জয় মাল্য—অর্জ্জুনের— [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

[বন পথ]

সখীগণের গীত

কইলো সই এলো কালোশশী।
প্রাণ মাতান মোহন সুরে বাজেনাত বাঁশী॥
বলেছিল বাসুদেব সাধা বাঁশী বাজাইব
পুলকেতে পোহাইব সারাটা নিশি :—
(এলে) কত মেশামিশি কত যে হাসি॥
ভুলিব মুরলী ধ্বনি, কালার যে রূপখানি
মজালে যে মধুবাণী মরমে পশি :—
চল সখি সবো জ্বালা বিরলে বসি॥ [প্রস্থান।

(বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

বলরাম। জানি ভাই—
আছে তোর বালক ভুলানো কথা—
কর্ম্ম ফল জীব সহচর!
ভাল, নীরব রহিব আমি;
তর্ক না করিব, তর্কে কিবা ফল?
তাহে সিদ্ধান্তের পথে

অগ্রসর নাহি হব,
বহুদূর যাব পিছাইয়ে।

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা—
জানি আমি একলব্য ধর্ম্মপ্রাণ—
ধর্ম্মপথে মতি সদা তার !
যথা ধর্ম্ম জয় তথা চিরদিন !
আজি প্রত্যাখ্যাত
উপেক্ষিত নিষাদ-নন্দন—
দ্রোণাচার্য্য পাশে, সেই দ্রোণাচার্য্য—
পুনঃ তারে শিষ্যরূপে করিবে গ্রহণ
বিস্ময় মানিবে যাহে বিশ্ববাসিগণ !

বলরাম। এই যদি ছিল তোর মনে
কাঁদায়ে সে উদ্যোগী পুরুষে
কি আনন্দ পেলি ভাই ?

শ্রীকৃষ্ণ। আনন্দ কোথায় দাদা ?
ব্যথা বড় পেয়েছি হৃদয়ে।

বলরাম উপকথা শুনাইলি আজি কৃষ্ণ !
পাষাণের গিয়াছে কাঠিন্য ?

শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ নহে পাষাণ কখন !
দিব্য দৃষ্টি লয়ে
অনন্তের পানে মোর দেখ গো চাহিয়া,
কি সে মর্ম্মভেদী হাহাকার
পুঞ্জে পুঞ্জে সঞ্চিত রয়েছে
তাহে কৃষ্ণ মেঘ সম !
জরা মৃত্যু শোক তাপ—

দুর্ভিক্ষের ম্লান ছায়া—
নিত্য যাহা তরঙ্গের মত
ছুটেছে সংসার বক্ষে,
দেখ, কি জ্বলন্ত চিত্র তার
অঙ্কিত হৃদয়ে মোর !
দেখ চেয়ে কাঠিন্যের নাহি হেথা স্থান
দেখ, জগৎ পাষাণ ,
তবু কৃষ্ণ নহে পাষাণ মূরতি '

বলরাম । ভাল কৃষ্ণ !
তোরই রচিত বাক্যে
পরাজয় ঘটাইব তোর ।
কোমলতা আমার যদিরে তুই
তবে স্থির কহি কৃষ্ণ !
কৃষ্ণ নাম মুছে যেত ধরণী হইতে
ওই বক্ষস্থল—
দেখ্ কৃষ্ণ আপন পরশ লয়ে
বড়বাগ্নি সম সেথা
সর্ব্বগাসী জ্বলিছে অনল '
কঙ্কাল সার ক্ষীণ দুর্ব্বল
শক্তি হীন রয়েছে পড়িয়া ।
দিন দিন তনুক্ষীণ
ধ্বংস হতে নহে বহুদিন আর ।

কৃষ্ণ । অনল কোথায় দাদা ?
এযে অনিলের খেলা !

বলরাম । জানি কৃষ্ণ !

অনলের সনে অনিলের খেলা।
যে খেলায়—
দ্বিগুণ বিক্রমে জ্বলিবে অনল
বিশ্ব যাহে যাবে ছারখারে !

শ্রীকৃষ্ণ। বৃথা এই তিরস্কার !
জেনে শুনে কেন বৃথা
কৃষ্ণে কর দোষী ?
জগৎ চলিছে প্রকৃতি নিয়মে ,
নিয়তি লিখনে হাসে কাঁদে নর !—
বিধাতা যে স্বয়ং নিয়তি অধীন !
পাষাণ যদ্যপি আমি—
জেন তাহা নিয়তির লিপি—
কৃষ্ণ নহে অপরাধী।

বলরাম। অপরাধ শতবার তোর !
তুই যদি না হবি পাষাণ—
সাধ করে হৃদি মাঝে তবে
জলন্ত সে চিহ্ন কেন বা ধরিবি ?

শ্রীকৃষ্ণ। পাষাণের চিহ্ন কোথায় পাইলে দাদা ?

বলরাম। গাত্র আবরণ করি উন্মোচন,
জগৎ সমক্ষে
দেখা দেখি বক্ষস্থল তোর ,
দেখি আমি, দেখুক সকলে—
প্রস্তর খোদিত সম ভৃগুপদ চিহ্ন
আছে কিনা অঙ্কিত সেখানে !
পাষাণের দিতে পরিচয়—দেখা দেখি

বজ্র হতে ভীষণ সে পদাঘাতে
বক্ষ যন্ত্র তোর পেয়েছে কি
কণা মাত্র আঘাতের ছায়া ?
পাষাণের বুকে
হয়েছিল পাষাণ-আঘাত,
তাই হিমাচল সম
অটল ছিলিরে তুই !
হোত যদি কোমলতা ঢালা
প্রাণ খানি তোর,
হোত যদি করুণার প্রস্রবণ
ওই অন্তস্থল,—
তবে দেখিত জগৎবাসী—
কোমল কমল সম তনুখানি তোর
দ্বিজ পদাঘাতে রেণু রেণু হয়ে
পলকে মিশিত ওই অনন্তের কোলে।
পুনঃ কহি পাষাণ রে তুই—
জীবন্ত এমন তাই।

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা, দ্বিজ পদাঘাত
বজ্রাঘাত কে বলিল তোমায় ?
চির পূজ্য স্বজন ব্রাহ্মণ
জীবন অধিক মম ;
ব্রাহ্মণের পদাঘাত—
কুসুম আঘাত সম গণি চিরদিন !
ব্রাহ্মণের পদরজঃ বড় ভাল বাসি
ভক্তিভরে ধরি শিরে !

বলরাম বলিহারি কৃষ্ণ তোরে,
এত সরলতা কোথা পেলি ভাই ?
কত দিন ?
না, না, বলিবার নাহি কিছু তোরে !
পরাজয় লইনু মানিয়া ।
জয় তোর—জয় তোর চিরদিন !

শ্রীকৃষ্ণ । দাদা, চল যাই কুরুপাণ্ডবের
লক্ষ্য বেধ পরীক্ষা দেখিতে !
জয় মাল্য জান কার ?

বলরাম । জানি ভাই—জয় মাল্য তোর !
পুনঃ কহি—পরাজিত বলদেব,
জয় তোর চিরদিন ! [উভয়ের প্রস্থান ।

[নিরঞ্জনের প্রবেশ ও গীত ঃ—]

হরি চিরদিন তব জয় ।
সেটা অলীক অযথা নয়—সেটা বেশী কথা কিছু নয় ॥
তোমার হাসিটী লভিয়া,
আমি বেড়াই জগতে ভাসিয়া
তোমার বাণীতে আমি এ মহীতে
বেড়াই বচন কহিয়া ঃ—
তোমারি ভাবেতে ভাবিয়া বিভোর
লভিয়াছি প্রাণ ভাবময় ॥
(আমি) তোমারি আঁখিতে দেখিয়া
(আমি) তোমারি চরণে চলিয়া
তোমারি ধরম তোমারি করম
পথে পথে চলি গাহিয়া ঃ—
(আবার) তোমারি মাথায় নমি তব পায়
তব কৃপা বলে কৃপাময় [প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

[নগর উপকণ্ঠ]

[মঞ্জরী]

মঞ্জরী। ভালবাসা বুকের জিনিস! ভালবাসার বস্তু কে কবে আছড়ে ভাঙ্‌তে পারে। দেবতা পারে না, দানব পারে না, মানুষ পারে না, পশুও পারে না। সে আমায় ভালবাসে, আমিও তাকে ভালবাসি; তার ভালবাসাই আমি জগৎ সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে বেড়াই—

গীত ঃ—

তার চকিত নয়নে চকিত চাহনি ত্বরিতে লুকালো গগনে।
সে যে স্বপনের মত আসিয়া গোপনে মিশাল স্বপন পবনে॥
ওই নীলিমার মত রূপটী তাহার—
অন্তরে বাহিরে করে সে বিহার—
সে যে অসীম অনন্ত প্রেম পারাবার তৃষিত এ মরু পবনে॥
জনমে জনমে করমে করমে
মহাগীতি তার উঠে এ মরমে
ভালবেসে তবু কাঁদিগো সরমে অপরাধী ব'লে চরণে॥

মঞ্জরী। একলব্য প্রত্যাখ্যাত—উপেক্ষিত! সে কাতর প্রাণে আমায় ডাকছে—তার কাতর ডাকে আমার প্রাণ কেঁদে উঠছে! আমি না গেলে তার নিস্তেজ বুকে শক্তি সঞ্চার করবে কে—কে তাকে বুঝিয়ে দেবে—"দৈবকে অবিশ্বাস করে না—দৈবনির্ভরতার ফলে প্রত্যাখ্যাত হ'লেও দৈবই মূল—দৈবের উপর বিশ্বাস হারিয়োনা—দৈব ছাড়া অদৃষ্ট গড়া যায় না!" কর্ম্ম চাই—সাধনা চাই—সিদ্ধি চাই! পুরুষকার রয়েছে, পুরুষকারকে সহায় করে—দৈবের কৃপালাভ অসম্ভব নয়— [প্রস্থানোদ্যোগ।

[সসৈন্য চিত্র সেনের প্রবেশ]

চিত্রসেন। এই যে সেই অসভ্য বন্য রমণী! সাবধান সকলে—রমণী যেন পালাতে না পারে।

মঞ্জরী। কেন রাজ-পুরুষ—আমার অপরাধ?

চিত্রসেন। অপরাধ—রাজ-দ্রোহিতা!

মঞ্জরী। রাজ-দ্রোহিতা? কে রাজদ্রোহি?

চিত্রসেন। রাজদ্রোহি তুমি!

মঞ্জরী। বিশ্বাস করেন?

চিত্রসেন। অবিকল! আমি বহুদিন বহুবার লক্ষ্য করেছি—পর্ব্বত উপত্যকার নানা স্থান হ'তে তুমি নগরের দিকে অস্ত্র নিক্ষেপ করছিলে!

মঞ্জরী। সে খেলার ছলে রাজপুরুষ! তার মধ্যে শত্রুতা ছিল না।

চিত্রসেন। শত্রুতা ছিল না? শত্রুর চর ভেবেই আমি তোমায় বন্দী করতে এসেছি!

মঞ্জরী। আপনার শত্রু চেনবার সামর্থ্য দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছি!

চিত্রসেন। নারীকে গুপ্তচর সাজিয়ে পাহাড়ীয়া ব্যাধজাতি কুরুরাজ্যে কখনো ডাকাতি ক'রতে সমর্থ হবে না জেনো!

মঞ্জরী। আপনি ভুল ক'রছেন! পাহাড়ীয়া ব্যাধজাতি ধর্ম্ম-ভীরু; শত্রুর বুকে বর্শা বিদ্ধ করবার পূর্ব্বেও সে অনেক চিন্তা করে। ব্যাধ জাতিকে যদি শত্রু বল—তা হ'লে ব্যাধজাতিকে কখনো দেখনি—ব্যাধ-জাতিকে তুমি চেনো না!

চিত্রসেন। অসভ্য বন্যজাতি—নীচ অস্পৃশ্য! তাদের আবার বিচার শক্তি কি—তাদের আবার ধর্ম্মজ্ঞান কি?

মঞ্জরী। ধর্ম্মজ্ঞান কি শুধু তোমাদেরই আছে—নীচ অস্পৃশ্য ব্যাধ জাতির নেই? চল দেখি রাজপুরুষ—ঐ দূর পর্ব্বতের পাদদেশে! দেখে

আসবে চল, ভীল ব্যাধের সংসার—ভীল ব্যাধের রাজত্ব—ভীল ব্যাধের দেবী-মন্দির—ভীলের ঐশ্বর্য্য—ভীল ব্যাধের গর্ব্ব গরীমা—ভীল ব্যাধের বিজয় পতাকা !

চিত্রসেন। জানি জানি বন্যরমণী—হিংস্র জন্তুর মত ব্যাধের আচরণ—রাক্ষসের মত প্রবৃত্তি তাদের। পরস্বাপহারী ডাকাত এই ব্যাধ ভীল—তাদের আমরা বিশ্বাস করিনা !

মঞ্জরী। ভীল পরস্বাপহারী ডাকাত ? পাহাড়ীয়া ব্যাধ জাতি ডাকাত ? ব্যাধজাতিকে বিশ্বাস করনা ? তবে শোনো রাজপুরুষ ! ঐযে দেখছ—ধূম্রবর্ণ অরণ্য মণ্ডিত পর্ব্বত প্রাচীর ! ঐ বিরাট উচ্চ প্রাচীরের প্রহরী কে—জান ? ঐ প্রাচীর কে রক্ষা করছে—জান ? বড় বড় শত্রুর তীক্ষ্ণ তরবারি পর্ব্বতের পরপার থেকে কতবার প্রতিহত হয়ে ফিরে গেছে কার চেষ্টায়—জান ? সে অসভ্য ব্যাধজাতির চেষ্টায়—সেই ডাকাত ব্যাধের চেষ্টায়।

চিত্রসেন। পূরো ডাকাত—পূরো ডাকাত ! তা নইলে কেন তারা নগর মধ্যে গুপ্তচর পাঠায়—কেন তারা নগরাভিমুখে শরত্যাগ করে ?

মঞ্জরী। তা বোঝবার তোমার ক্ষমতা হয়নি রাজপুরুষ—সে দৃষ্টিশক্তি তোমার নেই, তাই পাহাড়ীয়া ব্যাধজাতি আজ তোমার চক্ষে পূরো ডাকাত ! যদি জানতে চাও—যদি বুঝতে চাও তবে পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে দেখে এসো—প্রকৃত কারা তোমার দেশ রক্ষা করছে !

চিত্রসেন। সে যাই হোক, আমি তোমাকে শত্রুর চর সাব্যস্ত ক'রে বন্দী ক'রছি !

মঞ্জরী। নিদ্রিত ব্যাধ ভীলকে জাগিয়ে তুলবেন না !

চিত্রসেন। স্পর্দ্ধা দেখিও না রমণী ! কুরুরাজকে ব্যাধের অস্ত্র দেখিও না !

মঞ্জরী। ব্যাধ ভীলকে এত নীচ মনে করবেন না যে—সে রাজার সম্মুখে বীর গর্ব্বে অস্ত্র নিয়ে দাঁড়াবে ! রাজাকে পূজা করতে হয়—ভীল

ব্যাধের এই মাত্র বিশ্বাস ! কিন্তু রাজার অযোগ্য অবিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে আমরা ঘৃণার চক্ষে দেখি শৃগাল কুক্কুর মনে করি।

চিত্রসেন। কি ? সৈন্যগণ—বাঁধ—

মঞ্জরী। সাবধান—বাঁধতে পারবে না ! এখনি নিজেই বাঁধা পড়বে।

চিত্রসেন। [সৈন্যগণের প্রতি] যাও, বন্দী কর—

মঞ্জরী। ভীল রমণীকে জান কি রাজপুরুষ ? তোমার শত শত শক্তি ভীল রমণীর শক্তিতে রেণু রেণু হ'য়ে অনন্ত আকাশে বিলীন হ'য়ে যাবে। নিশ্বাসে প্রলয় ঝটিকা, চক্ষে বিশ্বগ্রাসী অনল, পাদবিক্ষেপে—ভূমিকম্প, ইঙ্গিতে মাটী ফেটে সহস্র ভীলের উদ্ভব—এই ভীল রমণীতে মুহূর্ত্তে সম্ভব !

চিত্রসেন। নাও, আক্রমণ কর-- সিংহিনী রমণীকে পিঞ্জরাবদ্ধ কর—

[হিরণ্যধনু ও নিষাদগণের প্রবেশ]

হিরণ্যধনু। পিঞ্জর ভেঙে ফেল ! মায়ের শাবকদল এখনো মরে-নিরে—কুত্তা !

চিত্রসেন। সাবধান ডাকাত ! তোমাদের একজনেরও নিস্তার নেই জেনো !

হিরণ্যধনু। ডাকাত ? ডাকাত কা'কে বলছিসরে বেইমান ! ডাকাত যদি বলবি—এখনি খাড়া দাঁড়িয়ে নখ দিয়ে তোর মুণ্ড ছিঁড়ে কুত্তাকে দিয়ে খাওয়াবো !

চিত্রসেন। বধকর—বধকর সৈন্যগণ ! নির্দ্দয়ভাবে ব্যাধজাতির মূলোচ্ছেদ কর ! নাও—আক্রমণ কর—

হিরণ্যধনু। তবে আয়তো দেখি শয়তান ! [উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ ; ক্ষণকাল পরে কুরুসৈন্যগণের পশ্চাতে নিষাদগণ ছুটিয়া গেল ও হিরণ্যধনুর হস্তে চিত্রসেন ধরা পড়িল] এই বার বধ করতো দেখি গিদ্ধোড় ! বেইমান ! এইবার যদি তোর ধড় থেকে মণ্ডুটা ছিনিয়ে নিই,—তাহলে

কেমন একটা মজার খেলা হয় বলতো! বল্ মুণ্ডু ছিঁড়বো—না জান ভিক্ষা দোবো ?

মঞ্জরী। বাবা, আর নয় যথেষ্ট হয়েছে; অবুঝ অস্ত্রধারী না বুঝে আস্ফালন দেখিয়েছিল। আমি ওর হ'য়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি !

হিরণ্যধনু। মিছে নয় মা! লড়াই আবার করবো কার সঙ্গে ? আমরাতো লড়াই করতে আসিনি! মার্জ্জনা ভিক্ষা দিয়ে চল আমরা গন্তব্য পথে চলে যাই! অস্ত্রধারী! ব্যাধকে মনে রাখিস—ব্যাধ ছোট জাত মনে রাখিস—ব্যাধ মার্জ্জনা করতে জানে মনে রাখিস !

[হিরণ্যধনু ও মঞ্জরীর প্রস্থান।

চিত্রসেন। অকস্মাৎ এ কি নিগ্রহ! এত শক্তি ব্যাধ জাতি কোথায় পেলে ? বাহুবলে নীচ ব্যাধ জাতিকে দমন ক'রতে অক্ষম আমি! না, এ অবসাদ—এমর্ম্মযন্ত্রণা বুক থেকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে ফেলে, অসভ্য বন্য জাতিকে তরবারির তীক্ষ্ণতা জানিয়ে দিতে হবে!

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

(নদীতীর)

[ধনুর্ব্বাণ হস্তে অশ্বত্থামা]

অশ্বত্থামা। কেন তুমি দরিদ্রতা—
এসেছিলে কুটীরে মোদের ?
সঙ্গে লয়ে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ অনল
পিতৃদেবে মোর
কেন তুমি করিলে চঞ্চল ?
এসেছিলে যদি,
তবে মহাশত্রু তব—

উচ্চ বাসনা প্রবল,
তব পরাক্রমে
কেন ত্বরা ধ্বংস নাহি হ'লো ?
হায় কুক্ষণে চাহিল প্রাণ—
দুগ্ধ পানে পরিতৃপ্ত হ'তে !
কুক্ষণে পিতার পাশে কহিনু সে কথা !
স্নেহময় পিতা
তনয়ের তৃপ্তির কারণ
বিসর্জ্জিয়া মান অপমান,
রাজা হ'তে ভিক্ষুকের দ্বারে
অকাতরে দুগ্ধ আশে
ফিরিলেন ভিক্ষা মাগি' !
বিফল সে পরিশ্রম !
দরিদ্রের পানে কেহ না ফিরিল,
মরমের ব্যথা মরমে লুকায়ে,
ধীর পদে ফিরিয়া কুটীরে—
সাধিলেন যেই কাজ সন্তান ভুলাতে,
স্মরিলে সে কথা—
কেঁদে ওঠে প্রাণ ধৈর্য্য বাঁধ ভাঙি' !
হায়রে দুঃখ ! চূর্ণ তণ্ডুল—
মিশায়ে সলিলে দুগ্ধ রূপে
ধরিলেন পিতা সম্মুখে আমার !
সেই হ'তে পিতা মোর
দরিদ্রতা সনে করিতে বিবাদ,
রক্ষা পেতে দারিদ্র্য কবল হ'তে

কত ক্লেশ সহিলেন অকাতরে।

কৌরব-আশ্রয়ে আসি—'

দরিদ্রতা গিয়াছে এখন ;

কিন্তু শিক্ষাপথে মোর জাগিল যে বাধা—

মনে হয়—

দরিদ্রতা শতগুণে ছিল শান্তিময় !

ভবিষ্য জীবন পথে

ছিল না সে অন্তরায় মোর !

যাও তুমি প্রিয় ধনুর্ব্বাণ—

শিক্ষা পথে মোর

বাধা যদি মিলিল সহসা

তবে অশ্বত্থামা—

কভু আর না ধরিবে তোমা' !

পিতা—পিতা। ক্ষমা ক'রো অধম সন্তানে—

অক্ষম এ দাস রাখিতে মর্য্যাদা তব !

[ধনুর্ব্বাণ নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে গীতকণ্ঠে বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া বাধা দিলেন]

গীত :—

কেন মিছে ভুলের পাছে চলিসরে ভাই এমন ক'রে।
ফুলের মতন মুখখানি তোর কেন ভাসে আঁখিনীরে॥
ব্যথা যদি পাসরে প্রাণে
জ্বলিস যদি মনাগুনে
ব্যথাহারীর শ্রীচরণে জানাস ব্যথা ভক্তিভরে॥
হাতের ধনু ফেলে দূরে
শান্তি কিরে পাবি ফিরে—
জ্বলবে আগুন হৃদয়পুরে ক্ষণিকের এ অনাদরে॥

অশ্বত্থামা। কে তুমি—কে তুমি ভাই ?
পরশনে তব—
হৃদয়ের ব্যাকুলতা হ'লো বিদূরিত !
কেবা তুমি ভাই আনন্দ-মূরতি ?

শ্রীকৃষ্ণ। কে যে আমি কোথায় থাকি কোথা আবার যাই ;
বেদব্যাস চাই বুঝিয়ে দিতে বুঝ্‌লে তুমি ভাই !
কেউ বা বলে ধর্ম্ম আমি, ধর্ম্ম আবার আমার মাঝে,
কেউ বা বলে কর্ম্ম আমি, কর্ম্ম করি সকাল সাঁজে।
কেউ বা বলে আঁধার আমি, আলো মোরে কেউ বা বলে,
দ্বন্দ্ব বিবাদ সকল আমি, মিটাই আবার দ্বন্দ্ব হ'লে।
কেউ বা বলে আকাশ পাহাড়, আমি সাগর জল,
আমার সৃষ্ট সকলগুলি, আমার এটাই কল !
কেউ বা বলে সুখী আমি, বিলাই হেসে শান্তি সুখ,
কেউ বা বলে দুঃখী আমি, দুঃখে জলে নিজের বুক।
কেউ বা বলে কুতূহলে, বাজাই আমি মোহন বাঁশী,
(আবার) বাঁশীর ডাকে কাঁদি আমি, প্রাণটী আমার হয় উদাসী।

অশ্বত্থামা। কিবা অপরূপ সাজে সাজিয়াছ ভাই !
কমনীয় কায় প্রফুল্ল আনন,
নয়নের বঙ্কিম চাহনি
কত যে সুন্দর—
মুখে নাহি পারি প্রকাশিতে !
ভাই, আজি হ'তে বন্ধু তুমি মোর !

শ্রীকৃষ্ণ। বন্ধু ? বন্ধু আমি হ'তে পারি !
কিন্তু এক কথা—
বন্ধুরূপে রাখিব কখনো,

পুনঃ শত্রুরূপে দেখিবে বিষম !
চাও যদি তৃষ্ণার সলিল
ল'য়ে যাবো তপ্ত মরুভূমি মাঝে !
শান্ত আমি নহি ভাই—
অশান্ত প্রকৃতি মোর ! এর তরে—
মাতৃকরে সহিয়াছি প্রবল তাড়না।
বন্ধু মোরে বলোনাকো ভাই !
মম আচরণে কহিবে তখন—
সম্পদের চিরদিন,
বিপদের কেহ নহি আমি !

অশ্বত্থামা। না—না, বন্ধু তুমি মোর !
চিরদিন প্রাণে প্রাণে রাখিব তোমারে।

দ্বৈত গীত :—

শ্রীকৃষ্ণ। যার প্রেমে যার মন মজেছে
প্রাণটী ছুটে তারই পানে।

অশ্বত্থামা। তাইতো তোমায় আদর ক'রে
রাখবো হৃদয়-বৃন্দাবনে ॥

শ্রীকৃষ্ণ। প্রেমে হয় মেশামেশি

অশ্বত্থামা। আমিও তো ভালবাসি

শ্রীকৃষ্ণ। পাগল হ'য়ে দিবানিশি
চলতে হয় তার বিষম টানে ॥

তুমি মোরে বেসো ভাল

অশ্বত্থামা। 'প্রাণসখা হেসে বোলো

শ্রীকৃষ্ণ। আমি তোমার তুমি আমার
এইটী ও ভাই রেখো মনে ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

[দ্রোণাচার্য্যের শয়ন কক্ষ]

[দ্রোণাচার্য্য]

দ্রোণ। এসেছ ঊষারাণি! শান্ত-স্নিগ্ধ-কিরণ-সহচরীকে সঙ্গে নিয়ে দ্রোণাচার্য্যকে গভীরতম স্নিগ্ধতার কোলে আশ্রয় দেবার জন্য এসেছ? মরি মরি কি সুন্দর! এমনি চিত্ত বিমোহনকারী স্নিগ্ধ সমীরণ কতদিন দ্রোণাচার্য্যের গাত্র স্পর্শ করেনি, বিহঙ্গের স্বর কতদিন এমন মধুরতা ঢালেনি, বিশ্বের এত সৌন্দর্য্য গবাক্ষ পথ দিয়ে কতদিন আমার দৃষ্টিপথে আসেনি! তার পরিবর্ত্তে প্রাতঃসমীরণে বিষের হল্কা ছুটেছিল, বিহঙ্গ কূজনে বজ্রের নিনাদ মিশ্রিত ছিল, বিশ্বের সৌন্দর্য্য যেন মহাকালের করাল মুখব্যাদন ব'লে অনুমিত হচ্ছিল! কিন্তু আজ তার সব শেষ, মদগর্ব্বী দ্রুপদরাজাকে আশ মিটিয়ে শাস্তি দিয়েছি। জয়মালা আমারি—অর্জ্জুনের জয়মাল্য লাভে জয়মাল্য আমার;

[মঞ্জরীর প্রবেশ]

মঞ্জরী। আর আমার?

দ্রোণ। তোমার? কে তুমি মহিয়সী নারী? পলকে বিদ্যুল্লতার মত দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে এসে দাঁড়ালে? বাণীতে বীণার ঝঙ্কার, বাহুতে শক্তি অভয়, নয়নে শাসন করুণা, চরণে আশ্রয় আকর্ষণ, বক্ষে অপার্থিব ভালবাসা নিয়ে, ঢল ঢল নির্ম্মলতা নীরে, সদ্যঃস্নাতা কে তুমি মাতৃমূর্ত্তি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে?

মঞ্জরী। দ্রোণাচার্য্য! সত্যই তোমার জয়—জয়মাল্য তোমার!

দ্রোণ। আবার বল দেবি! আবার বল! আমার একা শুনে তৃপ্তি

হয় না; সমগ্র জগদ্বাসীকে ডেকে বল, হীনচেতা দ্রুপদরাজাকে ডেকে উচ্চকণ্ঠে বল—জয়মাল্য আমার।

মঞ্জরী। জগদ্বাসী তা কি শুনবে?

দ্রোণ। শুনবে না? তোমার কথা শুনবে না? তোমার পরিচয় না পেলেও আমি তোমায় চিনেছি; বুঝেছি আমার জন্য তোমার প্রাণ কাঁদে, বুঝেছি নারী মূর্ত্তিতে জগন্মাতার অংশ তুমি,—যে জগন্মাতার ওষ্ঠাধর কম্পনে পলকে বেদের সৃষ্টি, স্বয়ং ব্রহ্মা যাঁর কণ্ঠস্বর, সমীরণ অদৃশ্য তরঙ্গরূপে যাঁর কণ্ঠস্বর জগতের প্রান্ত হ'তে প্রান্তান্তরে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে চিরদিন আপনাকে ধন্য বিবেচনা করে, জগদ্বাসী তাঁর মধুর বাণী শুনবে না? এ জগতের তবে প্রয়োজন কি?

মঞ্জরী। তুমি বুঝতে পাচ্ছ না ব্রাহ্মণ। জগৎকে যদি বলি অর্জ্জুনের জয়ে দ্রোণাচার্য্যের জয় জগদ্বাসী তার অনেক কৈফিয়ৎ চাইবে।

দ্রোণ। চায় বুঝিয়ে দেবে! বলবে—দ্রুপদ রাজা দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য বীর অর্জ্জুন একদিন তার গৃহে দাঁড়িয়ে এক কথায় তাকে জয় করে আসবে।

মঞ্জরী। সে আবার কি ব্রাহ্মণ?

দ্রোণ। বুঝলে না? দ্রুপদ রাজার পরাজয় বুঝলে না? দ্রুপদনন্দিনী দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। লক্ষ্যবেধে কৃতকার্য্য যুবক দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণে অধিকারী একথা শুনেছ? আর অর্জ্জুনের জয়মাল্য লাভ কিসের জন্য? লক্ষ্যবেধের পুরস্কার। এখন তবে বুঝে নাও দেবী! এই অর্জ্জুনই একদিন লক্ষ্যবেধ করে দ্রৌপদীকে গৃহে আনবে।

মঞ্জরী। হাঃ হাঃ হাঃ কে বললে ব্রাহ্মণ—যে অর্জ্জুনই একদিন দ্রৌপদীকে বিবাহ করে ঘরে আনবে?

দ্রোণ। অমার অন্তরাত্মা বলছে! আমার আশীর্ব্বাদ অর্জ্জুনকে সেই শক্তি দিয়েছে।

মঞ্জরী। তা কি সম্ভব ব্রাহ্মণ?

দ্রোণ। অসম্ভব কিসে ?

মঞ্জরী। কেন অর্জ্জুন ছাড়া আর কি কেউ বীর নাই ?

দ্রোণ। আছে—কোথায় ?

মঞ্জরী। তুমি তাকে জান, সে তোমারই শিষ্য।

দ্রোণ। মিথ্যা কথা, নিশ্চয় তুমি শক্রসহচরী। তোমার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দর্শনে মনে হয়েছিল আজ বুঝি উষাগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাগ্য-দেবীর পুনরুত্থান হয়েছে! কিন্তু এখন দেখছি তা নয়, মূর্ত্তিমতী অশান্তি তুমি। যাও—আর যাবার পূর্ব্বে একটা কথা শুনে যাও, অর্জ্জুন ব্যতীত আমার এমন প্রিয় শিষ্য এ জগতে আর অন্য কেউ নেই।

মঞ্জরী। ক্রুদ্ধ কেন ব্রাহ্মণ! তোমার অদৃষ্টবশে তুমি তোমার শিষ্যকে চিন্‌তে পাচ্ছ না, কিন্তু তোমার শিষ্য এক মুহূর্ত্তের জন্যও তার গুরুকে ভোলে নি।

দ্রোণ। আবার সেই কথা। জগতের সমক্ষে আমাকে একটা মিথ্যা-বাদী বলে প্রচারিত করতে চাও ?

মঞ্জরী। তোমার পুত্র-প্রতিম শিষ্য কেঁদে কেঁদে পাগল হয়ে উঠেছে ; ব্রাহ্মণ! আমি তার প্রাণ, আমি তার অশ্রুবিন্দু, আমি তার আকর্ষণী শক্তি! সে হাসলে আমি হাসি, সে কাঁদলে আমি কাঁদি, সে অনাহারে থাকলে আমি অনাহারে থাকি।

দ্রোণ। (স্বগতঃ) অদৃষ্ট! দ্রোণাচার্য্যকে আর কত কাঁদাবে ? আমি কি এতই নিস্তেজ! এতই শক্তিহীন! সামান্য একটা রমণী স্বেচ্ছামত সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণে আমার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করছে, আর আমি, যার অসীম তেজে অষ্ট বজ্রের সৃষ্টি হতে পারে, অম্লানবদনে সেই বাক্যবাণ একটা হতভাগ্য পতিত চণ্ডালের মত বুক পেতে সহ্য করে যাচ্ছি! অদৃষ্ট! তোমায় মিনতি করি, আর আমায় কাঁদিও না। আমায় কাঙ্গাল সাজিয়েছ, পথে বসিয়েছ, নির্ম্মম হয়ে ঘৃণাভরে শৃগাল কুক্কুরের মত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছ, ক্ষত্রিয়ের অন্নে

জীবিকা নির্ব্বাহ করবার ব্যবস্থা করে দিয়েছ, ব্রহ্মতেজ বর্ত্তমানে একট ক্ষমার চিত্র সম্মুখে ধরে নিস্তেজ করে রেখেছ তার উপর আর বিশ্বাসঘাতক সাজিও না—ঘৃণার পাত্র সাজিও না।

মঞ্জরী। ঠিক বলেছ ব্রাহ্মণ, অদৃষ্টের খেলা শুধু তোমাকে নিয়ে নয়, সকলের সঙ্গেই তার সমান খেলা! সে খেলা! বড় বিষম, বড় রহস্যময়! সূর্য্য-দেবের উদয় অস্ত বড় শীতল, বড় শান্তি-দায়ক, কিন্তু অল্পক্ষণ স্থায়ী। আবার তার মধ্য গগনের কিরণ জাল প্রখর—জ্বালাময়, দীর্ঘকাল ব্যাপী! মানবজীবনও ঠিক সেইরূপ! শৈশবে মাধুর্য্য, বার্দ্ধক্যে শান্তি, কিন্তু সে কতদিন? মধ্যজীবনের স্থায়িত্বও যেমন দীর্ঘ—ভোগও তেমনি দীর্ঘ—কার্য্যময়, তরঙ্গময়, জ্বালাময়; বড় কঠোর, বড় কঠিন পরীক্ষা অনেক ঢেউ কাটিয়ে উঠে শান্তির কিনারায় পৌঁছিতে হবে। [প্রস্থান

দ্রোণ। কে ওই গম্ভীরা নারী,
ক্ষণপ্রভাসম ঝলসি নয়ন মোর
মিলাইল পুনঃ আঁখির পলকে—
চলে গেল আপন গন্তব্য পথে।
ক্ষীণ রেখা যেন—জাগে স্মৃতিমাঝে
চিনিতে পারিনা হায়
মনে হয় ভস্ম আবরণে
চিন্ময়ী মুরতি যেন—ধেয়ানের ছবি
অভাগার চিরারাধ্যা দেবী।
তাই যদি হয় তবে জননী আমার
মুছে দিয়ে শোক তাপ যত
ধৌত করি পাপ মল
পুঞ্জে পুঞ্জে স্তূপীকৃত যাহা
মলিনতা মাখা জীর্ণ দীর্ণ হৃদয় মাঝারে মোর;

জ্ঞানালোক জ্বালি তুমি ব্রহ্মময়ী !
অন্ধকার হৃদি কক্ষ মোর করিয়া উজ্জ্বল
জেগে থাক চির জাগরণ ব্রত লয়ে ,
নিত্য দিব রাজপায়ে সভক্তি প্রণতি
তোমার প্রদত্ত যাহা দীনের সম্বল । [প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

[বনভূমি]

[একলব্য]

একলব্য । এই কি পৃথিবীর পরপার ? কৈ না । এখানেও তো সেই—জীবন্ত অনুভূতি বর্ত্তমান ! মধুর স্বপ্ন-চিত্র দর্শনে হৃদয়ের উন্মাদনা, শিকার অন্বেষণে এসে গুরুদর্শনের উচ্চ বাসনা, ব্রাহ্মণ চরণে কায়মনে বিনীত প্রার্থনা, ক্ষণপরে আবার বজ্রপাতের মত নিদারুণ প্রত্যাখ্যানে হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণা—এখানেও তো সেই নির্ম্মম স্মৃতি বর্ত্তমান ! আশার সমুজ্জ্বল রত্ন ভাণ্ডার হৃদয়ের দ্বারে এসে বড় আগ্রহে আমায় ডাকছে । সেই রত্নরাজির অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ জগৎময় ব্যাপ্ত হ'য়ে পথ প্রদর্শক সেজে আমায় যেন স্পষ্ট দেখিয়ে দিচ্ছে—ব্রাহ্মণের চরণে আশ্রয় লাভ কর । অস্পৃশ্য নিষাদনন্দন ! ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব লাভ কর । ভুলিনি আচার্য্য ! তোমার পবিত্র শ্রীচরণ ভুলিনি, তোমার পবিত্র মূর্ত্তি মনে, জ্ঞানে চিরদিন আমার সম্মুখে জাগিয়ে রাখব ।

[মঞ্জরীর প্রবেশ]

মঞ্জরী । তাই রাখ একলব্য ! তোমার সেই ভক্তি, সেই শক্তিটুকু আমিও দেখতে চাই ।

একলব্য । মঞ্জরী এসেছ ? বর্ষার কৃষ্ণ মেঘের দামিনী লতার মত মাঝে মাঝে কোথায় চলে যাও দেবী !

মঞ্জরী। হঠাৎ কি মনে হলো—তাই তোমার পিতার সঙ্গে একবার দেখা করতে গিয়েছিলুম।

একলব্য। তারপর?

মঞ্জরী। তোমার পিতা তোমায় খুজতে বেরিয়েছেন—

একলব্য। তারপর?

মঞ্জরী। তিনি উন্মাদের মত—নদ, নদী, গিরি, বন অতিক্রম ক'রে নানা স্থানে তোমার অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছেন। আমিও সঙ্গে ছিলুম—লুকিয়ে চলে এসেছি।

একলব্য। তাহ'লে উপায়?

মঞ্জরী। উপায় তুমিই জান! যদি আশার ধন সংগ্রহ করতে চাও তবে আরও গভীর অরণ্যে কিংবা পর্ব্বত-গহ্বরে লুকিয়ে থাক। আর যদি গৃহে ফিরে যেতে চাও, তাহলে শীঘ্র তোমার পিতার সঙ্গে মিলিত হও।

একলব্য। মঞ্জরী! আমার বড় আশার ধন ব্রাহ্মণ চরণে আশ্রয় নিতে গিয়েছিলুম, কিন্তু নীচ চণ্ডাল ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্যবলে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এসেছি।

মঞ্জরী। এখন তাহ'লে গৃহে ফিরতে চাও কেমন?

একলব্য। তাকি হয় মঞ্জরী? তিনি আমায় প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে আমি কি তাঁর পবিত্র দেব মূর্ত্তি ভুলে যাব?

মঞ্জরী। কি করতে চাও?

একলব্য। মনে মনে তাঁর পূজা করিতে চাই।

মঞ্জরী। মনে মনে? মনকে তুমি এতটা বিশ্বাস কর? গুরুর চিন্তা, গুরুর মূর্ত্তি নূতন বলে এখন তুমি মনে রাখতে পেরেছ, কিন্তু যখন একটী একটী করে অনেকগুলি দিন অতীতের গর্ভে মিশিয়ে যাবে, তার অদর্শনে যখন তোমার গুরুভক্তির জমাট স্তূপ তিল তিল ক'রে ভেঙে আসবে—তখন তাঁকে কোথায় পাবে একলব্য? মনে রাখবে? মনে রাখা কি এতই সহজ?

তোমার গুরুভক্তির নেশা একমুহূর্ত্তে ছুটে যেতে পারে ; সেই মুহূর্ত্তেই তুমি গুরুদ্রোহিতার বিষ নিয়ে দাঁড়াতে পার ; হয়তো বিষাক্ত ছুরিকাঘাতে তোমার আরাধ্য দেবতার জীব-লীলা সাঙ্গ ক'রে দিতে পার। মনকে বিশ্বাস ক'রে কোনো কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'রোনা। যদি প্রকৃতই দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণের সেবা ক'রতে চাও, যদি নিজ হস্তে তাঁর পূজা ক'রতে চাও, তবে নিজ হস্তে তাঁর মৃন্মূর্ত্তি গঠন কর। সেই মূর্ত্তি দিবারাত্র তোমার চোখের সামনে জাগিয়ে রাখ, তখন দেখবে—তোমার মন যদি ভুলতে চায়, তোমার দৃষ্টি তাঁকে ভুলতে দেবে না।

(নেপথ্যে হিরণ্যধনু) জালিয়ে দাও—জালিয়ে দাও। সারা জগৎটাকে শ্মশানে পরিণত কর।

একলব্য। কে ও মঞ্জরী ?

মঞ্জরী। তোমার পিতা।

একলব্য। আমার পিতা এখানে ?

মঞ্জরী। হ্যাঁ—তোমায় খুঁজতে বেরিয়েছেন। এমনি ক'রে পাঁচ দিন তোমায় খুঁজে বেড়াচ্চেন। সম্মুখে নদী প'ড়লে সন্তরণে পার হন, অভ্র ভেদী গিরিপথে মূষিকের মত চলে যান, অরণ্যে প্রবেশ ক'রে তোমার দর্শন না পেলে আগুন দিয়ে জালিয়ে দেন। আজ পাঁচদিন উন্মত্তের মত ছুটে বেড়াচ্ছেন !

একলব্য। এ্যাঁ উন্মাদ ? পিতা আমার উন্মাদ ? [প্রস্থানোদ্যোগ।

মঞ্জরী। একলব্য ! গুরুভক্তি তাহ'লে কথার কথা ? ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা—

একলব্য। না মঞ্জরী ! এক্ষেত্রে আমার কর্ত্তব্য কি আমায় বুঝিয়ে দাও।

মঞ্জরী। তোমার কর্ত্তব্য তুমি আপনি বুঝে নাও—

একলব্য। তবে কি ব'লতে চাও আরও দূর বনে প্রবেশ ক'রবো ?

মঞ্জরী। আমিত তাই বলি।

(নেপথ্যে নিষাদগণ কোলাহল করিয়া উঠিল, "পেয়েছি রাজা, সন্ধান পেয়েছি")

মঞ্জরী। তুমি লুকিয়ে পড়, নিকটবর্ত্তী ঐ ঝোপটার ভিতরে যাও। যাতে এরা তোমার কাছেও না যেতে পারে আমি তার ব্যবস্থা করছি। যাও—যাও, বিলম্ব করো না। (একলব্যের প্রস্থান) অস্ত্রের মুখে রণ-রঙ্গিনী সাজতে হ'বে। ভক্তিকে আজ শক্তিতে পরিণত ক'রতে হ'বে। উন্মত্ত হিরণ্যধনুকে আজ একটা নূতন চিত্র দেখাতে হ'বে। [প্রস্থান।

[হিরণ্যধনু ও নিষাদগণের প্রবেশ]

হিরণ্য। পেয়েছি,—পেয়েছি, মঞ্জরী! আর আমি তোর পিত্যেশ করি না। আমি একলব্যের সন্ধান পেয়েছি। এ কি হলো? সহসা সে নারী মূর্ত্তি কোথায় গেল? জীবন্ত জগৎটা যেন একটা মহাশূন্যে পরিণত হলো। ছলনা—প্রতারণা! ভণ্ডতা! তুই ঠিক বলেছিস্—মঞ্জরী ডাইনি। হায়—হায়—একলব্য আমার এজগতে নেই!

১ম নিষাদ। এখন দুঃখু কেন রাজা? তখন দরদ দেখিয়ে মঞ্জরীকে ডাইনী বলে ছিলুম ব'লে আমাদের খুন করতে এসেছিলি! ঠাকুরুণের মত রং ঢং দেখে ভক্তিতে জড়সড় হ'য়ে গেছলি। এখন নে, কোথায় তোর ছেলে বার কর। খপ ক'রে যে বল্‌বি ডাইনী বেটীর পেট চিরে বার কর—সেটী হচ্চে না! সেদিন টাট্‌কা টাট্‌কা ছিল, ছেলেটা মিললেও মিলতে পারতো। কিন্তু আজ আর উপায় নেই, বেটী তার হাড় পর্য্যন্ত হজম ক'রে ফেলেছে।

২য় নিষাদ। আরে ঠিক বলেছিস জগু ভাই—ঠিক বলেছিস!

হিরণ্য। কিন্তু আমি তাকে কিছুতেই অমনি অমনি ছেড়ে দোবো না। আমরা ব্যাধ, হিংস্র জন্তুর মত হিংসা আমাদের ধর্ম্ম। সে আমার ছেলের রক্ত খেয়েছে, আমিও সেই ডাইনী বেটীর সন্ধান ক'রে আশ মিটিয়ে তার তপ্তরক্ত পান ক'রবো। জগুয়া! তল্লাস কর্—তল্লাস কর্, প্রকাণ্ড বনটায় আগুনের বেড়া দিয়ে ডাইনী বেটীর সন্ধান কর্। আগুন জ্বাল্—পৃথিবীর বুকে আগুন জ্বাল্! (কালী মূর্ত্তিতে মঞ্জরীর আবির্ভাব)

মঞ্জরী। হাঁ তাই কর নিষাদপতি! আগুন জ্বাল, মার বুকে আগুন জ্বাল। পাষাণী মা চিরকাল স'য়ে আসছে আর আজ তোমার এই সামান্য নির্য্যাতন টুকু সইতে পারবে না? খুব পারবে। যে মা হতে সংসারের মুখ দেখেছ, যে যাঁর কোলে শুয়ে তুমি আহার পেয়েছ, নিদ্রা পেয়েছ, যে মা তোমার সুখের জন্য আত্মহারা হ'য়ে নিজের সমস্ত সুখ অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়েছে, সে মার বুকে আগুন জেলে দেবে না? দেবে বৈকি! কিন্তু আমিও বলছি সহজে ছাড়বোনা। তুমি আগুন জ্বাল, আমি সমস্ত শক্তি নিয়ে সলিলের ভাণ্ডার খুলে দিয়ে সে আগুন এক মুহূর্ত্তে নিবিয়ে দেবো।

হিরণ্য। একি জগুয়া? এ কার মূর্ত্তি? মা! মা!! কে তুই?

মঞ্জরী। আমি তোমার কন্যা মঞ্জরী।

হিরণ্য। মঞ্জরী! একি মূর্ত্তি মা! একি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি! বল্ মা করুণা-ময়ী, আজ এ কালী কপালিনী বেশ কেন? বল্ মা! বল্ মা! এ তোর মহত্ত্ব প্রদর্শন—না অধম সন্তানের প্রতি নিষ্মমতা। আমার একলব্য কি বেঁচে আছে?

মঞ্জরী। নিষাদ! সর্ব্বংসহা বসুধার কোলে পুত্র তোমার ভক্তি আবরণে লুক্কায়িত আছে, যথা সময়ে সাক্ষাৎ পাবে।

হিরণ্য। আছে মা? একলব্য আমার জগতে আছে?

সকলে। মা—মা—(সকলের জানু পাতিয়া উপবেশন)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

[ক্রীড়াভূমিসংলগ্ন বাটীর কক্ষ]

[দুর্য্যোধন]

দুর্য্যোধন। এতো বড় মজার ব্যাপার দেখতে পাই! আমি রাজার ছেলে, আমাকেইতো লোকে উঠে দাঁড়িয়ে খাতির ক'রে বসতে ব'লবে! তা নয়—সেগুলো আমি করবো? ও সব অর্জ্জুন পারে—আমার দ্বারা হ'বে না। কত ভাগ্যবান হ'লে তবে রাজার ঘরে জন্মায়! সেই রাজ-বংশে জন্ম গ্রহণ ক'রে আমি এক কথায় এতটা দীনতা স্বীকার কর'বো? হয়তো একটা জীর্ণ শীর্ণ দেহ দু'গাছা ধপধপে সূতো গলায় দিয়ে চিঁ-চিঁ-ক'রতে ক'রতে সিংহাসনের পাশে এসে দাঁড়াল, রাজা একটু আরাম করছিলেন—তৎক্ষণাৎ আরামে বিরাম দিয়ে ঝাঁ করে উঠে দাঁড়ালেন। কেন?—না ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষা করতে! আমি পারবো না বাপু—যখন তখন এগুলো আমার ভাল লাগেনা। জগতে তো এসেছি! কিন্তু এখানে কি এমন একটা কাজ ক'রে যেতে পারবোনা—যা'তে সকলে দুদিন আমার নাম কর'বে! সুপথ ধ'রেতো সকলেই চলে, ভগবানকে লাভ করতে সোজা পথেতো সকলেই চলে কিন্তু বাঁকা পথ ক'জন ধরে? প্রকাশ্য-ভাবে কুপথগামী ক'জন হয়? বোধ হয় কেউ হয় না। আমি কিন্তু সেই পথে চলবো; একবার দেখবো—স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বনে জগতে কোনো একটা কীর্ত্তি থাকে কি না!

[গীতকণ্ঠে নিরঞ্জনের প্রবেশ]

গীত :—

জগৎ ছাড়া কর্ম্ম করা
পাপের বোঝা শুধুই কেনা।

সুফল ফেলে গরল খেয়ে
যেচে মরণ ডেকে আনা ॥
ভাল যদি মন্দ লাগে
তবে আছ কেন বিলাস ভোগে,
বেড়াও পথে ভিক্ষা মেগে
ছেড়ে সাধের সোনা দানা ॥
ভাল ফেলে মন্দ নেওয়া
সেটা বড় কঠিন কাজ,
রাজার ভূষণ ছাড়তে হ'বে
শুনে মাথায় প'ড়লো বাজ :—
বরণ করে মন্দে নিতে—
জাগল যদি এ সাধ চিতে
তবে ফেল কাঁটা সুখের পথে
হেসে কথা আর বলোনা ॥ [প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। লোকটা পাগল নিশ্চয়! কিন্তু, আমার মনের কথা জানলে কি করে? যাই হোক—ওর সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে রাখতে হ'বে! (নেপথ্যে গুণধরঠাকুর—"বলি যুবরাজ আছেন কি?") ঐ সেই শিবঠাকুর আসছেন! ভাল বিপদ যাহোক! আসুক না—আজ খাঁটী ওষুধ তৈরী ক'রে রেখেছি; শিবত্ব লাভের নেশা ছুটিয়ে দিচ্ছি এই যে!

[নেপথ্যে গুণধর—"বলি আমরা ভিতরে প্রবেশ করবো কি?]

দুর্য্যোধন। হ্যাঁ—প্রবেশ করতে পার!

[গুণধর ও অনন্তের প্রবেশ]

গুণধর। আহা-হা! যুবরাজ অতি সজ্জন—অতি দয়াবান্—অতি উদার—কল্পতরু!

অনন্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ—যুবরাজের হৃদ্‌পিণ্ডিটা অতি পোক্তের! যুবরাজ একজন প্রচণ্ড অজ্ঞ ব্যক্তি!

দুর্য্যোধন। চুপ কর—এ সব কি ব'লছ ? [গুণধরের প্রতি] হ্যাঁ দেখ—তোমার আমি সব যোগাড় করে রেখেছি ! ঐ পুটুলিটা খোলো—ওতে বাঘছাল, রুদ্রাক্ষের মালা, শিঙ্গা প্রভৃতি সব আমি গুছিয়ে রেখেছি ! ন্যাও—পর—

গুণধর। এই স্থানে ?

দুর্য্যোধন। তবে আবার কোথায় ? এইখানেই পর ! ঐ কোণে ত্রিশূল গাছটা আছে—হাতে ক'রে হন হন ক'রে রাস্তা দিয়ে চ'লে যাও !

অনন্ত। আজ্ঞে সে কি কথা ? আমি নন্দীত্ব লাভ কর'বো—আর তিরশূল বৈবে উনি ? বেশী ভারি হয়নি তো ? কৈ দেখি—কৈ দেখি—

গুণধর। অনন্ত প্রসাদ ! ত্রিশূল গাছটী এখনও আমি স্পর্শ করিনি জান !

অনন্ত। আজ্ঞে তা জানি !

গুণধর। তবে কোন্ সাহসে তুমি ত্রিশূল স্পর্শ করতে উদ্যত হচ্ছ ? আমি মন্ত্রদ্বারা শোধন ক'রে দিলে তবে তোমার স্পর্শ করা উচিত !

অনন্ত। আজ্ঞে তা উচিৎ !

দুর্য্যোধন। যাক্—যা হ'বার হ'য়ে গিয়েছে ! এখন এগুলি পরিধান কর !

গুণধর। অনন্তপ্রসাদ ! আমায় ভস্ম মাখিয়ে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম পরিধান করিয়ে, হাতে শিঙ্গা ডমরু দিয়ে সাজিয়ে দাও ! [অনন্তপ্রসাদ গুণধরকে সাজাইয়া দিতে লাগিলেন] আর যুবরাজ ! একটী ষাঁড় বলেছিলেম না ?

দুর্য্যোধন। হ্যাঁ—একটী নীরেট ষণ্ড বাইরে চরছে—যাবার সময় চ'ড়ে চলে যাবেন !

গুণধর। হাঃ হাঃ, হাঃ, ভাল—ভাল ! দাও অনন্তপ্রসাদ। আমায় নিখুঁৎ করে সাজিয়ে দাও—

অনন্ত। আজ্ঞে এই যে—

দুর্য্যোধন। হ্যাঁ শিবঠাকুর মশাই ! আপনার একটী পুত্র ছিল না ?

গুণধর। আজ্ঞে হ্যাঁ যুবরাজ ! পুত্র ব'লে পুত্র—সে আমার কার্ত্তিক

চাঁদ! [নেপথ্যে ফটিকচাঁদ—"অনন্তদাদা !"] ঐ যে—ঐ যে, ফটিকচাঁদ আমার অনেকদিন বাঁচবে! বাবা ফটিক! এদিকে এসো—আজ আমার শুভদিন, শুভদিনে আমি শিবত্বপ্রাপ্ত হ'চ্ছি—দেখবে এসো—

[ফটিকচাঁদের প্রবেশ]

ফটিক। বাবা! এ সব কি পরছ? ঐ যুবরাজের মত—ঝক্ ঝকে পোষাক প'রবে তবেতো ভাল দেখাবে! অনন্তদাদা! সরে যাও—নইলে এখুনি তোমায় তীর ছুঁড়ে মারবো!

অনন্ত। তবেরে ছোঁড়া! এবার কি তোকে ডরাই না কি! এই ত্রিশূল দিয়ে একেবারে—

গুণধর। হাঁ—হাঁ—কর কি—কর কি? বৎস অনন্তপ্রসাদ—! বাবা ফটিকচাঁদ! আহা শিবোঽহং—শিবোঽহং—শিবোঽহং—

দুর্য্যোধন। কি ভয়ানক! এরা সকলেই দেখছি এক গারদের বদ্ধ পাগল! হোক্‌না—এদের সঙ্গে একটা খেলা করে নিই—

ফটিক। অনন্ত দাদা! তুমি রাগ ক'রলে?

অনন্ত। আরে যা-যা—মেজাজ বুঝে কথা ক'! আমি এখন নন্দীত্বের কাছাকাছি গেছি, আর কি সে অনন্তপ্রসাদ আছি? যা—তোর কাজ তুই ক'রগে যা—

ফটিক। বেশ, আমার কাজ আমি করি—

গীত ঃ—

আমার সাধ হ'য়েছে চড়বো ময়ূরে।
বীরের মতন বাঁকা হয়ে তীর ধনুক ধ'রে॥
প্রথমেতে মারবো প্যাঁচা,
নাকটী ছাড়া করবো বোঁচা,
পাখী ছাড়া করবো খাঁচা—
দেখবো পাখী যায় ঘরে॥

মারবো যত—ময়রা ধ'রে
(তারা) দেয়না খাবার অমনি কাঁ'রে,
খাবো তখন মজা ক'রে
মণ্ডা মেঠাই পেটটী পুরে ॥

দুর্য্যোধন। অর্থাৎ—তুমি কার্ত্তিক হ'তে চাও—কেমন? শিবঠাকুর মশাই! এটী তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কি?

গুণধর। আজ্ঞে জ্যেষ্ঠই বলুন আর কনিষ্ঠই বলুন—এটী আমার সবে-ধন-নীলমণি!

দুর্য্যোধন। তাহলেতো একটা মস্ত ভুল হ'য়ে যাচ্ছে! তোমার ছেলে-টাকে গণেশ ক'রতে হ'বে, কার্ত্তিক নয়—বুঝলে?

গুণধর। গণেশ?

দুর্য্যোধন। হ্যাঁ গণেশ! বিশেষ কিছু বদলাতে হ'বে না! "আমার সাধ হ'য়েছে—চড়বো ময়ুরের" জায়গায় আমার সাধ হ'য়েছে চড়বো ইঁদুরে ক'রে দিও-ব্যস্! হ্যাঁ, আর একটা কথা—মুণ্ডুটা বদলাতে হ'বে! একটা মুণ্ডু ক'রে দিতে হ'বে!

গুণধর। [জনান্তিকে] অনন্তপ্রসাদ—যা বলেছি তাই!

দুর্য্যোধন। আজই নিশাভাগে এই কার্য্য সম্পন্ন করতে হ'বে—বুঝলে?

গুণধর। ভাল, তাই হ'বে!

ফটিক। আমি হাতীর মুণ্ডু প'রবো না—

গুণধর। তোর বাবা প'রবে—তুই তো ছেলে মানুষ!

ফটিক। আমি পর'বো না—

গুণধর। অনন্তপ্রসাদ! ছোঁড়াটাকে বেঁধে ফেলতো! হতভাগা ছোঁড়া—খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করলুম, শেষে কি আমার বিপক্ষে দাঁড়াবি বলে? বেঁধে ফেল অনন্তপ্রসাদ—বেঁধে ফেল! শিবদ্বেষী পাষণ্ড—

ফটিক। খবরদার—আমি তীর ছুঁড়বো—

গুণধর। তীর ছুঁড়বে? ত্রিশূলগাছটা আনতো একবার—দেখি—

দুর্য্যোধন। থাক্—আর এখানে রক্তারক্তির দরকার নেই! যা করবার বাড়ী গিয়ে করো!

গুণধর। তাহ'লে এখন বাড়ী চল অনন্তপ্রসাদ!

দুর্য্যোধন। হ্যাঁ—আর একটা জিনিস—একটা কেউটে সাপ ধ'রে রেখেছি—সেটা তোমার গলায় জড়িয়ে নাও!

গুণধর। কেউটে সাপ! পুরাতন শিব কি কেউটে সাপ ব্যবহার ক'রতেন না কি?

দুর্য্যোধন। ক'রতেন না? এ—তুমি কোনো তত্ত্বই রাখনা দেখছি! শিবঠাকুর তো বিষ নিয়েই চিরদিন খেলা ক'রে আসছেন। কাল বিষধরকে তিনি অষ্টপ্রহর গলার মালা করে রেখেছেন। বিষপান ক'রে নীলকণ্ঠ নাম কিনেছেন। নাও—ঐ হাঁড়ীতে একটা কেউটে সাপ আছে—খুলে গলায় পর—

অনন্ত। আজ্ঞে জ্যান্ত—না মরা?

দুর্য্যোধন। জ্যান্ত—জ্যান্ত, মরা কি হবে? জীবন্ত শিবের জীবন্ত কেউটে! নাও পর—

গুণধর। আজ্ঞে হাঁড়ীটে দিন, দিনকতক আগে পোষ মানিয়ে নিই! যদি ছোবল-ছাবল দেয়—

দুর্য্যোধন। তবে যাও—শীঘ্র যাও—

গুণধর। আজ্ঞে এই যাই—[ত্রিশূল ও হাঁড়ী লইল]

দুর্য্যোধন। যাই নয়—শীঘ্র যাও।

অনন্ত। বাবা, বেজায় তিরিক্ষি মেজাজ! যাও বল্লে আর রক্ষে নেই!

দুর্য্যোধন। হ্যাঁ, কাল প্রভাতে আমি তোমার ছেলের হাতীর মুণ্ড দেখতে চাই—

গুণধর। যে আজ্ঞে! অনন্তপ্রসাদ! এখন শিবো—

দুর্য্যোধন। চুপ কর—[দুর্য্যোধন ব্যতীত সকলের প্রস্থান] এ খেলাটা কি ভাল হ'চ্ছে? হোক—আর নাই হোক, যখন এতদূর অগ্রসর হ'য়েছি—তখন এর শেষ ফলটা না দেখে নিরস্ত হ'বো না। যাই একবার গুরুগৃহে। গুরুদেব আজ কি নূতন শিক্ষা দেবেন ব'লেছেন! [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

(দ্রোণাচার্য্যের বাটীর দরদালান)

[দ্রোণাচার্য্য]

দ্রোণ। অনেক ভেবে, অনেক বিচার ক'রে একটা উপায় স্থির ক'রে রেখেছি! হবে না কি? আমার পুত্র—সে একটা ধনুর্ব্বিদ্ ব'লে পরিগণিত হবে না? তবে পক্ষপাতিতা ক'রতে হ'লো! তা কি ক'রবো! নিজের পুত্রের জন্য একটু স্বার্থপর হ'তে হয়! কি হৃদয়, তুমি কি ব'লতে চাও? এটা একটা পাপ? কেন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলকেই ত সমান কুম্ভ দান করেছি! জল প্রবেশের দ্বার—মাত্র পিপীলিকা প্রবেশ উপযোগী! আর অশ্বত্থামার—কেও? [অশ্বত্থামা, অর্জ্জুন ও ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ] অর্জ্জুন! তোমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলে? যাও—প্রাঙ্গণে তোমাদের নামাঙ্কিত দু'টী শূন্য কুম্ভ আছে—পার্শ্ববর্ত্তী নদী বা পুষ্করিণী হ'তে জল পূর্ণ ক'রে নিয়ে এসো! খুব শীঘ্রই ফিরে আসবে—ও কে?

অর্জ্জুন। ইনি এক ধনীর পুত্র! আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রয়াসী!

দ্রোণ। ও—আচ্ছা, আপনি বসুন! যাও—তোমরা বিলম্ব করো না [অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামার প্রস্থান] আপনি ব্রাহ্মণ?

শ্রীকৃষ্ণ। পূর্ব্বে ছিলাম বটে—এখন ভ্রষ্ট

দ্রোণ। এ কথার অর্থ?

শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম প্রতিপালন করি না!

দ্রোণ। হুঁ—তাহ'লে সেটা আপনারই দোষ ! ভাল, বিষয় কর্ম্ম কি করেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। ব্যবসা। মাপ করবেন—আপনি ব্রাহ্মণ—আপনাকে প্রণাম ক'রতে ভুলে গিয়েছিলুম।

দ্রোণ। হুঁ—

শ্রীকৃষ্ণ। আমি একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি। আপনি একটা সংবাদ আমায় দিতে পারেন ?

দ্রোণ। কি সংবাদ চান বলুন !

শ্রীকৃষ্ণ। মাপ ক'রবেন, আমাকে এরূপ সম্মানসূচক সম্বোধন ক'রবেন না।

দ্রোণ। ভাল, তাই হ'বে। এখন কি সংবাদ চাও—বল !

শ্রীকৃষ্ণ। শুনলুম, আপনি নাকি কৌরব পাণ্ডবদের শিক্ষা দিয়ে তাদের মানুষ ক'রে তুলছেন ?

দ্রোণ। তোমার কি অনুমান ?

শ্রীকৃষ্ণ। আপনি রাগ করছেন ?

দ্রোণ। সম্পূর্ণ নয়—তারপর ?

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা ব'লতে পারেন—এই কৌরব-পাণ্ডবেরা কে ?

দ্রোণ। কুরু আর পাণ্ডুর বংশধর !

শ্রীকৃষ্ণ। না—না, আমি সে কথা বলছি না !

দ্রোণ। তবে ?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি ব'লছি—এরা পূর্ব্বজন্মে কে ছিল !

দ্রোণ। হাঃ হাঃ হাঃ, কি ভয়ানক ! আমার কাছে এসেছে—এই সংবাদ নিতে ? আমি তো চিত্রগুপ্ত নই বাপু ! তাইতো হে, আমায় সঙ্গে মিছে ব'কে তুমি তো অনেকটা সময় বাজে নষ্ট করে ফেললে ! এতক্ষণে যমরাজ্যে গিয়ে চিত্রগুপ্তের কাছ থেকে অনায়াসে এ খবরটা নিয়ে আসতে পারতে !

শ্রীকৃষ্ণ। আমি এর একটা গুজব শুনেছি।

দ্রোণ। গুজবটা কি শুনি ?

শ্রীকৃষ্ণ। কোন সময় না কি দেব দানবে ভয়ানক যুদ্ধ হ'য়েছিল। তা'তে অনেক দানব ধ্বংস হয়। পরে তারাই আবার মায়ার দ্বারায় ধরণীতে জন্মগ্রহণ করে। দেবতারা সে সংবাদ পেয়ে পৃথিবীর ভার লাঘব করবার জন্য দানব ধ্বংস ক'রতে মর্ত্ত্যধামে মানবরূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন। দানব অংশে দুর্য্যোধনাদির উৎপত্তি এবং দেবতার অংশে যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম—এই কথাই শুনেছি ! আরও শুনেছি যে ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীও দ্রুপদ রাজার গৃহে কন্যারূপে অবস্থান করছেন, পরে আবার এঁদের সঙ্গেই মিলিত হ'বেন !

দ্রোণ। যুবক ! এ সকল কথা তুমি কার কাছে শুনেছ ?

শ্রীকৃষ্ণ। কেন—এতো অনেকেই জানে !

দ্রোণ। অনেকেই জানে ? তাহ'লে দ্রোণাচার্য্যের কাণে এ কথা উঠতো না ?

শ্রীকৃষ্ণ। ও, তাহ'লে আপনি জানেন না,—কেমন ? তবে আসি এখন—প্রণাম— [প্রস্থানোদ্যোগ।

দ্রোণ। যুবক !

শ্রীকৃষ্ণ। কি ব'লছেন ঠাকুর ?

দ্রোণ। তুমি অদ্ভুত !

শ্রীকৃষ্ণ। কেন ঠাকুর ?

দ্রোণ। তুমি—আচ্ছা তোমার পরিচয় দাও তো যুবক—যাতে আমি বুঝতে পারি—তুমি সত্য গোপন করছ না !

শ্রীকৃষ্ণ। পরিচয় আর কি দেবো ঠাকুর ! আমার নাম হ'চ্ছে কৃষ্ণ—গৃহ বৃন্দাবন !

দ্রোণ। আর শক্তি ? না—আচ্ছা, আর কিছু বলবার আছে ?

শ্রীকৃষ্ণ। না।

দ্রোণ। আচ্ছা যেতে পার।

শ্রীকৃষ্ণ [স্বগতঃ] তুমি যতই ধূর্ত্ত হও ব্রাহ্মণ—আমার কাছে তোমার প্রাণ গোপন থাকবে না— [প্রস্থান।

দ্রোণ। চ'লে গেল! যাক—আমার কি? যদি যথার্থ-ই সে বৃন্দাবন বিহারী হয় হোক্! আমার কাছে ছদ্মবেশে এসেছিল - আমিও মনে মনে কর্ত্তব্য পালন করেছি! যেখানে ছলনায় কৃপা বিতরণ—সেখানে গোপনে ভক্তি প্রদর্শনই বিধেয়। তা'তে আমার অপরাধ কি? কিছু না। সকলের পূজ্য, সকলের শ্রেষ্ঠ আদর্শ পুরুষ যিনি, তিনি নিজে যদি ছলনাময় হ'য়ে জগতের সমক্ষে ছলনার চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহ'লে অজ্ঞান ক্ষুদ্র জীব যারা—তারাইবা কেন সেই পথ অবলম্বন করবে না! আমার বিশ্বাস—তাতে কিছুমাত্র অপরাধ নেই!

[অশ্বত্থামার প্রবেশ]

অশ্বত্থামা। পিতা! শূন্য কুম্ভ জলপূর্ণ ক'রে এনেছি!

দ্রোণ। অন্যান্য সকলে?

অশ্বত্থামা। এখনো কেউ কৃতকার্য্য হয়নি!

দ্রোণ। [স্বগতঃ] কৃতকার্য্য হ'বে না। কেন হ'বে না—তাও জানি! [প্রকাশ্যে] যাও ধনুর্ব্বাণ নিয়ে এসো—বায়ু অস্ত্রের চালনা ও মন্ত্রাদি হৃদয়ঙ্গম করা আজ তোমার শিক্ষার বিষয়।

অশ্বত্থামা। পিতা—অর্জ্জুন আসছে—

দ্রোণ। কৈ? এঁ্যা—তাইতো! এত কৌশলে পুত্রকে শিক্ষা দান ক'রতে একটু সময় সংগ্রহ করলেম—তা'তেও বাধা? বুঝেছি পক্ষপাতিতার এই পরিণাম—স্বার্থপরের চক্ষু এমনি ক'রেই ফুটে ওঠে।

[অর্জ্জুনের প্রবেশ]

অর্জ্জুন। গুরুদেব! প্রণাম চরণে—[কলস রক্ষা]

দ্রোণ। অর্জ্জুন! কৃতকার্য্য?

অর্জ্জুন। আপনার আশীর্ব্বাদে দাস অবশ্যই কৃতকার্য্য।

দ্রোণ। সন্তুষ্ট হলেম; কিন্তু আমার সন্দেহ হ'চ্ছে।

অর্জ্জুন। কেন দেব—পরীক্ষা করুন! এইতো—পূর্ণ কুম্ভ আপনার সম্মুখেই রয়েছে!

দ্রোণ। না সে সন্দেহ নয়! আমি যা ভেবেছি—তা যদি সত্য হয় তাহ'লে জানবো—তুমি যথার্থ-ই শক্তিমান, যথার্থ-ই আমার উপযুক্ত শিষ্য।

অর্জ্জুন। না গুরুদেব! আপনার সন্দেহ অলীক নয়! বরুণাস্ত্রের সাহায্যে আমি এই শূন্য কুম্ভ জল পূর্ণ করেছি!

দ্রোণ। তা আমি বুঝেছি! সেজন্য লজ্জিত হয়োনা বৎস! বুঝেছি—তোমা হ'তেই আমার মুখোজ্জ্বল হ'বে। হুঁ—আমি বুঝেছি! পাচক!

[পাচকের প্রবেশ]

পাচক। আজ্ঞে ঠাকুর মশাই!

দ্রোণ। দেখ, আজ এইখানেই অর্জ্জুনের আহারাদির বন্দোবস্ত ক'রবে। খাবার স্থান অন্ধকার গৃহ—বুঝেছ? কোথাও যেন আলোকের রেখা মাত্র না থাকে! যাও অর্জ্জুন—ভিতরে বিশ্রাম করগে!

পাচক। আজ্ঞে ঠাকুর মশাই! এদের খাইয়ে দাইয়ে তেমন সুখ হয় না। সেই মধ্যম পাণ্ডব ভীমটী কোথায়? তাঁকে একদিন খেতে বলুন না! তাঁর খাওয়াটা দেখবার জিনিস ঠাকুর মশাই! কেমন গিলেটীর মতন সভ্য-ভব্য হ'য়ে ব'সে চাঁচ-পুঁচ ক'রে সব উড়িয়ে দেন—দেখে বড়ই স্ফূর্ত্তি হয় ঠাকুর মশাই! একেবারে পিঁপ্ড়ের আহারটী পর্য্যন্ত রেখে দেন না!

দ্রোণ। সেটা তার ভাগ্য! এখন যাও [অর্জ্জুন ও পাচকের প্রস্থান] যাও অশ্বত্থামা—তোমার ধনুর্ব্বাণ ও গ্রন্থাদি নিয়ে এসো—[অশ্বত্থামার প্রস্থান] অন্ধকার গৃহে ভোজন করবার অর্থ অর্জ্জুন যদি বুঝতে পেরে থাকে তাহলে জানবো—অর্জ্জুন মানুষ নয়—সত্যই সে দেব-অংশ-সম্ভূত— [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

[নগর প্রান্তর]

[সহচরদ্বয়]

উভয়ে। নগরবাসী ! জাগ—জাগ—সর্ব্বনাশ হ'ল ; রাক্ষস-রাক্ষসী—সব গেল—

[নগর কোটালের প্রবেশ]

নগর। এ্যাঁ—সে কি কথা ?

সহঃগণ। ঐরে বাবা—

নগর। নগরের মধ্যে এতবড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল আর নগর কোটাল তার কিছু জান্‌তে পাল্লে না ? এ শান্তিরাজ্য, এখানে রাক্ষস-রাক্ষসী কেন আসবে ?

১ম সহঃ। ও সব বরাতে করে রাক্ষস মশাই—বরাতে করে।

নগর। বরাত কি—কি ব'লছ তোমরা ?

২য় সহঃ। আবার তর্ক কর কেন রাক্ষস মশাই ? ও বাবা কি তিরশূল রে—

১ম সহঃ। ঠিক যেন তিরশূল—আবার রাক্ষসীটার কি চেহারা রে—

২য় সহঃ। ঠিক যেন পরী গো-পরী—

নগর। তোমার বিষম ভয় পেয়েছ দেখছি ! শোনো, শোনো—

[উভয়ের হস্ত ধারণ]

১ম সহঃ। এই মারলে বাবা

২য় সহঃ। ওহে ভায়া চোখ বোজো—চোখ বোজো—যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—

নগর। কেন—আমায় দেখে চোখ বুজবে কেন? আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না? আচ্ছা পাগল ত!

১ম সহঃ। পাগল আছি আমরা আছি; তাতে তোমার কি ক্ষেতি হচ্ছে রাক্ষস মশাই?

২য় সহঃ। আমরা বে'র ক'নে মশাই—বে'র ক'নে; চোখ চাইতে নেই।

নগর। কি জ্বালা—আমি যে নগর কোটাল—তোমাদের বন্ধু হে—

১ম সহঃ। প্রমাণ?

নগর। প্রমাণ—এখনও তোমরা বেঁচে রয়েছ।

২য় সহঃ। আমরা যে বেঁচে আছি তার প্রমাণ?

নগর। তার প্রমাণ চাও? ওহে একটা সাপ্—সাপ্—কামড়ালে ব'লে কামড়ালে বলে—

উভয়ে। কৈ—কৈ—কৈ—

নগর। বলি এইত প্রমাণ হয়ে গেল বেঁচে রয়েছ! কারণ মড়া ত আর সাপের ভয়ে লাফিয়ে উঠে না!

১ম সহঃ। এ্যাঁ সত্যিই তুমি কোটাল ভাই—না এখনও ছলনা কর্‌ছ?

২য় সহঃ। বলি বেরালে ইঁদুর ধরার মত ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরবে না ত?

নগর। কি ব্যাপার বল দেখি?

১ম সহঃ। আর ব্যাপার! নগরে রাক্ষস-রাক্ষসী ঢুকেছে। ঘর-সংসার আর কারুর থাক্‌ছে না।

নগর। কি রকম?

২য় সহঃ। আরে বাপ্‌রে—এই বাঘছাল পরা—কি ত্রিশূলরে—এখান থেকে বোধ হয়—বোধ হয়—

১ম সহঃ। বোধ হয় কি ? তার কোন মাপই হয় না—বুঝেছ কোটাল ভাই তার কোন মাপই হয় না।

নগর। তার দাঁত ছিল কি ?

১ম সহঃ। দাঁত ?—বোধ হয় ছিল।

২য় সহঃ। না—না, দাঁত ছিল না—একটা ল্যাজ ছিল।

১ম সহঃ। হ্যাঁ ল্যাজ ছিল—তুইত জানিস ভারি।

২য় সহঃ। নিশ্চয় ল্যাজ ছিল—

১ম সহঃ। ল্যাজ ছিল না—দাঁত ছিল—

২য় সহঃ। ল্যাজ—ল্যাজ—

১ম সহঃ। দাঁত—দাঁত—

২য় সহঃ। দস্তুর মত ল্যাজ—

১ম সহঃ। দস্তুর মত দাঁত—

২য় সহঃ। খবরদার ল্যাজ—

১ম সহঃ। চোপ্‌রাও দাঁত—

২য় সহঃ। কি এতবড় আস্পর্দ্ধা ল্যাজের অপমান—

১ম সহঃ। যত বড় মুখ তত বড় কথা, দাঁতের অপমান—

২য় সহঃ। তোর দাঁতের নিকুচি ক'রেছে—

১ম সহঃ। তোর ল্যাজের নিকুচি করেছে—[উভয়ের হাতাহাতির উপক্রম]

নগর। ওহে শোনো—শোনো—কৌরব পাণ্ডবেরা সব শীকারে যাচ্চে।

২য় সহঃ। তোর দাঁতের নিকুচি করেছে—

১ম সহঃ। তোর ল্যাজের নিকুচি করেছে—

নগর। আহা শোনোনা—ল্যাজ কি দাঁত আমি বিচার ক'রে দিচ্ছি শোনো! সদল-বলে আমাকেও কৌরব-পাণ্ডবদের সঙ্গে শীকারে যেতে হ'বে। তা তোমরা এখানে থাকবে—না আমার সঙ্গে যা'বে ?

১ম সহঃ। সে পরে বলছি—

২য় সহঃ। এখন ল্যাজ ছিল কি দাঁত ছিল আমাদের বলে দাও—

নগর। দেখ, ল্যাজও ছিল না—দাঁতও ছিল না, একটা টিকি ছিল।

উভয়ে। এই—ঠিক ঠিক, টিকি ছিল ; ল্যাজও ছিলনা দাঁতও ছিলনা —একটা টিকি ছিল।

নগর। আচ্ছা দেখ, মনে কর আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা নগর রক্ষার ভার নিয়েছ, খুব মন দিয়ে নগরের শান্তি রক্ষার চেষ্টা কচ্ছ ; এমন সময় হঠাৎ এই জাহাজের মাস্তুল দেখেছ ? সেই রকম বড় বড় দু'টো দাঁতওয়ালা, রাজ-বাড়ীর রথের কাছির মত একগাছি তেম্‌নি মোটা-সোটা ল্যাজওয়ালা, বুঝেছ ? আলেয়ায় মত জল জলে দু'টো চোখ, হাতীর মত মোটা-সোটা, দেবদারু-গাছের মত লম্বা-লম্বা ঠ্যাং নিয়ে যদি ভয়ানক একটা রাক্ষস এসে—

উভয়ে। ঐ ধল্লেরে বাবা—

[মোহিনী মূর্ত্তিতে মঞ্জরীর প্রবেশ]

মঞ্জরী। একটু সরে দাঁড়ান ত, আমি এই পথেই যাব। আপনারা বোধ হয় রাজপুরুষের কেউ হবেন—কেমন ?

নগর। আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

মঞ্জরী। আমার পরিচয় আমি কাউকে দিইনা, যদি কেউ চেষ্টা ক'রে একটু-আধটু কোন রকমে আমার পরিচয় নিতে চায় নিক্, নৈলে তুমি জিজ্ঞাসা করবামাত্রই যে আমি এক নিশ্বাসে আমার পরিচয় দেবো, সেটাতে আমি বড় রাজি নই।

নগর। তোমার মত একটী রমণী দু'তিনদিন আমার সাম্‌নে পড়েছিল তুমি কি সেই ?

মঞ্জরী। হ'তে পারে।

নগর। কিন্তু আগেকার মত সে সঙ্কোচ ভাব ত আর নেই ?

মঞ্জরী। তা না থাকতে পারে।

নগর। আমার বোধ হয় তুমি কোন মায়াবিনী।

মঞ্জরী। তা' হ'তে পারি।

নগর। যাতে না হও আমি তার চেষ্টা করব।

মঞ্জরী। কি করবে ?

নগর। তোমায় এ নগর থেকে তাড়াব।

মঞ্জরী। আমি যাব না।

নগর। আচ্ছা, সে আমি বুঝব। রাজদরবারে যখন এ সংবাদ জ্ঞাপন ক'রব তখন রাজার একটী হুকুমে তোমায় এ নগর ত্যাগ করে যেতে হ'বে।

মঞ্জরী। যদি না যাই ?

নগর। শাস্তি !

মঞ্জরী। কি শাস্তি দেবে ?

নগর। [স্বগতঃ] এ্যাঁ তাইত ! এ যে দেখছি সত্যই মায়াবিনী ! মুখেরদিকে চেয়ে দেখছি আর আমার চোখ ঠিক্‌রে যাচ্ছে। নিশ্চয় মায়াবিনী —নৈলে এত রূপ হয় ? রূপ দেখে আমার প্রাণ গ'লে আসছে, বাক্ ফুরিয়ে যাচ্ছে, সমস্ত শরীরে একটা তড়িৎপ্রবাহ খেল্‌ছে !

মঞ্জরী। চুপ করে রইলে যে ? বল কি শাস্তি দেবে ?

নগর। তোমায় আমি কোন শাস্তি দেবো না—যদি সত্য ক'রে বল, তুমি মায়াবিনী কি না।

মঞ্জরী। যদি না হই ?

নগর। তাহ'লে আমি তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসব।

মঞ্জরী। ছি—ছি—ওকি কথা ?

নগর। কেন সুন্দরী ?

মঞ্জরী। তোমার কণ্ঠস্বরে যেন বিষের হল্কা মেশান রয়েছে, নয়নে পাপের আকাঙ্ক্ষা ফুটে বেরুচ্ছে।

নগর। সুন্দরি! সংসারে তোমার আপনার কেউ আছে?

মঞ্জরী। আছে বৈ কি! আমার স্বামী আছে, পুত্র-কন্যা আছে, ভাই ভগ্নী আছে; আমার ঘর-বাড়ী জগৎ-সংসার; আমার অভাব কি?

নগর। তাহলে তুমি এমনভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াও কেন? অর্থাৎ বিলাসিতার—

মঞ্জরী। আচ্ছা মনে কর আমার কেউ নেই।

নগর। সেটা বরং সম্ভব। তা যদি হয়—তাহ'লে—

মঞ্জরী। তাহ'লে কি তুমি আমায় ভালবাসতে চাও না কি?

নগর। ঠিক ব'লেছে সুন্দরি!—সত্য, তোমায় পেলে আমি আর কিছুই চাই না।

মঞ্জরী। আচ্ছা আমি যদি তোমার হই?

নগর। তাহলে আমি দিবানিশি তোমাকেই দেখব; আমার ঘর-সংসার বিলিয়ে দিয়ে তুমি যেখানে যাবে আমি সেইখানে যাব—তুমি যা খাবে আমি তাই খাব; তুমি বাঁচতে বল্লে বাঁচব—মরতে বল্লে মরব।

মঞ্জরী। ঠিক—সত্য কথা?

নগর। হ্যাঁ ঠিক; অত্যন্ত ঠিক কথা, যৎপরোনাস্তি সত্য-কথা।

মঞ্জরী। আচ্ছা, তার আগে তোমার হৃদয়কে আমি একবার বুঝব, কারণ, পুরুষকে আমি ততটা বিশ্বাস করিনা। আমার ইহকাল-পরকাল দেখতে হবে ত? দাঁড়াও—আমি আসছি। [প্রস্থান।

নগর। যেওনা—যেওনা সুন্দরি—আমি তা হলে বাঁচব না। [সহচরগণের প্রতি] আঃ, তোমরা এখনও এখানে!

১ম সহঃ। এই মারলে বাবা—

২য় সহঃ। শালা নগর কোটালকেও পাকড়াও করেছে।

[গীতকণ্ঠে নিরঞ্জনের প্রবেশ]

গীত ঃ—

ঐ আকাশের মত উদার অনন্ত
হ'ত যদি তার হৃদি পারাবার।
(তবে) ফুটিত আপনি ভক্তি কমলিনী
সুবাস বিলাত যেচে অনিবার॥
রিপুবশে ভুলে কতকাল আর
ভালমন্দ জীব না চিনিবে তার
জননীরে হায় পত্নী ভ্রম যার
গতি মুক্তি কিসে ভাবি আমি তার॥

নগর। এ আমি কোথায় এলাম? এ স্বর্গ না মর্ত্ত্য? এ দেবতার আশ্রয় না রাক্ষসীর কবল?

[নেপথ্যে মঞ্জরী]

মঞ্জরী। কে আমায় ভালবাসা—তুমি? এস তবে—আমার কাছে এস—

নগর। ঐযে—ঐযে নদীগর্ভে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর ঐযে তুমি হাস্য মুখে বসে আছ। সুন্দরি! তুমি অত দূরে?

মঞ্জরী। তা হলেই বা, তুমিত নিজেই বলেছিলে যে, আমি যেখানে যাব—তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে, আমি যা ক'রব—তুমি তাই করবে;—কই এস!

নগর। সম্মুখে যে সুগভীর প্রশস্ত নদী।

মঞ্জরী। তাহ'লে নিশ্চয় তুমি আমায় ভালবাস না। যখন এই নদী তোমার চক্ষে নদী ব'লে অনুমিত হ'বে না, যখন হিংসা-ভয় ভুলে জগতের বুকে সরল ভাবে বিচরণ করতে শিখ্‌বে তখন বুঝবে তুমি প্রকৃত মানুষ হয়ে জগতের সবাইকে ভালবাসতে শিখেছ!

নগর। হ্যাঁ সুন্দরী—আমি তাই করব—আমি তাই ক'রব। একবার বল তুমি আমার হবে—

মঞ্জরী। ঐ শোনো—পুত্র আমার কি বলে শোনো—

নিরঞ্জনের গীত :—

মোহের আঁধার কেটে যেত যদি
নয়নে কি কভু দেখিত বারিধি
ছুটে যেত হৃদি নিতে পদ্মনিধি
পূজিতে শ্রীপদ নিরবধি মার ॥ [প্রস্থান।

নগর। এঁ্যা এ কি হ'ল! সেই নদীতীর, সেই সুন্দর দৃশ্য, সেই প্রাণ বিমোহন সঙ্গীত-ধ্বনি কোথায় গেল? তবে কি এ রাক্ষসীর মায়া? যাক্—তবে আর কেন তার জন্য ভাবি? সে আমার সঙ্গে শত্রুতাচরণ কর্‌ছে, আমিও তার শত্রু হয়ে দাঁড়াব; [সহচরদ্বয়ের প্রতি] ওহে! তোমরা যা বলেছ ঠিক—এ নগরে রাক্ষসই এসেছে বটে—

উভয়ে। এঁ্যা এসেছে? তবে উপায়?

নগর। উপায় আর কি—পালাবার পথ দেখ—

১ম সহঃ। পালাব? কোন্ দিকে? এই দিক্‌টায় যাব?—

২য় সহঃ। এদিক ওদিক বুঝিনি দাদা—যে দিকে দু'চক্ষু যায়—পলাই চল—

উভয়ে। ওগো নগরবাসী—তোমরা জাগ—যে দিকে দু'চক্ষু যায়—পালাও—

[উভয়ের প্রস্থান।

নগর। দেখি, কুমারেরা কতদূর উদ্যোগ কল্লেন! এ সময় নগর ত্যাগ করাই যুক্তি সঙ্গত।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

[অন্ধকার ভোজন গৃহ]

।

অর্জ্জুন। এ হ'তে পারে না। বিনা উদ্দেশ্যে যে গুরুদেব অন্ধকার গৃহে আমার ভোজনের ব্যবস্থা করবেন এ হ'তে পারে না। আমায় কোনরূপ শিক্ষাদানই তাঁর উদ্দেশ্য। আমি বুঝেছি—যে কার্য্য সম্পন্ন ক'রতে আলোকের প্রয়োজন হয়, অভ্যাসের গুণে সে কার্য্য আঁধারেও সম্পন্ন করা যায়। তার জলন্ত প্রমাণ—হস্ত-মুখের নিত্যক্রিয়া। অভ্যাসের এমনি গুণ যে হস্ত একবার মাত্রও অকৃতকার্য্য হয় না। এখন দেখছি—অন্ধকারে যদি আমি শব্দানুযায়ী শর নিক্ষেপ করতে অভ্যাস করি তাহ'লে আজ না হোক্ একদিন না একদিন কৃতকার্য্য হ'বই। আপাততঃ অন্ধকারে ধনুকে জ্যা রোপণ ক'রতে অভ্যাস করি। [ধনুর্ব্বাণ লইয়া] গুরুদেব! এই যদি তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, আমায় এই মহৎ শিক্ষা দেবার জন্যই যদি তুমি অন্ধকার গৃহে আমাব ভোজনের ব্যবস্থা করে থাক তা হ'লে তোমায় স্মরণ করে, তোমায় প্রণাম ক'রে আমি খুব আশা করি—এ কার্য্যে আমি নিশ্চয় কৃতকার্য্য হব—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বর।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

[পাচকের প্রবেশ]

পাচক। ও বাবা, একি বেয়াড়া আওয়াজ! বলি ওগো সেজো পাণ্ডব! খাওয়া-দাওয়া হ'ল? তাইত, সাড়া-শব্দ নেই—ব্যাপার কি? ঘর অন্ধকার, নজর চালাবারোত উপায় নেই! ও বাবা! আওয়াজ যে ক্রমে বাড়ছে, ডাকি আচার্য্যঠাকুরকে—তিনি এসে যা হয় করুন—

[দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ]

দ্রোণ। হ্যাঁ—এই দিকেইত—কিসের শব্দ—কে এখানে ?

পাচক। আজ্ঞে আচার্য্যঠাকুর আমি।

দ্রোণ। হ্যাঁ, ব্যাপার কি পাচক ? এ কিসের শব্দ ?

পাচক। আজ্ঞে কিছুই ত বুঝতে পাচ্ছি না, অথচ এই ঘর থেকেই যেন বেরুচ্ছে।

দ্রোণ। হুঁ—অর্জ্জুন কোথা ?

পাচক। এই ঘরেইত খাওয়া-দাওয়া করছে—অথচ সাড়া-শব্দ কিছুই পাচ্ছিনা।

দ্রোণ। অর্জ্জুন !

অর্জ্জুন। জাগ ধনু ! তোমার কর্ত্তব্য প্রতিপালন কর। তুমিত আমার অবাধ্য নও। আমার গুরুদেব যে তোমার প্রাণ দিয়েছেন, তাঁর চরণধূলি যে নিত্য আমি তোমার সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে দিই। তিনি নিজে আমায় এই কার্য্যে পাঠিয়েছেন। চুপ কর ধনু—চীৎকার করে শান্তি ভঙ্গ করো না। আবার গুরুদেব হয়তো ক্রুদ্ধ হবেন।

দ্রোণ। পাচক ! শীঘ্র প্রদীপ জাল—[পাচকের প্রস্থান] আশ্চর্য্য ক্ষমতা ! আশ্চর্য্য গুরুভক্তি ! অর্জ্জুন ! যদি শক্তি কিংবা বিদ্যা একটা দার্শনিক পদার্থের মত স্পষ্ট হ'ত তাহ'লে আজ আমার সমস্ত শক্তি সমস্ত বিদ্যা এই মুহূর্ত্তে তোমায় দান ক'রে আপনাকে ধন্য বিবেচনা করতেম। দ্রোণাচার্য্য ! তুমি জগতে অদ্ভুত শিষ্য লাভ করেছ—এ কথা সত্য ! [প্রদীপ হস্তে পাচকের প্রবেশ] এ কি অর্জ্জুন—তুমি ধনুকে জ্যা রোপণ ক'চ্ছ ?

অর্জ্জুন। হ্যাঁ গুরুদেব—আমি কৃতকার্য্য ! বুঝেছি দেব, মানুষ যা' অভ্যাস করে, অবলীলাক্রমে তা'তেই কৃতকার্য্য হয়।

দ্রোণ। তাহ'লে আমার উদ্দেশ্য বা ইঙ্গিত তুমি বুঝেছ ?

অর্জ্জুন। আপনার অনুগ্রহে কথঞ্চিৎ বুঝেছি দেব!

দ্রোণ। এস বৎস! আজ তোমায় বহু অস্ত্র শিক্ষা দেবো! ধনুর্ব্বাণ যখন তোমার এত প্রিয়-অস্ত্র, তখন জগতে আমি তোমায় প্রকৃত ধনুর্ব্বিদ্ গ'ড়ে তুলব। আজ থেকে ধনুর্ব্বাণই তোমার অস্ত্র। যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলকেই আজ তাদের নিজ নিজ শক্তি ও ইচ্ছানুযায়ী অস্ত্র দান করব। এস অর্জ্জুন! স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে অস্ত্র চালনা শিক্ষা করবে এস।

[দ্রোণাচার্য্য ও অর্জ্জুনের প্রস্থান।

পাচক। এ—ভাতগুলোওতো খায়নি; খেতে খেতে উঠে পড়েছে আর কি! ও সব গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলে;—ওরা কি দু'দণ্ড খির হয়ে ব'স্‌তে পারে? এই দেখনা, অন্ধকার ঘরে খেতে ব'সেছে—তা'তেও নিস্তার নেই—ধনুক ধরে দাঁড়িয়ে আছে! তবু সেই ভীমটা আসে নি। সে এলে হয়তো ঘরেব খান-দুই কড়িকাঠ পেড়ে নিয়ে গুলদাঁড়া খেল্‌তে সুরু ক'ত্ত। তবে সেটা বড এঁদের মত বোকা ন'ন। খাবার ছেড়ে সে বড় একটা উঠে যায় না। আগে খাওয়া-দাওয়া তবে অন্য কাজ। যাই ঝিকে ডেকে দিই—সক্‌ড়িটে পেড়ে নিক্! [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

[অরণ্য]

[দ্রোণাচার্য্যের মৃন্মূর্ত্তির সম্মুখে ধ্যানমগ্ন একলব্য ও পার্শ্বে ভৈরবী বেশিনী মঞ্জরী দণ্ডায়মানা]

একলব্য। অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

মঞ্জরী। ধ্যান ভাঙ্‌ল একলব্য?

একলব্য। তুমি আছ মঞ্জরী? কৈ দেবি—বলেছিলে এই মূর্ত্তি একদিন

সজীব হয়ে উঠবে, চক্ষুঃদ্বয়ে পলক পড়বে, ওষ্ঠাধর কম্পিত হয়ে বাক্যের বন্যা নিয়ে আসবে—কৈ দেবি! আজো ত আমার সে সৌভাগ্যের দিন এলো না।

মঞ্জরী। আবার ধ্যান কর একলব্য! আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি তোমার গুরুদেব তোমার কাছে দক্ষিণা নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে ব'সে আছেন। তুমি আর একটু যত্ন কর, আর একটু চোখের জল ফেল, আর একটু প্রাণ দিয়ে দেখ্‌বার চেষ্টা কর, তাহ'লেই কৃতকার্য্য হবে। আর একবার ধ্যান কর একলব্য!

একলব্য। আজকের গন্ধ-পুষ্পাদি কই দেবি?

মঞ্জরী। ঐ যাঃ মনে নেই দেখ;—তুমি বোসো—আমি আন্‌ছি—

[প্রস্থান।

একলব্য। কৃপা কর—কৃপা কর গুরু! নিষ্প্রাণ পাষাণ মূর্ত্তি প্রাণময় কর। নৈলে বুঝত পারব না যে, অস্পৃশ্য নিষাদ-নন্দন তোমার কৃপালাভ করেছে।

(ধীরপদে হিরণ্যধনুর প্রবেশ)

হিরণ্য। নিস্তব্ধ—চারিদিক নিস্তব্ধ। মঞ্জরী আছে কি? কৈ—না! কেবল আমার একলব্য আছে; একটা পাথরের মূর্ত্তি সামনে রেখে নিশ্চল ভাবে ব'সে আছে। উঃ, কি কষ্ট। আমরা কষ্ট করি বটে; কিন্তু বসে বসে এতটা কষ্ট কখনও করিনি। আমিও যে আর পারিনি; ছেলেটাকে চোখের সামনে দেখছি আর ডেকে দু'টো কথা কইতে পা'ব না। এযে বিষম শাস্তি! মঞ্জরী বলে কি—একলব্যের কার্য্যে বাধা দিয়ে তার সঙ্গে কথা কইলে, তাকে স্পর্শ কল্লে সেই মুহূর্ত্তে আমি অন্ধ হয়ে যা'ব। উঃ, সে যে আরও শাস্তি! এখন তবু চোখে দেখে কতকটা আশ মেটাচ্ছি; কিন্তু অন্ধ হ'লে—সে যে বিষম শাস্তি! মাঝে মাঝে মনে হয়—এটা মঞ্জরীর ছলনা!

আবার ভাবি—সে হয়তো সব পারে। তা হোক, কেউ নেইত! একবার ওকে ডাকি—না, আগে স্পর্শ করে দেখি ও মানুষ কি না! এত স্থির কখনও মানুষ হ'তে পারে? বিশেষ যে ব্যাধের সন্তান;—দেখি একবার—[স্পর্শ করণ ও অন্ধত্ব প্রাপ্ত হওন] একলব্য!

একলব্য। কৈ—কৈ—আচার্য্য এসেছেন? হ্যাঁ—ঐযে ঐযে প্রস্তর মূর্ত্তি কেঁপে উঠেছে, ঐযে চক্ষু দু'টী করুণা দৃষ্টি লয়ে জেগে উঠেছে; ঐযে শ্রীমুখ হতে অবিশ্রান্ত আশীর্ব্বাদ বর্ষণ হ'চ্ছে। জগৎ! চেয়ে দেখ, আমি কত ভাগ্যবান্! মঞ্জরি! দেখছ না, শ্রীচরণে পুষ্প-চন্দন নেবার জন্য গুরুদেব এত দূর ছুটে এসেছেন! দেখছ না, প্রস্তর-মূর্ত্তি আজ সজীব হয়ে-উঠেছে! দেবি! দেবি— [প্রস্থান।

হিরণ্য। জগদীশ! জগদীশ! চক্ষু দাও—বড় অপরাধ করেছি—আমার চক্ষু ফিরিয়ে দাও—

(ফুলের সাজি হস্তে মঞ্জরীর প্রবেশ)

মঞ্জরী। জগদীশ্বর এমন অবিবেচক ন'ন যে অপরাধীর দণ্ডবিধান করবেন না। ভগবান স্বহস্তে তোমার চক্ষু দু'টী উপড়ে নিয়ে তা'তে রক্তধারা বা'র করেন নি, এই তোমার সৌভাগ্য!

হিরণ্য। কে—মা মঞ্জরী এসেছিস? বড় অপরাধ করেছি মা! সন্তানকে স্পর্শ করলে সত্যই যে আমি অন্ধ হ'ব—এতটা আমি ভাবিনি মা। দে—আমার চক্ষু ফিরিয়ে দে—

মঞ্জরী। এখন যদি চক্ষুরত্ন ফিরিয়ে নিতে চাও—তাহ'লে তোমায় পুত্ররত্ন বিসর্জ্জন দিতে হয়। বেছে নাও—পুত্র চাও—কি চক্ষু চাও?

হিরণ্য। আমি দু'টোই চাই মা!

মঞ্জরী। তা হয় না নিষাদ! তোমার জন্য জগতের একটা চিরন্তন পদ্ধতি উল্টে যেতে পারে না। অপরাধ কল্লে কেউ কখন' পুরস্কৃত হয় না। দণ্ডই পাপীর উপযুক্ত প্রাপ্য।

হিরণ্য। আমি যে তোকে কন্যার মত দেখি মঞ্জরি! তুই যে আমার ঘরে মানুষ হয়েছিস! তুই কি বাপ্‌কে শাস্তি দিতে পারিস্? এতটা নির্দ্দয় কি হ'তে পারিস্ মা?

মঞ্জরী। বল নিষাদ! এখন তুমি পুত্র চাও—কি চক্ষু চাও?

হিরণ্য। আমি কিছুই চাইনি পাষাণী—আমি কিছুই চাইনি। দে—শীঘ্র একখানা অস্ত্র এনে দে! পুত্রকে স্পর্শ কল্লে পিতা যদি অন্ধত্ব প্রাপ্ত হয়, ভগবানের ইচ্ছায় পিতার চক্ষু হ'তে যদি রক্তধারা ঝরে, তবে তাই হোক' রক্তধারা বয়ে যাক;—এ চক্ষু উপ্‌ড়ে ফেল্‌বো, দে—শীঘ্র অস্ত্র দে—[অস্ত্র অন্বেষণ]

মঞ্জরী। যেও না—যেও না ওদিকে নদী আছে—

হিরণ্য। থাক্ নদী; ইচ্ছা হয় নদী শুকিয়ে যাক্ না হয় সে আমায় তার শীতল গর্ভে আশ্রয় দিক্। [প্রস্থান।

মঞ্জরী। তোমরা কি অন্ধ! অজ্ঞান—ক্ষিপ্ত মস্তিষ্কে নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে মরণের পথে চলেছ, আর জগতের একজন সে তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে, তার কোমল বাহুপাশ নিয়ে, তোমার প্রাণ রক্ষা ক'র্‌তে যন্ত্রের মত তোমার পাছে পাছে চলেছে। এতেও জগদ্বাসী বোঝে না—মায়ের প্রাণ কত কোমল—মায়ের শাস্তি কত মধুর, মায়ের করুণা কত শান্তিময়—

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

(দ্বারকা—পুষ্পোদ্যান)

রেবতী ও সখিগণ

গীত ঃ—

সখিগণ   ধরণীর কোলে কিবা কিরণ খেলে।
হেসে উঠে সুধাকর সুধা কিবা উথলে ॥
মলয় সমীর তায়   মৃদু মৃদু বয়ে যায়
পরশি' সে মধুবায় প্রাণ মন মজালে ॥
ফোটা ফুল ডালে ডালে   সমীরণে মৃদু দুলে
অলি সনে কুতূহলে করে খেলা বিরলে।

[সখিগণের প্রস্থান।

[গান চলিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই রেবতী নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন]

রেবতী। (নিদ্রাবস্থায়) কি সুন্দর তপোবন! কোথাও তাপস কুমারগণ আশ্রম-মৃগের সঙ্গে খেলায় উন্মত্ত, কোথাও মুনি-কন্যারা ঝারি হস্তে তরুলতায় শীতল বারি সিঞ্চন কর্‌ছেন। কোথাও প্রাচীন ঋষিগণ পবিত্রভাবে সামগানে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত কর্‌ছেন। ওকি! সহসা কে একজন ঐ চারু দর্শন রজত-বরণ মদমত্ত পুরুষ এসে এক মুহূর্ত্তে তপোবনের এই সুখশান্তি ভেঙে দিলে? (ধীরে ধীরে বলরামের প্রবেশ) কে তুমি নিষ্ঠুর? তোমার কি এতটুকু জ্ঞান নেই? তোমার প্রাণে কি এতটুকু ভাব নেই? শান্তি-সুখ উপলব্ধি করবার তোমাতে কি এতটুকু শক্তি নেই? এঁ্যা—নিষ্ঠুর-হৃদয়! ও আবার কি কর্‌ছ? সামগানে উন্মত্ত

তাপসের শিয়রে তুমি খড়্গ তুলে দাঁড়িয়ে কেন ? সরে যাও—সরে যাও—ব্রহ্মহত্যা কোরো না। ঐ যাঃ! শুনলে না ? ঐ দেখ, পৃথিবীর বুকে রক্ত পড়ে আগুন জ্বলে উঠেছে ! উঃ রক্ত—চারিদিকে রক্ত ! [নিদ্রাভঙ্গ] সখি ! তাইত—সখিরা কোথায় গেল !—

বলরাম। হাঃ, হাঃ, হাঃ—

রেবতী। কে—তুমি ? তাই ভাল !

বলরাম। কি ব'কছিলে আবোল-তাবোল ?

রেবতী। কখন আবার ?

বলরাম। "কখন আবার" কি ? ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে খ্যায়ালা কচ্ছিলে,—আমি কি কিছু বুঝিনি নাকি ?

রেবতী। খুব বুঝেছ ! আমার বুঝি খ্যায়ালা করবার বয়েস আছে ?

বলরাম। বয়েস আছে কি গ্যাছে আমি অত-শত বুঝিনি। খ্যায়লা কর্‌ছিলে—চোখে দেখলুম, কাণে শুনলুম তাই বলছি !

রেবতী। ফের ঐ কথা, তবে আমি চল্লুম !

বলরাম। আহা রাগ কর কেন ? সত্যি বল না কি বলছিলে ? [সোমরস পান]

রেবতী। সে একটা স্বপ্ন দেখেছিলুম ; কিছু ব'লছিলুম কি ? কৈ—মনে হয় না তো !

বলরাম। ব'লছিলে না ? সামগান, খড়্গ, ব্রহ্মহত্যা, রক্ত কত কি বলছিলে। শেষে সখীতে গিয়ে তার পরিসমাপ্তি !

রেবতী। হ্যাঁ স্বপ্নটা ঐরকম ভীষণ স্বপ্নই বটে। মনে হ'ল ব্রহ্মরক্তটা মাটীতে পড়তেই আগুন জ্বলে উঠ্‌ল ; তারপর সেই হত্যাকারী মাটী থেকে খানিকটা জমাট রক্ত তুলে আমার সর্ব্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিলে। আমার ঠিক মনে হ'ল—

বলরাম। ঐযে সেই রক্তের ছিটে তোমার কপালে লেগে রয়েছে !

রেবতী। কৈ ?

বলরাম। হাঃ হাঃ হাঃ, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এই নাও এইটুকু পান কর দেখি !

রেবতী। না, ও আমি এখন খাবনা। সর—সখিরা কোথায় গেল দেখি, আমি এখন গান শুনব।

বলরাম। তা বেশত, এ সোজা কথাটা আগে থাকতেই ব'লতে পা'র্‌তে ! নাও, খুব উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়াও, আমি তোমায় গান শোনাচ্ছি ; একটুও নড়্‌তে-চড়্‌তে পাবে না, নড়্‌লেই গানও কাটবে—গানের ভাবও নষ্ট হ'বে।

রেবতী। ও হরি—রক্ষে কর ! তোমার আর গান গেয়ে কাজ নেই প্রভু !

বলরাম। কেন—আমি কি গাইতে জানিনি ? তুমি শোনো না—ঠিক গাইব, যেটুকু গাইব—প্রাণ দিয়ে।

রেবতী। থাক্, আর গাইতে হবে না। তোমাব গানও শুনেছি—নাচও দেখিছি। গাইতে স্বরু কল্লেই ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানা এসে যোগদান করবে, সিঙ্গার গর্জ্জনে কাণে তালা ধরে যাবে, আব নৃত্য ? সেত তাণ্ডব নৃত্য ? রক্ষে কব প্রভু, তোমার নাচ—গান স্বরু হ'লেত আর একদিনে থামবে না ?

বলরাম। তা হোক—আমি গাইব রেবতী ? [সোমরস পান] ইস্, আজ সোমরস এত তীব্র লাগছে কেন রেবতী ?

রেবতী। তবে থাক্—আর খেয়ো না।

বলরাম। কি করি—একটা কিছু কাজ চাইত ? তুমি এদিকে সখিদের নিয়ে পাগল—আমি একলাটী কি করি বল ?

রেবতী। কেন—তোমার ভাইটী কোথায় গেলেন ? তাঁর সঙ্গেত দু'দণ্ড কথা কইতে পার !

বলরাম। থাকলেত কইব! সে এখন দৈব আর পুরুষকারের দ্বন্দ্ব দেখতেই ব্যস্ত। আমিও গিয়েছিলুম; কিন্তু ভাল লাগল না ব'লে ফিরে এসেছি।

রেবতী। দৈব আর পুরুষকারের দ্বন্দ্ব? সেটা কি রকম?

বলরাম। সেটা কি রকম ঠিক সেই রকম! আমি তোমার কাছে তার ইতিহাস ব'লতে পারবো না।

রেবতী। কেন—ব'লতে দোষ কি?

বলরাম। বললেই কি হবে জান? তুমি প্রশ্ন করতে থাকবে, আমি উত্তর করতে থাকব; এই করতে করতে ক্রমে বেশ একটা ঝগড়া দাঁড়িয়ে যাবে—আর পরস্পর মুখ দেখা-দেখি বন্ধ! তা'তে আর লাভ কি বল? যাক্, ও সব কথা ছেড়ে দিয়ে একটু খেয়ে ফেল দিকিন!

রেবতী। ও গরল আমি খাব না।

বলরাম। ছি রেবতী—সোমরস পবিত্র জিনিস, এ মৃতসঞ্জীবনী শক্তি-গরল ব'লে আমার এমন সোমরসের অপমান ক'রনা!

রেবতী। বিষক্ষয়ের জন্য অনেক সময় বিষের আবশ্যক; বিষ তখন অমৃতের কার্য্য করে। তাই ব'লে বিষ কি অমৃত নামের উপযুক্ত?

বলরাম। ওঃ, বড় জ্ঞানের কথা কইছ যে? বেশ, তুমি না খাও, আমি খাই [পান] ইস্—কিন্তু বড় তীব্র! [নেপথ্যে সিঙ্গাধ্বনি] বেজেছে—বেজেছে রেবতী—আমার জাগ্রত সিঙ্গা বেজেছে—আমায় নৃত্য করতে ইঙ্গিত করছে।

বাজ—বাজহে মৃদঙ্গ—
বাজ তুমি প্রিয় সিঙ্গা মোর—
গম্ভীর নিনাদে;
রাগ-রাগিণী এসগো তোমরা,
কণ্ঠে মোর ব'স এসে ত্বরা,

সঙ্গীতের সনে নাচিতে চাহে গো প্রাণ ;
শুনিয়া যন্ত্রের ধ্বনি
কালফণী তুলিছে শিয়রে !
রোমাঞ্চিত পুলকিত তনু,—
বেজে ওঠ ঘোর রোলে বাদ্যযন্ত্র যত ।
[নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি]

এস রেবতি ! এইবার আমরা এক সঙ্গে নাচি এস—

রেবতী । আমি ত আর তোমার মত পাগল হইনি ।

বলরাম । তা হ'বে না—আমি যখন পাগল—তখন তোমাকে পাগলিনী হ'তেই হবে—

রেবতী । ওগো—না গো না, আমায় রক্ষে কর—

বলরাম । তা হবেনা—তোমায় নাচতেই হবে ! তোমায় নাচতেই হবে । বাজ, বাজ, জাগ্রত-সিঙ্গা, আবার বাজ, আবার বাজ

[রেবতীকে লইয়া প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

[ক্রীড়াভূমির পার্শ্বস্থিত পথ]

ঝাড়ুদার ও ঝাড়ুদার পত্নী

দ্বৈত গীত :—

ঝাঃ পত্নী । তোর রূপ দেখে ডরাই, তোর ভাব দেখে পালাই ।

ঝাড়ুদার । থাক্ বেঁচে থাক্ রূপের ঢেঁকী ভগলপুরের গাই ॥

স্ত্রী । বলিস কথা হুঁস্ রেখে বেইমান
ওঠা বসা ক'ত্তে হবে ধরে নিজের কাণ,

পুঃ । (আহা) রাগলে হয় কি মুখখানির বাহার
যেন চালতা মুখে বোলতা বোসে কামড়েছে হাজার ॥

স্ত্রী। ঝাঁটা তবে পড়ল পিঠে
পুঃ। দোহাই তোমার পিঠ না ফাটে
স্ত্রী। (খুব ক'র্‌লি নাকাল সকাল-বিকাল তুই আমার জুটে,
উভয়ে। তবু দুয়ের প্রেমে মজে দু'জন সকল ভুলে যাই। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

[নির্জ্জন বাপীতট]

ধনুর্ব্বাণ হস্তে অর্জ্জুন

অর্জ্জুন। ধূর্ত্ত মৃগ—কোথায় পালাবি ? অর্জ্জুনের লক্ষ্য হ'তে তোর কিছুতেই নিস্তার নেই—

অশ্বত্থামা। [নেপথ্যে] অর্জ্জুন ! ক্ষ্যান্ত হও—ক্ষ্যান্ত হও ! মৃগ ভ্রমে বালক হত্যা ক'রনা—

অর্জ্জুন। বালক ?

(অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন ও নগর কোটালের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। ঐ দেখ—নদী হতে জল পান ক'রে বালকটী বাঁধের উপর উঠ্‌ছে।

অর্জ্জুন। তাইত। আর একটু হ'তেইত একটী নিরীহ বালকের প্রাণ সংহার করেছিলুম !

দুর্য্যোধন। তা নিশ্চয় ! শীকারে এসে আজ একটা কলঙ্কের ভার বহন ক'রে ঘরে ফিরতে হ'ত ! ঐ শোনো—বালক বোধ হয় গান গাইছে—

অর্জ্জুন। তাইত, কি মনোরম কণ্ঠস্বর ! নদীতীরের যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে দিলে। এস, আমরা এইখানে একটু বিশ্রাম করি—[সকলের উপবেশন]

(গীতকণ্ঠে ফটিকচাঁদের প্রবেশ)

ঐ শোনো দূরে পারাবার পারে মোহন বাঁশরী বাজিল।
বাঁশী রব শুনে ত্বরিতে এ প্রাণে মরণের কথা জাগিল।
বাঁশী বলে বুঝি মায়া মোহে মজি আপন করম ভুলোনা
পার কর ব'লে তরণী চাহিলে কড়ি বিনা তরী পাবে না
পারে যেতে তরী পাবে না,
কেন নয়নে তোমার বহিবে আসার পারে যেতে তরী পাবে না :—
কেন কহিবে তখন আজি এ জীবন কি পাপে অকূলে ভাসিল॥

দুর্য্যোধন। তোমার নাম ফটিকচাঁদ বোধ হয়—তুমি এখানে কেমন ক'রে এলে? পালিয়ে এসেছ নিশ্চয়?

ফটিক। হ্যাঁ, আমাকে কাটবার বন্দোবস্ত হচ্ছিল শুনে আমি লুকিয়ে চলে এসেছি।

দুর্য্যোধন। তা বেশ করেছ—এখন বাড়ী ফিরে যাও। কোটালমশাই! আপনাকে এখন আর আমাদের সঙ্গে থাকতে হ'বে না; আপনি এই বালককে নিয়ে নগরে ফিরে যান; এটী গুণধর ঠাকুরের পুত্র; সন্ধান নিয়ে তাঁর বাড়ীতে পৌঁছে দেবেন।

ফটিক। না—তোমরা আমায় রক্ষা কর, বাবা আমায় কেটে ফেলবে—

দুর্য্যো। কাটুক্—তবু তোমায় যেতে হ'বে। (চিত্রসেনের প্রতি) সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখবেন, গুণধর ঠাকুর একটা কিছু অভিনয় করবেন। সে ক্ষেত্রে আপনি যা ভাল বিবেচনা করেন—করবেন। যাও, তুমি ওঁর সঙ্গে যাও; নিন্ আপনি হাত ধরে নিন্—

চিত্রসেন। এসো হে ছোকরা এস—

দুর্য্যো। যাও না—কেন দেরী কচ্ছ? এখানে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে মরার চাইতে বাড়ীতে ব'সে সুখে মরগে। ভয় নেই—যাকে তোমার সঙ্গে পাঠাচ্ছি সে তোমার কোন' বিপদ ঘটতে দেবে না। বরং এখানেই

তোমার বিপদের সম্ভাবনা। আমরা সব শীকারে এসেছি—কে কোত্থেকে একটা তীর মেরে দেবে—ব্যস্, প্রাণটী বেঘোরে বেরিয়ে যাবে। এই অর্জ্জুনতো বাণ ছুঁড়েছিল আর একটু হ'লে! যান্ কোটালমশাই ওকে নিয়ে যান্— [চিত্রসেন ও ফটিকচাঁদের প্রস্থান।

অর্জ্জুন। ব্যাপার কি দুর্যোধন দাদা? আমরা ত এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

দুর্য্যোধন। এ একটা বাজে ব্যাপার—বোঝবার কিছু আবশ্যক করে না—

অশ্বত্থামা। অর্জ্জুন! পিতা এদিকে আসছেন।

অর্জ্জুন। কৈ—কৈ?

দুর্য্যোধন। চল—চল, আর এখানে অপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। শীকারে বিরত হয়ে আমাদের এরূপ ভাবে বিশ্রাম ক'র্‌তে দেখলে তিনি ক্রুদ্ধ হ'বেন। তোমরা ওদিকে যাও—আমি এদিকটায় অন্বেষণ করি—ঐ ঝোপটার পাশেই আমি রইলুম। [অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামার প্রস্থান। পা আর চ'ল্‌তে চায় না। বালকের মুখে গান শুনে পর্য্যন্ত আমার হাতের ধনুর্ব্বাণ প্রতি পলে যেন খ'সে পড়ছে। বুঝি এ হরিনামের গুণ। জগদীশ! জনসমাজে তোমায় আমি আমার শত্রু বলে পরিচয় দিই—কিন্তু অন্তরে তুমি আমার চির পূজ্য। লোকে জানুক—দুর্য্যোধন দেবদ্বেষী। তা'তে কি আসে—যায়! বরং তারা আমার অপ্রিয় জেনে আমায় আরও দেবদেবীর নাম শুনিয়ে মনে অতুল আনন্দ উপভোগ ক'রবে। করুক্—সে'ত আমার মঙ্গলের বিষয়! যদি কেউ বুঝতে পারে সে বুঝবে—আমি পুরুষকারের সেবায় যত্নবান। ঐ যে গুরুদেব আরও নিকটে— [প্রস্থান।

(পত্র পাঠ করিতে করিতে দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

দ্রোণ। কি—কি লিখেছে? "যদি সামর্থ্য থাকে সম্মুখ সংগ্রামে

অগ্রসর হও। পারবে না দ্রোণাচার্য্য! ভিক্ষুক হয়ে একজন প্রতাপশালী রাজাকে রাজসিংহাসন থেকে নামাতে পারবে না। যুদ্ধে অগ্রসর হ'লে আমার কারাগারের শোভা বৃদ্ধি ক'র্ত্তে হবে; হয়তো তোমার পুত্রের অবস্থাও সেইরূপ হ'বে। কারারুদ্ধ তুমি—তোমার কাছে শেষ নিবেদন শুনিয়ে—শেষ কাতরতা জানিয়ে যখন সে মরণের পথ থেকে ফিরে আসবার জন্য—'বাবা খেতে দাও' ব'লে আহার্য্য চাইবে, আর তুমি"—না—না, এ আমি ভুল দেখ্‌ছি; কে আছ—রাজপুত্রদের সংবাদ দাও—আমি যুদ্ধে যাব; দ্রুপদ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ! কেও ভীষ্ম?

দুর্য্যোধন। না আচার্য্য—আমি।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দ্রোণ। কে—অর্জ্জুন এসেছ?

দুর্য্যোধন। না গুরুদেব! আমি দুর্য্যোধন।

দ্রোণ। দুর্য্যোধন? অর্জ্জুন কোথায়?

[অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামার প্রবেশ]

অর্জ্জুন। এই যে আচার্য্য—আমি এসেছি।

দ্রোণ। এসেছ? অর্জ্জুন! এ যুদ্ধে তুমি আমার সেনাপতি।

অর্জ্জুন। যুদ্ধ? কার সঙ্গে গুরুদেব?

দ্রোণ। অদৃষ্টের সঙ্গে অর্জ্জুন—অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ!

অশ্ব। অমন করছেন কেন পিতা? কি হয়েছে আপনার?

দ্রোণ। কি হয়েছে? এই পত্র—এ পত্র নয় বৎস! এ প্রাণঘাতী অগ্নিবাণ। দ্রুপদরাজা দূত পাঠিয়ে আমার বক্ষ বিদ্ধ করেছে। মাংস গলে গিয়েছে, শুধু কঙ্কাল পড়ে আছে। তোমরা কি দেখছ না বৎস—এখানে কি আগুন জ্বলছে—কি ঝড় বইছে—প্রতিহিংসা কি উৎসাহ দিয়ে আমায় ক্ষিপ্ত ক'রে তুলছে? সেনাপতি! তুমি সৈন্য সজ্জিত কর—

অর্জ্জুন। আমি সেনাপতি? রাজা কে আচার্য্য?

দ্রোণ। রাজা? রাজা আমি—না ঈশ্বর; না তাও নয়—আমার এই অর্দ্ধদগ্ধ হৃদয়। আর অন্য রাজপুত্রগণ তোমার অধীনস্থ সৈন্য। কি দেখছ আমার মুখের দিকে? অর্জ্জুন আমি ক্ষিপ্ত নই; যা বল্‌ছি এ পাগলের প্রলাপ নয়। প্রাণের জ্বালা মুখে ফুটে বেরুচ্ছে। চল—দ্রুপদ-রাজাকে আক্রমণ করবে চল—সে প্রস্তুত।

অশ্ব। আর তার সঙ্গে বিবাদ কেন পিতা? সহসা ধনশালী হ'য়ে যে দরিদ্র বন্ধুকে ঘৃণায় বিতাড়িত ক'রে দেয় তার ছায়া স্পর্শেও পাপ হয়। আপনার পায়ে ধরি পিতা, সে অকৃতজ্ঞের কথা ভুলে যান।

দ্রোণ। আর উপায় নেই বৎস—এ যুদ্ধ হ'বেই! আমি পত্র লিখে-ছিলুম সে যদি আবার আমায় বন্ধু ব'লে স্বীকার করে তার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি পালন করে তাহ'লে আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি, আর যদি সে তা না করে তাহ'লে আমি যুদ্ধ চাই। সে যুদ্ধে ধ্বংস হয় হোক, নচেৎ আমি জয়লাভ ক'রে পাপমতি দ্রুপদের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে নগরে একটা প্রদর্শনী সংস্থাপন ক'রব। এই পত্র তার উত্তর! এর এক একটী বাক্যাংশ নরকের বিষাক্ত বৃশ্চিক। সেনাপতি! যুদ্ধ চাই! দুর্য্যোধন!

দুর্য্যোধন। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য!

অর্জ্জুন। একবার পিতামহকে—

দ্রোণ। অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন [জানু পাতিয়া] না দেব! আমি প্রস্তুত!

দ্রোণ। তবে চল [সকলে দ্রোণাচার্য্যের পদধূলি গ্রহণ করিল] আশীর্ব্বাদ! দ্রুপদ! হাঃ হাঃ হাঃ, ব্রাহ্মণের শিক্ষাদানের ফল ব্রহ্মতেজ।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

[গুণধরের বাটীর উঠান]

(যূপকাষ্ঠ হস্তে অনন্তপ্রসাদ ও খড়্গ হস্তে গুণধরের প্রবেশ)

গুণধর। সর্ব্বনাশ কল্লে! আজ তিন-চারদিন হয়ে গেল যে হে অনন্তপ্রসাদ! খোঁজ কর, খোঁজ কর, নইলে সব পণ্ডশ্রম! দেখবে যুবরাজ কোন্‌দিন এসে আমার ও বাঘছাল-ত্রিশূল কেড়ে নেবে আর তোমারও নন্দিত্ব কেড়ে নেবে।

অনন্ত। [যূপকাষ্ঠ বসাইয়া] তা ন্যায় নেবে ঠাকুর, আমি আর টো-টো করে ঘুরে বেড়াতে পারবুনি। যে এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে, আমি তাকে কোথায় পা'ব বল দেখি?

গুণধর। কোথায় পাবে কি? যেথেকে পার নিয়ে এস!

অনন্ত। আজ্ঞে ও রকম কল্লে আমি পারবুনি। আমার মাইনে-পত্তর চুকিয়ে দাও, আমি আমার দেশে ফিরে যাই। কপালে থাকে দেশ থেকেই একটা শিবঠাকুর যোগাড় ক'রে নোবো।

গুণধর। কি পাষণ্ড—অর্ব্বাচীন—নেমোক্‌হারাম! আমার কাছ থেকে নন্দিত্ব লাভ করে তুমি অন্য শিবের সেবা ক'রবে? দে—পাষণ্ড, নন্দিত্ব ফিরিয়ে দে—

অনন্ত। আজ্ঞে সেটা কি রকম করে হবে? আপনি কি আমায় অম্নি নন্দিত্ব দিয়েছ? এই যে এতটা প্রাণ উদ্‌ভ্রান্ত করে খাট্‌লুম তবে ত আমায় নন্দিত্ব দিয়েছ ঠাকুর! আমার পোষাচ্ছে না—আমি থাকবো না—আপনি একটা নন্দি যোগাড় ক'রে নাও—

গুণধর। বুঝেছি, নন্দিত্ব লাভ করে তুমি দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়েছ—তোমার বিরাটতম এসেছে। মূর্খ! আমি যে সত্ত্বগুণী শিব, এটা বুঝলে না? নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে তুমি সত্ত্বগুণী নন্দি হ'তে পাল্লে না।

যেখানেই যাও, এই তোমায় পরিষ্কার বলে দিচ্ছি অনন্তপ্রসাদ—এমনটী আর কোথাও পাবে না। কারণ, শিবোঽহং—শিবোঽহং—শিবোঽহং—

[চিত্রসেন ও ফটিকচাঁদের প্রবেশ]

চিত্রসেন। দেখুন দেখি, এই ছেলেটী কি আপনাদের ?

গুণধর। আহা বাজ—ডিমি ডিমি ডমরু, বাজ ডিমি-ডিমি ডমরু ! এযে আমারই ফটিকচাঁদ। এস বাবা এস—বাপের সুপুত্তুর হয়ে সুড় সুড় ক'রে হাড়কাঠে মাথাটী দাও ত বাবা ! আহা কোথায় ছিলে এতদিন বাবা ? গব্যঃঘৃত দিয়ে আমি ভেবেছিলেম তোমার ঘাড়টা একটু দলাই-মলাই ক'রব—

চিত্রসেন। আজ্ঞে হ্যাঁ—দলাই-মলাই করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনার দ্বারা কোপ করা চলবে না।

গুণধর। বেশ—কোপ না হয় অনন্তপ্রসাদ করবে।

অনন্ত। আজ্ঞে তার আর কি ? তবে এক কোপে পারবো কিনা জানি না। তখন যে ব'লবে—ব্যাটা আনাড়ী বাধিয়ে দিলে, সে সব আগে থাকতে ব'লে দিচ্ছি হ্যাঁ—

চিত্রসেন। মোট কথা, কারুর দ্বারাই কোপ করা চলবে না। কারণ আপনি হচ্ছেন একরূপ অবিবাহিত। অবিবাহিতের দ্বারা এ সব যাজ্ঞিক কার্য্য একেবারে নিষিদ্ধ। যদি সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে একত্রে দাঁড়িয়ে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তবেই এর ফল ফলবে। নইলে যেমন ছেলেটীকে কাটবেন অমনি আপনার, আর আপনার এই শিষ্যের ধাঁ করে প্রাণবায়ু উড়ে যাবে—আপনার ছেলেটী মোদ্দা ঠিক বেঁচে থাকবে।

গুণধর। তাইত, এতো বড় তাজ্জব ব্যাপার দেখতে পাই !

অনন্ত। আজ্ঞে বল কি ? আমিও সাবাড় হ'ব ?

চিত্রসেন। এই রকম ত শাস্ত্রের বচন।

গুণধর। তাইত, তাহলে একটা বি পূর্ব্বক বহ্ ধাতু ঘঙ্—

চিত্রসেন। তা' যদি বিবাহ কর্‌তে চান, আমি গোটা দুই পাত্রী আপনার সমুখে হাজির কর্‌তে পারি। যেটী আপনার পছন্দ হ'বে আপনি বেছে নিতে পারেন।

গুণধর। বটে! বটে! তবে আসুন না। বৎস অনন্তপ্রসাদ! এখন হাড়কাঠ তোলো, আগে বিবাহ তারপর শিবত্ব প্রাপ্তি! আপনি আসুন—আসুন—অনন্তপ্রসাদ! তুমি শাঁক বাজাও—শাক বাজাও—

অনন্ত। আজ্ঞে শাঁকতো নেই—

গুণধর। উলু দাও না, শুভ কর্ম্মে উলু দাও না—কারণ, শিবোঽহং—শিবোঽহং—শিবোঽহং—

[স্ত্রী বেশে দুইজন নাগরিকের প্রবেশ]

চিত্রসেন। এই আপনার ক'নে হাজির।

গুণধর। আহা বটেই ত!

অনন্ত। মা ঠাকরুণেরা! পেন্নাম হইগো—

গুণধর। আহা নগরকোটাল মশাই! আপনি আমার ভয়ানক সুহৃদ্—পরম বন্ধু! আজ আমায় বড়ই উদ্ধার কল্লেন! তা বলি কি, এঁদের কা'র কিরূপ গুণ আছে?

চিত্রসেন। তা অবশ্যই জানতে পারবেন। আপনারা গুণের পরিচয় দিনত। হ্যাঁ, এঁদের একটু বিশেষত্ব এই এঁরা কথা ক'ন সুর ক'রে, আর নাচ্‌তে-নাচ্‌তে।

গুণধর। এঁ্যা বলেন কি? তাহলেত বড় মলায়েম দেখতে পাই! অনন্তপ্রসাদ—

চিত্রসেন। দিন আপনাদের পরিচয় দিন।

১ম সহঃ। আমায় গাঁজা দেবন ত?

চিত্রসেন। হ্যাঁ-হ্যাঁ দেবো! এঁরা একটু-আধটু গাঁজা খেয়ে থাকেন।

গুণধর। তা বেশত বেশত, শিবঠাকুরই বা তা'তে কোন্ পেছ-পাও?

২য় সহঃ। দেখো, শেষটা যেন শিবের জটা কেটে ব'লো না—এই তোমাদের গাঁজা, তখন ব'লে দিচ্ছি—

১ম সহঃ। হ্যাঁ সে কথা আগে বলাই ভাল—

গুণধর। আহা সুন্দরীরে ভাবছ কেন? আমি বস্তা-বস্তা গাঁজা কিনে দেবো। আমি এখন শিবত্ব লাভ করেছি। আমি যে কৈলাসধাম প্রস্তুত করাব দেখবে সেখানে গাঁজা সব চাইতে সস্তা করে দেবো। সব চাষ ফেলে গাঁজার চাষ আগে, সব খাওয়া ফেলে গাঁজা খাওয়া আগে—

অনন্ত। ও বাবা, তবে ত দেখছি আমি কেবল ঢাল-সাজাই করতে থাকব—কে জানে এ হতভাগা নন্দির অদৃষ্টে কি আছে!

সহচরদ্বয়। বলি শুনবে গা?

গুণধর। হ্যাঁ—হ্যাঁ শুনবো—

১ম সহঃ। গন্ধেশ্বরী নামটী আমার
গন্ধগোকুল বাপের নাম।
গন্ধবেণে জেতে আমি
কর্‌তুম আগে রামে-রাম॥

২য় সহঃ। দাস্ত বইতুম আগে আমি
স্বাস্থ্য গেল বিগড়ে তায়।
ব্যস্ত হয়ে তাইত আমি
হয়ে গেলুম সা' মশায়॥

গুণধর। ওহে কোটাল মশাই! দেখতে পাই—এদের গুণাগুণও জটীল আর পরিচয়ও জটীল। তা' দেখুন, এদের গুণাগুণতো আমি কিছুই বুঝলুম না। এইবার রূপ দেখে যা হয় একটা নিষ্পত্তি করা যাক।

চিত্রসেন। হ্যাঁ তাই ভাল, তবে আসুন, এই মুখ দেখুন—

গুণধর। ওরে বাপ্‌রে কি ভয়ানক ভৌতিক ব্যাপার।

অনন্ত। আজ্ঞে তার চাইতেও। ওরে বাবা—আমি পালাই—

চিত্রসেন। পালাবে কোথায়—দাঁড়াও—

১ম সহঃ। আমাদের গাঁজা?

২য় সহঃ। আমরা গাঁজা খাব।

গুণধর। আমি শিবত্ব চাই না কোটাল মশাই! এই বাঘছাল টাগ্‌ছাল সব ফেলে দিচ্ছি! আমি গেরুয়া প'রে ভিক্ষে ক'রব।

অনন্ত। আজ্ঞে এই নাকমলা, এই কাণমলা, এই দু'গালে দুই চড় দিয়ে বলছি—কোন্ শালা আর নন্দী হবে!

চিত্রসেন। দাও—নাকখৎ দাও!

গুণধর। দোহাই বাবা—আমায় বনবাস দাও, তবু আর আমি কোনো কথা কইব না।

অনন্ত। আমি পালাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আছি মশাই! আমার লোটা মশাই, কম্বল মশাই নিতে খালি বাকী আছে মশাই!

গুণধর। যান—আপনারা যান, ফটিকচাঁদকেও আপনারা নিয়ে যান, আমি ওকে তেজ্যপুত্তুর করলুম!

সহচরদ্বয়। তা'হলে আমরা গাঁজাও খাব—গুলিও খাব!

অনন্ত। দোহাই ঠাকুর মশাই! এখন আর গণ্ডগোল বাঁধিও না। ভালয় ভালয় মিটিয়ে নাও। নইলে তুমি গাঁজা আর আমি গুলি—

সহচরদ্বয়। হ্যাঁ—তাহ'লে গাঁজাও খাব গুলিও খাব—

গুণধর। তবে আর কি হবে—তোমরা যখন বলছ তখন ফটিকচাঁদ ঘরেই থাকুক। যান আপনারা যান—

চিত্রসেন। খবরদার, আর কখনও যেন এমন কাজ করো না। (সহচরদ্বয়ের প্রতি) এই এরাই তোমাদের রাক্ষস—বুঝলে?

১ম সহঃ। এই তালে দু'টো ঘুষি মেরে দোবো?

২য় সহঃ। সের—ঘুষির চাইতে বড় ভাল।

১ম সহঃ। ও—যেটা যখন সুবিধে হবে দিলেই হবে—নে'না লাগানা—

চিত্রসেন। ও কিহে চল—রাজা জানতে পারলে গর্দ্দানা নেবে জান ?

সহচরদ্বয়। নেবে নাকি ? তবে চল—

[নগর কোটাল ও সহচরদ্বয়ের প্রস্থান।

গুণধর। অনন্ত ! ওরা গেছে ?

অনন্ত। আজ্ঞে ঐ যে যাচ্ছে ; ইঁট ছুঁড়ে মারব ?

গুণধর। আরে না—না, তুমি দেউড়ীতে হুড়কো দাওত, ছোঁড়াটাকে ঘা কতক দিই। [প্রহারে উদ্যত]

ফটিক। ওগো বাবাগো খুন করলে গো—

গুণধর। আরে চুপ-চুপ-চুপ ! এই সর্ব্বনাশ করলে—

অনন্ত। যা-যা, বাড়ীর ভেতর যা—

ফটিক। তা যাচ্ছি, কিন্তু কেমন জব্দ— [প্রস্থান।

গুণধর। অনন্ত প্রসাদ ! আমি যে গুণধর সেই গুণধর !

অনন্ত। আজ্ঞে আমিও তাই।

গুণধর। চল বনবাসে যাই—অথবা ভিক্ষেয় বেরুই।

অনন্ত। তাও জুটলে হয় ; যে রকম কপাল দেখছি—

গুণধর। মোদ্দা—শিবো—না, আমি যে গুণধর সেই গুণধর—

দ্বৈত গীত :—

গুণধর। এই দিচ্ছি নাকে খৎ এই খাচ্ছি কসে কাণমলা।

অনন্ত। গুরু গিরি আর চেলা গিরি
করবে এবার কোন্ শালা॥

গুণধর। আমি ভেবেছিলুম শিবটি সেজে
আচ্ছা ক'সে মারব গাঁজায় দম,
ছানা মাখম-ঘি-দুধ কিছু
করবো গো হজম :—

অনন্ত। আমরাও তাই আশা ছিল
সে সব দফা রফা হ'ল,
(এখন) সাবেক দশা ফিরে এলো
এলো ঘুরে পেটের জ্বালা ॥

গুণধর। অতি বাড়ত ভাল নয়
গোল্লায় তাতে যেতে হয়,
ধরব চাঁদে বল্লে কিগো
মুঠোর মধ্যে ধরা যায় ;—

উভয়ে। ও ভাই যার কর্ম্ম তারে সাজে
অন্য লোকে লাঠি বাজে
ঘুরব না আর বাজে কাজে
(হব) কাজের কাজী এই বেলা ॥ [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

[অরণ্য]

[ধনুর্ব্বাণ হস্তে একলব্য]

একলব্য। রে দুরন্ত সারমেয় !
বড় বিঘ্ন কর্ত্তব্যে আমার !
যাও,—শরাঘাতে
স্বর-বদ্ধ হ'য়ে ভ্রম নিরন্তর। [শরত্যাগ]

[মঞ্জরীর প্রবেশ]

মঞ্জরী। আহা, কি পাষাণ তুমি একলব্য ?
ক্ষুদ্র ঐ অবোধ সারমেয়
ত্রাস্ত প্রাণে আপনার মনে
স্বদলে ডাকিয়া উচ্চরবে

ঘোষণা করিতেছিল ভীতি বার্ত্তা তার,
তীক্ষ্ণ শরে তুমি
স্বর-নির্গমন-পথে তার
দিলে বাধা অকারণ ?

একলব্য আমার কি দোষ দেবি ?
সারমেয়-কোলাহলে
চিত্তস্থৈর্য্য হারাইনু যেন ;
সে স্বর বজ্রের নিনাদ বলি'
হ'ল অনুমান,—
ধনুঃশর লয়ে তাই
ধাইনু পশ্চাতে তার ;
অনিচ্ছায় কণ্ঠস্বর লইনু কাড়িয়া
খরশরাঘাতে।
প্রাণহীন করি নাই তারে দেবি।
মাত্র স্বর বন্ধ করিয়াছি তার।

মঞ্জরী। [স্বগতঃ] জাননা অবোধ !
সেই সঙ্গে ভাগ্যসূত্রে গেঁথে দিলে
সিদ্ধি-মুক্তি মণিমুক্তা যত।
নিজ শরাঘাতে অজ্ঞাতে তোমার
সিদ্ধিপথ হ'ল পরিষ্কৃত।

[চিত্রসেন ও সহচরদ্বয়ের প্রবেশ]

১ম সহঃ। কোটালভাই—ঐ ছোঁড়াটা—ঐ ছোঁড়াটা, আমি দেখেছি :

চিত্রসেন। ঐ কুটীরের পার্শ্বে দ্রোণাচার্য্যের পাষাণ মূর্ত্তি কি তোমারই প্রতিষ্ঠিত ?

মঞ্জরী। হ্যাঁ—আপনার তা জানবার প্রয়োজন ?

চিত্রসেন। [স্বগতঃ] একি, আবার সেই মায়াবিনী ? কি ভুবন মোহিনী রূপ ! কিন্তু এর কথা শুনে আজ সিংহের হুঙ্কার মনে হয় কেন ? উন্নত শির লজ্জায় নুয়ে পড়ে কেন ?

মঞ্জরী। কি চুপ কর্‌লেন যে ? কথার উত্তর দিন !

চিত্রসেন। আমি ঐ প্রস্তর মূর্ত্তি নদীগর্ভে ডুবিয়ে দিতে চাই।

মঞ্জরী। ব্রহ্মহত্যা ক'র্‌বেন ?

চিত্রসেন। একে ব্রহ্মহত্যা বলে না। ব্রাহ্মণের প্রতিমূর্ত্তি চূর্ণ করা বা তা'কে নদীগর্ভে ডুবিয়ে দেওয়ার নাম ব্রহ্মহত্যা নয়। শোনো আমার আদেশ ব্যতীত নগরে বা নগরের পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্যের মধ্যে কোন দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ নীতি বিরুদ্ধ, এর অন্যথা হ'লে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হ'তে হ'বে।

১ম সহঃ। ও কোটাল ভাই ! তুমিত বড় ঝগড়াটে দেখ্‌তে পাই।

২য় সহঃ। হ্যাঁ যেখানে যাবে একটা গণ্ডগোল না বাঁধিয়ে ছাড়বে না।

১ম সহঃ। ঐ জন্যেইত আমাদের ভয় করে !

মঞ্জরী। আপনি অবিলম্বে এস্থান পরিত্যাগ করুন।

চিত্রসেন। কার আদেশে ?

মঞ্জরী। আমাব।

চিত্রসেন। একটা নারীর কথায় ? [সহচরদ্বয়ের প্রতি] শৃঙ্খল কৈ দাও—এই পাপমতি মায়াবিনীকে আমিই স্বহস্তে বন্ধন করে রাজ সভায় নিয়ে যাব— [বন্ধনের উদ্যোগ]

[সহসা নিরঞ্জনের প্রবেশ]

গীত :—

ওকে বাঁধ্‌তে কে পারে।

ও বাঁধা যদি না পড়ে গো

নিজে সাধ ক'রে ॥

মহিষাসুর বেঁধে ছিল
তারা নামে পাগল হ'ল
আবার নেশার ঘোরে বিগড়ে গেল
পুড়ে কাম শরে ॥

চিত্রসেন। সহচরগণ! তোমরা দেখছ কি? এই পাগলটাকে হত্যা কর; কিংবা সামর্থ্য থাকে বন্ধন ক'রে একেও রাজ দরবারে নিয়ে চল, সেইখানে এর বিচার হ'বে।

নিরঞ্জনের গীত :—

বিচারটা কি করতে হ'বে
সেইটে আগে রাখ ভেবে,
নইলে জেরায় বিষম জব্দ হবে
প'ড়বে গো ফেরে।

চিত্রসেন। সেটা বিচারালয়েই দেখতে পাবে। আমি যে রাজ দরবারে এই সংবাদটা নিয়ে যাব তার আর কোন ভুল নেই; কারণ এখন দেখ্‌ছি তোমরা ক'জন মিলে রাজ্যটাকে শ্মশান করবার মনস্থ করেছ। একটা রাক্ষসী, একটা অসভ্য বন্য'বালক, আর একটা উন্মাদ!

নিরঞ্জনের গীত :—

যায়না চেনা চোখের দেখায়—
মনের দেখায় চিন্‌তে হয়,
বন্য জাতি পাগল কে হয়—
বোঝো ঠিক করে।

চিত্রসেন। তোমরা ভাল চাও ত এখন সেই পাষাণ মূর্ত্তি উঠিয়ে নিয়ে অন্য কোথাও যাও, নইলে বিপদের সম্ভাবনা।

মঞ্জরী। বিপদ আমাদের কিছু হ'বে না—বিপদ আপনারই।

চিত্রসেন। চুপ কর নির্লজ্জা নারি! বিপদ কার এখন বুঝবে কি?

যখন বিচারালয়ে উপস্থিত হ'বে তখন বুঝবে। এই উন্মাদের আর এই বালকের যাবজ্জীবন কারাবাস, আর তোমায় আমার অঙ্কলক্ষ্মী হ'তে হবে—

একলব্য। মঞ্জরি—মা! তোর অপমান সহ্য ক'রব? বল্ মা—আদেশ কর—

নিরঞ্জনের গীত :—

আদেশ কি আর করবে তোমায়
উড়িয়ে দাওনা এমন কথায়,
কয়লার ময়লা ধুলে কি যায়
সারাদিন ধরে ॥ [প্রস্থান।

১ম সহঃ। এ কোটাল ভাই! তোমায় কয়লা বলে গেল, আরে ছ্যাঃ! তুমি ঝগড়া করেইত সব মাটী কর, আমাদেরও অপমান ক'রবে আর নিজেও অপমান হ'বে।

চিত্রসেন। তোমরা মূর্খ!

১ম সহঃ। সে আর একবার ব'লতে! আমরা এগুই—তুমি এস—

২য় সহঃ। বেরুবার সময় দুর্গা নাম ক'রেইত সব মাটী হ'ল! চল—এইবারা কুঁচে-কচ্ছপ কুঁচে-কচ্ছপ বলতে বলতে যাই—

[সহচরদ্বয়ের প্রস্থান।

চিত্রসেন। তা'হলে তোমরা প্রস্তর মূর্ত্তি তুলতে প্রস্তুত নও—কেমন?

মঞ্জরী। না—

চিত্রসেন। তাহলে রাজদণ্ড নিতে প্রস্তুত?

মঞ্জরী। প্রস্তুত!

চিত্রসেন। তবে শৃঙ্খলিত হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক।

একলব্য। রাজপুরুষ! ভুলের বশে রাজ্যবাসীর কাছে রাজাকে এমন হীনপুরুষ সাজিও না! রাজা মঙ্গলময়, রাজা কৃপাময়, রাজা দেবতা স্বরূপ! রাজ্যের একটা নির্জ্জন পরিত্যক্ত স্থানে একজন নির্ব্বিরোধ নিরীহ নিষাদ-

নন্দন যদি তার গুরুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে অতি গুপ্তভাবে একটু সন্তুষ্ট থাকতে চায়, রাজপুরুষ হয়ে আপনার কি তাতে বাধা দেওয়া উচিত ? রাজা এমন নির্দ্দয় ন'ন, এমন অবোধ ন'ন, যে আমার এত সাধের এই প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ তিনি নদীগর্ভে ভাসিয়ে দেবেন। আমি স্থির বলছি—আপনি যদি প্রকাশ্য বিচারালয়ে আমাদের অভিযুক্ত করেন, তাহ'লে পুণ্যাত্মা আদর্শ রাজার আদর্শ বিচারে আপনিই দণ্ডিত হবেন ; আপনারই মস্তক মাটীতে লুটিয়ে পড়বে, দণ্ডের ভয়ে আপনিই হয়তো রাজার সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়াবেন। রাজপুরুষ ! আমায় মার্জ্জনা করুন, কৃপা করে আমায় ব্রত উদ্‌যাপন কর্‌তে দিন !

চিত্রসেন। এই যে দিচ্ছি ! অপেক্ষা কর। সুন্দরী ! না, আচ্ছা থাক্

[প্রস্থান।

একলব্য। তুমি কি বল মঞ্জরী ? রাজা কি দয়াবান ন'ন ? রাজা কি দেবতা ন'ন ? রাজা কি প্রজার মা-বাপ ন'ন ? তাতো নয়, রাজ্যবাসীর চিন্তায় অহোরাত্র যিনি চিন্তিত, প্রজার মঙ্গলের জন্য শত্রুর বিপক্ষে যিনি অসি ধ'রে দাঁড়াতে পারেন, প্রজার বিলাস ভোগের জন্য যে রাজা নিজের সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত কর্‌তে প্রাণপণ চেষ্টা করেন, প্রজার কষ্ট দূরীকরণের জন্য যে রাজা শত সহস্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত রেখেছেন, সবলের হাত থেকে দুর্ব্বলকে রক্ষা করবার জন্য যে রাজা অস্ত্রের বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রেখেছেন, একটা নির্ব্বিরোধ ব্যাধের সন্তানকে সেই রাজা বিনা বিচারে শাস্তি দেবেন ? তাহ্‌লে ত জগৎ তাঁকে ধরণীপালক ব'লবে না—বিচারক বলবে না—ত্রাণ কর্ত্তা দেবতা বলবে না !

মঞ্জরী। তা নয় একলব্য ! দেবতা রাজাকে দেবতা করেই পাঠিয়েছেন ; নরকুলে রাজাই নরশ্রেষ্ঠ, রাজাই দেবতা—

[হিরণ্যধনুর প্রবেশ]

হিরণ্য। দেবতা ! দেবতা ! ডাক্ তোর দেবতাকে ! আমি সেই

দেবতার কাছে বিচার চাইব ; দেখব—সে কেমন বিচার করে, দেখব—যে আমায় অন্ধ করেছে সে কেমন শাস্তি পায়, যে আমায় মর্‌তে না দিয়ে জোর ক'রে বাঁচিয়ে রেখেছে, দেখব—সে কতখানি পাষাণ ; ডাক তোর দেবতাকে, আমি বিচার চাই—

একলব্য। কে—পিতা ?

মঞ্জরী। হ্যাঁ একলব্য ! তুমি চোখ ফিরিয়ে নাও—

একলব্য। পিতা অন্ধ ?

মঞ্জরী। হ্যাঁ অন্ধ, আমার কথা শোনো—লক্ষ্য ফিরিয়ে নাও !

একলব্য। তুমিত কম পাষাণী নও মঞ্জরী ! দেবি ! দেবি ! কে আমার পিতাকে অন্ধ করেছে বল, আমি এই মুহূর্ত্তে স্বহস্তে তার চক্ষু উপ্‌ড়ে এনে আমার স্নেহময় পিতার চক্ষু দান ক'রব।

হিরণ্য। বড় কঠিন একলব্য বড় কঠিন ! মঞ্জরীকে মানুষ করেছিলুম, সে আমায় বেশ প্রতিদান দিয়েছে। পুত্রকে স্পর্শ কর্‌লে পিতা অন্ধত্ব প্রাপ্ত হ'বে, তাই হয়েছি, এক কথায় অন্ধ হয়েছি। আমার পালিতা কন্যা কিনা—তাই সে অন্নদাতার চোখের সাম্‌নে থেকে আলো কেড়ে নিয়ে একটা অন্ধকারময় নরকে ফেলে দিয়েছে। কৈ—কে এব বিচার ক'রবে করুক না ! দেবতা বিচার করবে ? ওঃ, ঢের দেখেছি—

একলব্য। মঞ্জরি—মঞ্জরি !

দেবীজ্ঞানে আজীবন পূজেছি তোমায়,
দেবীজ্ঞানে কায়মন দিছি তব পায়,
মাতৃজ্ঞানে তোমা—
মাতৃহারা আমি ভুলেছি জননী মোর,
তাই কিগো শত্রুতা সাধিলে ?
নিঠুরা হইয়ে পিতার আমার
চক্ষুরত্ন করিলে হরণ ?

ধন্য তুমি মায়াবিনী !
ধন্য তব কৃপা বিতরণ—অপার করুণা তব !
ভাল, পিতা যদি চক্ষুহারা মোর,
দেখ তবে লীলাময়ি দৃশ্য ভয়ঙ্কর !
দেখ—দেখগো পাষাণি ! তোমারই সম্মুখে
এই দণ্ডে তীক্ষ্ণ শরাঘাতে
সন্তাপিত প্রাণ মোর দিব বিসর্জ্জন !

(আত্মহত্যায় উদ্যত ও ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ও বাধা দান)

শ্রীকৃষ্ণ। এ কি ক'রছ ভাই ? নিজের হাতে নিজের সুকোমল বক্ষ বিদ্ধ ক'রছ ? কোরোনা—কোরোনা, বড় যন্ত্রণা—বড় যন্ত্রণা ! এতে তোমার মৃত্যুও না হ'তে পারে, কেবল বুকে একটা দাগ থেকে যাবে। জীবন যদি থাকবার হয় তবে ব্রহ্মাস্ত্রও তার কোনো অনিষ্ট করতে পারে না, তীব্র কালকূট পানেও তার জীবলীলা সাঙ্গ হয় না। তার সাক্ষী এই আমি, বুক পেতে ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাত সহ্য করেছিলুম, তার ফলে কেবল বুকের মাঝে একটা নিদর্শন মাত্র বিদ্যমান ; আর একজন পাগল আমারই সাম্‌নে সাধ ক'রে আকণ্ঠ বিষ পান করেছিল ; একটু তার যন্ত্রণা হয়েছিল মাত্র ; কিন্তু সে আজও মরেনি ; কেবল চিহ্ন স্বরূপ তার কণ্ঠে বিষের একটু নীলবর্ণ দাগ থেকে গেছে।

একলব্য। আপনি কে সদাশয় ? আপনি বড় সুন্দর ! বলতে পারেন, কাঙালের এত শাস্তি কেন ?

হিরণ্য। কে ? কেউ একজন বিচারক এসেছে বুঝি ? দাঁড়াও—দাঁড়াও সব কথাগুলো আমি মনে করি, ঠিক গুছিয়ে ব'লছি দাঁড়াও ! আচ্ছা ব'লতে পার বিচারক—কোন পাপে আমার এই শাস্তি ? অনেককে

জিজ্ঞাসা করেছি; কেউ বলে গুরু পাপের এই গুরুদণ্ড, কেউ বলে পূর্ব্ব-জন্মের প্রাক্তন না কি ঐ রকম একটা; বনের গাছ পালা-গুলোকে জিজ্ঞাসা করেছি তারা কেবল সোঁ-সোঁ ক'রে গম্ভীর শব্দ করে; মনে হয় যেন বিদ্রূপের বিকট হাস্য! তারা ঠিক বলতে পারে না, তুমি বলত বিচারক—হ্যাঁ-হ্যাঁ—আবার একজন সাক্ষী চাই—কেমন? দাঁড়াও—দাঁড়াও—আমি সাক্ষী খুঁজে দেখছি—সাক্ষী খুঁজে দেখছি— [ধীরে ধীরে প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। কি হয়েছে? তুমি আত্মহত্যা কর্‌ছিলে কেন?

একলব্য। চোখের সামনে পিতা অন্ধ, সে দৃশ্য কি পুত্র দেখতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণ। এই কথা? উনি তোমার পিতা? তাই তুমি আত্মহত্যা কর্‌ছিলে? এস আমার সঙ্গে! এই বনেই এমন একটা লতা পাওয়া যায় যে তোমার পিতার চক্ষে স্পর্শ করাবা মাত্রেই তৎক্ষণাৎ তোমার পিতা চক্ষু ফিরিয়ে পাবেন।

একলব্য। আছে—আছে? যদি তাই কর চির জীবন আমি তোমার কেনা হয়ে থাকব।

শ্রীকৃষ্ণ। দেখবে এস—আমার সঙ্গে এস!

[হিরণ্যধনুর পুনঃ প্রবেশ]

হিরণ্য। এ আবার কি জঞ্জাল? একলব্য! দেখত বাবা! পায়ে আমার কি একটা জড়িয়ে গেছে দেখত! তোর বিচারকের কাছে সূক্ষ্ম বিচার পাবার জন্য একটা সাক্ষী খুঁজতে গেছলুম! তা সাক্ষী কি আমার পায়ে এসে জড়িয়ে ধরেছে? কই বাবা বিচারক! তুমিত আছ? যা হয় একটা শলা ঠাওরাও-না বাবা! আমার যা-হয় একটা বিচার করে দাওনা বাবা!

শ্রীকৃষ্ণ। স্থির হও নিষাদ! একলব্য! এই সেই লতা। শীঘ্র তোমার পিতার চক্ষে স্পর্শ করিয়ে দাও—

[একলব্যের তথাকরণ ও হিরণ্যধনুর চক্ষু প্রাপ্তি]

হিরণ্য। এ কি—এ কি! আর ত অন্ধকার নেই, আর ত অন্ধকার নেই! আবার আলো ফিরে এসেছে, চোখের সাম্‌নে আবার একটা আলোর বন্যা ছুটে চলেছে! উঃ, এত আলো? একলব্য জগতে এত আলো?

একলব্য। বাবা—বাবা— [আলিঙ্গন]

হিরণ্য। এসতো বিচারক—এগিয়ে এসতো! এইবার ভাল ক'রে আমার বিচারটা ক'রে দাওতো!

শ্রীকৃষ্ণ। যখন চক্ষু ফিরে পেয়েছ তখন ত চূড়ান্ত বিচার হ'য়ে গেছে নিষাদ!

হিরণ্য। হ্যাঁ-হ্যাঁ—চূড়ান্ত বিচার হ'য়ে গেছে। তা তুমি কে বাবা? আমার মাথাটা তোমার পায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ছে কেন বাবা?

শ্রীকৃষ্ণ। কে আর আমি—কে আর আমি? নিষাদ! আমায় যেমন দেখছ আমি তেমনি, তা ছাড়া আমি অন্য কিছুই নয়। [দ্রুত প্রস্থান।

হিরণ্য। তাইত চলে গেল—এমন বিচারক এত শীগ্‌গীর চ'লে গেল?

একলব্য। যাবে কোথায় বাবা? ধরবো—যেমন ক'রে হোক্ তাকে ধরবো— [দ্রুত প্রস্থান।

হিরণ্য। নিশ্চয়, যাবে কোথা? পিতা পুত্রের সম্মিলিত চেষ্টায় নিশ্চয় সে ধরা প'ড়বে—নিশ্চয় সে ধরা পড়বে— [দ্রুত প্রস্থান।

মঞ্জরী। ভাগ্যবান নিষাদ-নন্দন!
ভক্তি ছিল বাঁধা তোর পাশে,
তাই ভক্তি-প্রাণ পীতবাস আজি
ছদ্মবেশে দেখা দিয়ে তোরে
রাখিল জীবন তোর—
দিল ফিরে পিতার নয়ন।

নিরদবরণ নহে সামান্য কখনো,—
ভুবন পাবন তিনি,—
ভক্তি তাঁর চরণের দাসী,
ভক্তি ভরে নমে ভক্তি নিত্য তার পায় [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

[শিবির]

দ্রোণাচার্য্য

দ্রোণ। বর্ষার সমুদ্র পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গ তুলে বণরঙ্গিণীর মত দু'কূল ভঙ্গ ক'রে কাউকে যেমন আক্রমণ করবার জন্য ছুটে যায়, দূর হ'তে তেমনি একটা আতঙ্কের জমাট স্তূপ আমায় নিষ্পেষিত করে' ধ্বংস করবার জন্য পবনগতিতে উড়ে আসছে। ওঃ, এ যুদ্ধের পরিণাম কি তা জানিনা, উৎকণ্ঠায় আমার প্রাণ কণ্ঠাগত। ভাবছি জয় না পরাজয়! যদি পরাজয় হয় তবে দ্রোণাচার্য্য! রসাতলের আরও কোন নিম্নস্তরই তোমার উপযুক্ত বাসস্থান! আর যদি জয় হয় তাহ'লে দ্রোণাচার্য্য—

[শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ]

শ্রীকৃষ্ণ। তাহ'লে স্বর্গের আরও উপরে আর একটী নবস্বর্গ সৃজন ক'রে সেইখানে বসবাস করবেন—কেমন?

দ্রোণ। হুঁ—(স্বগতঃ) এসেছ বাসুদেব? জানিনা তুমি কি বেশে এসেছ—জানিনা তুমি কি ছলে এসেছ; জানিনা তুমি শান্তিবারি এনেছ কি বিষের আগুন এনেছ? যে ভাবেই এস হরি—মনে মনে তোমার শ্রীচরণোদ্দেশে আমি সহস্র কোটী প্রণাম করি!

শ্রীকৃষ্ণ। ইস্ একজনকে একটা কথা বোলে আস্তে ভুলে গেছি। থাক্‌গে এইখান থেকেই বলি,—তা'র জয় হোক—তা'র মঙ্গল হোক—

দ্রোণ তুমি কে যুবক ? আমি তোমায় যেন চিন্‌তে পারছি !

শ্রীকৃষ্ণ। আজ্ঞে হ্যাঁ—প্রণাম ! আমিও আপনাকে চিন্‌তে পার্‌ছি।

দ্রোণ। আচ্ছা শোনো, তোমায় একটা কথা বলি—

শ্রীকৃষ্ণ। মাপ করবেন, এখন আমি কোনো কথাই শুন্‌তে পারব না ! এই আমি রণক্ষেত্র থেকে আসছি ; আমার মনের অবস্থা এখন ভাল নয়। আপনার কোনো কথা আমি মনে রাখতে পারব না।

দ্রোণ। রণক্ষেত্র ? তুমি দেখেছ যুবক ? সেখানকার একটু সংবাদ বোলে আমার দারুণ উৎকণ্ঠা দূর কর্‌তে পার ? বলতে পার যুবক—যুদ্ধে জয়ের আশা কা'দের ?

শ্রীকৃষ্ণ। জয় পরাজয়ত হ'য়ে গেছে—যুদ্ধ ত শেষ হ'য়ে গেছে।

দ্রোণ। যুদ্ধ শেষ ? জিতলে কে যুবক ?

শ্রীকৃষ্ণ। তা ঠিক বোল্‌তে পারি না। তবে দেখে এলুম, একদল—যারা জয়লাভ করেছে, তারা খুব উল্লাস কর্‌তে কর্‌তে ঘরে ফিরছে—আর একদল, যারা পরাজিত—তারা ঘাড় হেঁট ক'রে মাটীর সঙ্গে মিশে সেইখানে ব'সে তা'দের দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা কর্‌ছে।

দ্রোণ। যারা উল্লাস কর্‌তে কর্‌তে ঘরে ফিরছে তারা কে জান ?

শ্রীকৃষ্ণ। তা ঠিক জানি না—

[নেপথ্যে কৌরব-পাণ্ডবগণ—"জয় গুরু দ্রোণাচার্য্যের জয়—জয় গুরু দ্রোণাচার্য্যের জয়"]

দ্রোণ। যুবক ! একটা কোলাহল শুনতে পাচ্ছ ?

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ—ব'লছে—"জয় গুরু দ্রোণাচার্য্যের জয়।"

দ্রোণ। ব'লছে—ঠিক শুনেছ ?

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ ঐ রকমইত শুনলুম—আচ্ছা আমি এগিয়ে দেখছি—

[প্রস্থান।

দ্রোণ। সুন্দর - বড় সুন্দর ! কিন্তু বাসুদেব ! আমার প্রতি তোমার

অসীম করুণা যদি, আমার মঙ্গল বিধান করা তোমার উদ্দেশ্য যদি, আমার আশার তৃপ্তি সাধন করতে তুমি সিদ্ধ হস্ত যদি, তবে এত গোপনে কেন বাসুদেব ? কাছে এসেও ধরা দাও না ? শ্রীচরণে অঞ্জলী দেবার সময় শ্রীপাদ যুগল সহসা সরিয়ে নাও কেন ? বুঝেছি দেব ! আমি অপবিত্র, তাই তোমার পবিত্র বেশ নিয়ে আমার কাছে আসতে তুমি এত কৃপণতা কর ; কিন্তু সে দোষত আমার নয় হরি ! তুমি ইচ্ছা করলে আমায় পবিত্র করতে পার—আবার অপবিত্র করতেও পার ; দেবতা সাজাতে পার আবার পিশাচ সাজাতে পার ; এ হৃদয়ে স্বর্গের স্নিগ্ধ আলোক ফোটাতে পার আবার তাকে যন্ত্রণাময় নরকের গভীরতম অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখতে পার—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ,
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ,
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

[দুর্য্যোধন, অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামার প্রবেশ]

সকলে। জয় গুরু দ্রোণাচার্য্যের জয় !

অর্জ্জুন। গুরুদেব ! দ্রুপদ রাজা পরাজিত।

দ্রোণ। পরাজিত ? তবে এনেছ ? দ্রুপদরাজার মুণ্ড এনেছ ? রাখ—রাখ—এই তাম্রপাত্রে রাখ ! হাঃ হাঃ হাঃ, গর্ব্বিত দ্রুপদ ! দেখছ অর্জ্জুন ! ঐ ছিন্ন মুণ্ডের স্থির নয়নে কেমন কাতর করুণা ভিক্ষা মাখান রয়েছে ? কেমন অপরাধ স্বীকারের সমস্ত আগ্রহ চোখে ফুটে বেরুচ্ছে দেখছ ?

অর্জ্জুন। কৈ গুরুদেব—ছিন্নমুণ্ড কোথা ? দ্রুপদরাজা পরাজিত হয়ে আমাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছেন ; আমরাত তাঁকে হত্যা করিনি !

দ্রোণ। মিথ্যা বলোনা অর্জ্জুন ! ঐতো তোমার হস্তে দ্রুপদের ছিন্ন শির দোদুল্যমান !

অর্জ্জুন। কৈ দেব—এইতো আমার শূন্য হস্ত !

দ্রোণ। কৈ দেখি ! এঁ্যা, তাইত ! তবে কি দ্রুপদ এখনও জীবিত ?

অর্জ্জুন। হঁ্যা দেব ! দ্রুপদ রাজা জীবিত ; কিন্তু পরাজিত। তিনি আমাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছেন।

দ্রোণ। সন্ধি ! সন্ধি ! সন্ধিতে বিশেষ কি হ'বে ? সেটাত মন্দের ভাল !

অশ্ব। আর ও কথা ভাববেন না পিতা ! দিবারাত্র দ্রুপদের কথা ভেবে ভেবে এখন আপনি তার ছিন্নশির সম্মুখে দেখছেন ! একটু প্রকৃতিস্থ হোন পিতা !

দ্রোণ। প্রকৃতিস্থ হ'তে ব'লছ ? এইবার প্রকৃতিস্থ হ'ব বাবা ! দ্রুপদ পরাজিত হয়েছে, এইবার প্রকৃতিস্থ হ'ব।

দুর্য্যোধন। একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখুন ! একটা সারমেয়র মুখাগ্রভাগে কিরূপ কৌশলের সহিত কে শর বিদ্ধ করেছে দেখুন—

দ্রোণ। এঁ্যা তাইত ! একটা অদ্ভুত দৃশ্য ! দেখছি—সারমেয়ের স্বধু স্বর বন্ধ করাই তা'র উদ্দেশ্য ! যাও—যাও, তোমরা ঐ সারমেয়ের অনুসরণ কর, ওকে ধরবার চেষ্টা কর। [দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান] গুরু ভার্গব ব'লেছিলেন—এ অস্ত্রের সন্ধান আমি ভিন্ন জগতের কেউ জানে না ! সেটা কি তবে মিথ্যায় পরিণত হ'ল ? নারায়ণ ভার্গবের কথা মিথ্যা হ'বে ? না—না, গুরুর প্রতি সন্দেহ মহাপাপ ! প্রকৃতই অস্ত্র-ব্যবসায়ী, প্রকৃতই কৌশলী সে— [প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

[তপবন]

[ঋষিগণ ও ঋষিকুমারগণ]

ঋষিকুমারগণের গীত ঃ—

পুণ্য কুসুম পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটেছে কুঞ্জ মাঝে।
পুণ্য আকাশে তপন বিকাশে পুণ্য চন্দ্র রাজে ॥
প্রবাহিনী তুলিয়া সুতান
নীরবতা ভাঙ্গি গাহে বিভুগান
চলেছে ছুটিয়া পুলকে মাতিয়া আপন পুণ্য কাজে
পুণ্যময় মলয় পবন
সম ভাবে হেথা বহে অনুক্ষণ
পুণ্য করমে পুণ্য হৃদয়ে সেজেছে পুণ্য সাজে ॥

[বলরাম ও রেবতীর প্রবেশ]

বলরাম। দিওনা বিরাম—দিওনা বিরাম—
প্রেমোন্মত্ত তাপস তোমরা !
হরিপ্রেমে হয়ে আত্মহারা
অবিরাম হরিনামে পূরাও ভুবন !
আহা সে নামের দিতে নারি সীমা।
দেখহে তাপসগণ !
সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা পরশি'
হাসিছে কুসুম দল—ঢালিতেছে সুধা ;—

বুঝি নন্দনের পারিজাত
হেন শোভা কভু নাহি ধরে।
ওই দেখ তটিনীর জল ঢল ঢল আনন্দে বিকল ;
দূরে রজত প্রপাত সম
উন্মাদিনী নির্ঝরিণী ওই
কল কল রবে গাহে হরিনাম ;
সেই প্রেম গান পঞ্চমে তুলিয়া তান
শাখী শিরে বসি' গাহিছে বিহঙ্গকুল !
মরি মরি কিবা স্থন্দর মুরতি ধরেছে কানন !

রেবতী। দেখ—দেখ আর্য্য !
ভয়ঙ্করী রাক্ষসী মূরতি এক
পশ্চাতে দাঁড়ায়ে মোর—
অট্টহাসি হাসে বার বার !
উঃ কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য !—

বলরাম। একি কথা কহ প্রাণেশ্বরি ?
রাক্ষসী ? রাক্ষসী কোথা সতি ?
হের শান্তিময় তপোবন—
শান্তি প্রস্রবণ
ছুটিতেছে অবিশ্রান্ত হেথা।

রেবতী। ঐ দেখ—গিয়াছে রাক্ষসী ঐ
ধ্যানমগ্ন ঋষির সকাশে !
রক্ষা কর—রক্ষা কর তাঁরে ;
হের, কেশে ধরি'
কি নির্ম্মম অত্যাচারে
ধ্যানভঙ্গ করিছে ঋষির !

বলরাম। মিছে নয়!

সত্য যেন রাক্ষসী মূর্তি এক—

না—না, একি দৃষ্টি ধাঁধা!

চল যাই তাপস সমীপে। [উভয়ের প্রস্থান।

ঋষিকুমারগণের গীত :—

পুণ্য কুসুম পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটেছে কুঞ্জ মাঝে।

পুণ্য আকাশে তপন বিকাশে পুণ্য চন্দ্র রাজে॥

[সহসা নেপথ্যে কোলাহল—"হায় হায় সর্বনাশ হ'ল—ব্রহ্মহত্যা—ব্রহ্মহত্যা"]

ঋষিগণ। ভয় নাই—ভয় নাই— [প্রস্থানোদ্যোগ।

[রক্তাক্ত হস্তে ছিন্নমুণ্ড লইয়া বলরাম ও রেবতী]

বলরাম। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও রেবতী—আমি হস্ত প্রক্ষালন ক'রে আসি—

১ম ঋষি। একি রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড? এ যে দেখ্‌ছি মহর্ষি সৌতির মুণ্ড! তবে আপনিই ব্রহ্মহত্যা করেছেন?

বলদেব। হ্যাঁ তাপস! আমিই ব্রহ্মহত্যা করেছি! এই যে দেখুন না, আমার হাতে এখনও রক্ত লেগে রয়েছে; আর এই যে হলের ফলকেও—কিন্তু আমার দোষ নেই জানবেন! দোষ থাকৃত—মুনি যদি উচ্চহৃদয় হতেন। সৌতি অপেক্ষা আপনাদের আমি অনেক উচ্চে স্থান দিই। ঐ সুকুমার বালকগুলিও সৌতি অপেক্ষা অনেক ধর্ম্মপরায়ণ! এতদূর অধর্ম্মাচারী যে, সে আজ আমায় চিনতে পার্‌লেনা? আমায় দেখে আপনারা সসম্মানে উঠে দাঁড়ালেন—আর সেই আত্মাভিমানী নারকী নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির মত ব'সে রইল! যেমন কর্ম্ম তার উপযুক্ত প্রতিফল হয়েছে। সেই মুহূর্ত্তে পাপীর জীবন নাশ করিছি। এই তার মুণ্ড! [মুণ্ড নিক্ষেপ।

১ম ঋষি। একি! এত অত্যাচার—

নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণ প্রতি !
নির্ব্বিবাদী বিলাস-বিভব ত্যাগী,
ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মের সেবক
নির্জ্জন অরণ্যে আসি,' হিংসা ভুলি'
আত্মবৎ দেখি' সর্ব্বজীবে,
শাস্ত্র চর্চ্চা লয়ে উন্মত্ত হইয়ে
বিশ্বপতি হরিপ্রেমে হয়ে আত্মহারা
জীবের মঙ্গল হেতু ধ্যানে নিমগন,
তুমি তাঁর প্রাণ-হন্তা দেব ?
জ্ঞানাতীত তোমার যে জন,
তুমি যা'র প্রেমের ভিখারী—
ভক্তে তার নাশিলে পলকে ?
কি কহিব,—তপোবনে
প্রাণশূন্য করিয়াছ আজ !
ওই দেখ—
ফেলে দেয় তরুবর ফলিত কুসুম,
নির্ঝরিণী শব্দহীন গতিহীন এবে,
স্তব্ধপ্রায় হয় সমীরণ,
শ্বাপদনিচয়—
হিংসা বশে ক্ষুধায় ব্যাকুল,
তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণ সকলে
জলে হিংসানলে—
হিংসাবৃত্তি দেখিয়া তোমার !
দেবতা ! দেবতা !
নিজহস্তে জ্বালিয়াছ প্রচণ্ড অনল—

সে অনলে দগ্ধ হ'বে তুমি !
ঐ দেখ—ঐ দেখ—শূন্য নীলিমায়
ধ্যানমগ্ন তাপসের ছিন্ন মুণ্ড মাঝে
মুদিত নয়ন খুলিল সহসা ;
হের ওই যুগল নয়ন হ'তে
ধ্বংসকারী প্রচণ্ড অনল
আসিছে ছুটিয়া গ্রাসিতে তোমায়।
দেবতা ! ঐ তীব্র অনলের সনে
ধর শিরে—
শুষ্কপ্রাণ তাপসের তীব্র অভিশাপ !

বলদেব। একি—একি চক্রধারী ?
একি হে বিধান তব ?
অভিশাপ ? ব্রাহ্মণের অভিশাপ ?
সে কি কৃষ্ণ ? আমি যে অগ্রজ তোর !
অভিশাপ !! সেওত তোরই চক্রাধীন।
তুই কি পারিস তোর অগ্রজে শাসিতে ?
অথবা সকলই সম্ভবে তোরে—
কর্ম্মফলে সকলি সম্ভব !
জগত মাঝারে
নিজে তা'র দিলি পরিচয় !
ত্রেতাযুগে রামরূপ ধরি'
কপিশ্রেষ্ঠ বালিরে বধিয়া
স্বেচ্ছায় ধরিলে শিরে
পত্নীতার—তারার সে তীব্র অভিশাপ ;—
ফল তার জানকী বর্জ্জন !

হায় কর্ম্মফল কৃষ্ণে যদি গ্রাসে,
তবে আমার কি আছে পরিত্রাণ ?
না—না, কৃষ্ণে ক'ব
মার্জ্জনা করিতে মোরে— [প্রস্থানোদ্যোগ।

১ম ঋষি। মার্জ্জনা ? ব্রহ্মহত্যার নাহিক মার্জ্জনা।
অগ্রজ বলিয়ে
কৃষ্ণ তোমা' ক্ষমিবে না কভু !
আর এই শুষ্কপ্রাণ—
বনফল ভোজী বনবাসী আমি,
আমিও না ক্ষমিব তোমায়'—
শুন ওহে কৃষ্ণদ্বেষী, কৃষ্ণভক্ত নাশী !
ব্রহ্মহত্যা করি'
যেই পাপ করেছ সঞ্চয়—
হ'ত তার ক্ষয় কৃষ্ণরূপ দরশনে
কিন্তু সেই রূপ দরশনে
অন্তরায় আমি তব ;
কি ক'ব দেবতা—নিদারুণ হিংসানল
ধূ ধূ করি' জ্বলিছে হৃদয়ে ;
তাই অভিশাপ তোমা প্রতি মম—
আজি হ'তে কৃষ্ণরূপ না পাবে দেখিতে।
কৃষ্ণপাশে র'বে দাঁড়াইয়ে
ক'বে কথা প্রাণ ভরে
সহজ সরল ভাবে ;
কিন্তু কৃষ্ণ রূপ রবে ঢাকা !
ঘোর কৃষ্ণ অন্ধকারে !

রেবতী। ঋষিবর ! ঋষিবর !
ক্ষমা কর পতিরে আমার !
হেন গুরু অভিশাপ
দিও নাক শিরে তার নিঠুর সাজিয়ে !
রামকৃষ্ণ এক প্রাণ চিরদিন,
ভ্রাতৃপ্রেমে বদ্ধ দোঁহে
নয়নের জ্যোতিঃ দোহে দোঁহাকার !
কৃষ্ণে না হেরিলে
পতি মোর হইবে উন্মাদ !
তপোধন ! ধরিহে চরণ
নিজগুণে করহ মার্জ্জনা ;
আজ্ঞা দাও মোরে—
স্বামীর সকল পাপ
নিজ শিরে করিব ধারণ !

১ম ঋষি। মার্জ্জনা করিতে পতিরে তোমার
বল সতি ! কিবা মোর আছে অধিকার ?
কর্ম্মফল ! কর্ম্মফলে—
সৌতি ঋষি বিগত জীবন,
কর্ম্মফলে ব্রহ্ম যিনি
ব্রহ্মহত্যা করিয়া সাধন
নিজ শিরে ধরে ব্রহ্মশাপ,—
দীর্ঘশ্বাস ফেলে সদা ধরণীর বুকে।
কেবা আমি ? কেবা তুমি ? কর্ম্মী মোরা,
যাঁহার ইচ্ছায়
ঘোর ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত তরণী

উদ্ধার সাধন তার, তাঁর ইচ্ছাধীন !
আমি কে ? আমি কে সতী ?—
উপলক্ষ শুধু আমি ;
ব্রহ্মশাপ রূপে
পাঠায়েছে চিন্তামণি মোরে,
ব্রহ্মশাপরূপে
দংশিয়াছি পতিরে তোমার ! [প্রস্থান ।

ঋষিগণ। এই উপযুক্ত শাস্তি—এই উপযুক্ত শাস্তি—

[বলরাম ও রেবতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

বলরাম এই উপযুক্ত শাস্তি ! রেবতী ! দেখ্‌ছ, আমার সর্ব্বশরীর অবসন্ন, বাহু নিস্তেজ, মস্তিষ্ক বিকৃত, চক্ষু দৃষ্টিহীন, চরণ চলৎশক্তিহীন ! আমি বৃদ্ধ হয়েছি রেবতী—আমি বৃদ্ধ হয়েছি। কি ক্ষিপ্র-গতিতে একদিন এই হল চালনা করেছি, আজ সে আমার হাত থেকে আপনি খসে পড়ছে। রেবতী ! তুমি আমায় সাহায্য কর—ও কে রেবতী ? রুক্ষ কেশ, বিঘূর্ণিত নয়ন, শার্দ্দুল চর্ম্ম পরিধান, হাড়মালা গলে বিকট হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে তাণ্ডব নৃত্য কর্‌ছে ও কে রেবতী ? মূর্ত্তিমান অভিশাপ ? কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! আমায় হল চালনার শক্তি দে—হল চালনার শক্তি দে ! অভিশাপের নাম ধরা হ'তে চির বিলুপ্ত ক'রব। [হল উত্তোলনের চেষ্টা] কৈ কে কোথায় ? ঘোর বিড়ম্বনা !

রেবতী। একটু প্রকৃতিস্থ হও আর্য্য ! তুমি কৃষ্ণের অগ্রজ, অভিশাপ তোমার কি করবে ? এস আমার হাত ধরে এস—কৃষ্ণের কাছে সব কথা প্রকাশ ক'রবে চল ! ব্রহ্মশাপে এখন এতটা যন্ত্রণা মনে হচ্ছে ; কিন্তু কৃষ্ণের সান্ত্বনা পেলে বোধ হয় এ যন্ত্রণা এক তিলও থাকবে না।

বলদেব। যাবে—যাবে ? তাই বল রেবতী—তাই বল ! আমি যন্ত্রণার উপশম চাই ! উঃ, কৃষ্ণের অদর্শন ! এ অপেক্ষা বলদেবের ধ্বংস

হ'ল না কেন ? এস—এস—কৃষ্ণকে বলিগে—বলদেব অভিশপ্ত কেন—বলদেবের ধ্বংস হ'ল না কেন—বলদেবের ধ্বংস হ'ল না কেন—

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

[অরণ্য]

[একলব্য ও মঞ্জরীর প্রবেশ]

একলব্য । এ কি কথা কহিছ মঞ্জরী ?
জনহীন বিজন-বিপিনে
ফুটে যদি সুগন্ধ কুসুম,
নির্জ্জন বলিয়া
কৃপণতা করে কি সে সুবাস বিলা'তে ?
অরণ্য নিবাসী নিষাদ-নন্দন আমি,
কিন্তু বিভু-কৃপা বলে
প্রাণ নহে হিংস্র পশু সম !
জানি মনে—পশু সনে পশু ব্যবহার,
মানবের সনে মানবের রীতি ।
ওই দেখ—
অস্ত্রধারী শতাধিক রাজপুত্র
আসিয়াছে অরণ্যের মাঝে
শাস্তি দিতে মোর ।—
ডুবাইতে বুঝি হায়—
গুরুমূর্ত্তি মোর সাগরের জলে !
কিন্তু দেখ তুমি দেবি !

একা আমি ধনুঃশর লয়ে
রাজপুত্রগণে করি' পরাজিত
বিপত্তি ঘুচাব কর্ত্তব্যের পথে।
দ্রোণাচার্য্য গুরু তাহাদের,
আমিও কি মনে-জ্ঞানে শিষ্য নহি তাঁর ?
আমি যদি গুরুপদ স্মরি'
ইচ্ছা করি নাশিতে অরাতি মোর,
তবে শূলী শম্ভু শূলদণ্ড করে
সম্মুখ সমরে হ'লে আগুয়ান
গুরুকৃপা বলে—
অবহেলে জিনিব তাহারে।
শুন দেবি ! রাজপুত্রগণ—
আসে যদি শত্রুভাবে মোর—
শত্রুতা সাধিব আমি জানিও নিশ্চয় !
হইলেও অরণ্য-প্রসূন
দেখাইব সার্থকতা তা'র।

মঞ্জরী। উত্তেজিত হয়োনা কুমার !
শতাধিক রাজপুত্র তারা—
মুহূর্ত্তে নাশিতে পারে জীবন তোমার !
দেবতা দানব যেন
একত্রে মিলিয়া সবে
আসিয়াছে বিপক্ষে তোমার।
যুদ্ধে তুমি নারিবে জিনিতে।

একলব্য। নাহি যদি সক্ষম জিনিতে,
ছার প্রাণ দিব বিসর্জ্জন

শক্র-শরাঘাতে !
কিন্তু শুন দেবি প্রতিজ্ঞা আমার,
যতক্ষণ রবে দেহে প্রাণ নাহি দিব অরাতিরে
গুরুমূর্ত্তি পরশিতে কভু।
পুনঃ কহি, অদৃষ্টের দোষে
প্রত্যাখ্যাত উপেক্ষিত যাঁহার সকাশে,
সেই দ্রোণাচার্য্য গুরু মোর
স্বহস্তে আপনি
ডুবাইতে চান যদি বিগ্রহ আপন,
বাধা তাহে দিব সুনিশ্চয় ;
যুদ্ধ যদি হয়—পাপ তাহে নাহি গণি,
গুরুরক্ষা হেতু
গুরুদ্রোহী হইব ধরায়।

মঞ্জরী। অকারণ নাহি কর ক্রোধ,
স্থির চিত্তে দেখ বিচারিয়া
ধর্ম্মপথ কর্ম্মপথ বড়ই দুর্গম ;
চলিতে চলিতে কণ্টকের ঘায়
রক্তধারা বহে দু'টী পায়,—
ঝটিকায় পড়ে নর ভূমিতলে,
অবশেষে দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের মত
বহুকষ্টে ছুটিয়া চলিয়া—
দেখে সুপথ ছাড়িয়া হায়
কুপথে ভ্রমিছে।
কহি তাই নিরূপিতে কর্ত্তব্য আপন
ধৈর্য্য চাই—শিক্ষা চাই সবাকার।

[অর্জ্জুনের প্রবেশ]

অর্জ্জুন। আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি ?

মঞ্জরী। কি বল ?

অর্জ্জুন। এই যে একটী সারমেয় শরাঘাতে স্বরবদ্ধ হ’য়ে এই অরণ্যের চতুর্দ্দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে ওর এরূপ অবস্থা কে কর্‌লে ব’লতে পারেন ?

একলব্য। আমিই করেছি। সারমেয় আমার কার্য্যে বিঘ্নোৎপাদন করেছিল তাই আমি ওর এরূপ অবস্থা করেছি।

অর্জ্জুন। তুমি বোধ হয় সেই নিষাদ-নন্দন কেমন ? যে একদিন ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্যকে গুরুপদে বরণ কর্‌তে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হ’য়ে ফিরে এসেছিল ?

একলব্য। হ্যাঁ আমি সেই হতভাগ্য !

অর্জ্জুন। তুমি কার কাছে এরূপ অদ্ভুত অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছ ?

একলব্য। এতো অতি সামান্য। আমার গুরুর কৃপায় শিক্ষা লাভ করেছি।

অর্জ্জুন। তোমার গুরু কে ?

একলব্য। দ্রোণাচার্য্য।

অর্জ্জুন। কোন্ দ্রোণাচার্য্য ?

একলব্য। যিনি কৌরব পাণ্ডবের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত তিনিই আমার গুরু।

অর্জ্জুন। [স্বগতঃ] একি শুন্‌ছি ! হায় গুরু ! তুমি এত নির্দ্দয় ?—এত শিষ্যের কাঙাল ? স্নেহ ভরে বুকে টেনে নিয়ে একদিন আমায় বলেছিলে—“অর্জ্জুন ! তোমাপেক্ষা বীর শিষ্য আমি রাখব না, তোমায় আমি প্রকৃত ধনুর্ব্বিদ্ গড়ে তুলব।” কিন্তু তার পরিবর্ত্তে আজ একি শুনছি দেব ? যে নিষাদনন্দনকে আমার সমক্ষে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন,

গুপ্তভাবে তার গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাকে এমন আশ্চর্য্য অস্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন ? হায় অর্জ্জুন ! তোমার মৃত্যুই ভাল ! কিংবা পার যদি এই মুহূর্ত্তে নিষাদ-নন্দের জীবলীলা সাঙ্গ কর ; না—না, তার অপরাধ কি ? সে ভাগ্যবান, ভগবান তাকে উচ্চলোভী উদ্যোগী করেছেন, তাই তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে ; আমি হতভাগ্য, তাই আমার এই দুর্দ্দশা। আমার মৃত্যুই মঙ্গল—আমার মৃত্যুই মঙ্গল ! গুরুদেব ! মাঝে মাঝে জীবন্ত অর্জ্জুনকে বুকে ধরে তুমি কত আনন্দ প্রকাশ করেছ, আজ মৃত অর্জ্জুনের রক্তাক্ত ছিন্ন শির শ্রীচরণে উপহার নিয়ে তার শবদেহ আলিঙ্গনে দ্বিগুণ আনন্দ প্রকাশ ক'রবে। [প্রকাশ্যে] নিষাদ-নন্দন ! আমি চল্লুম, সারা জগৎ আমার চোখের সাম্‌নে ঘুরছে। আমি যাই ; জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন—জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। [প্রস্থান।

মঞ্জরী। দেখলে ? কৌরব-পাণ্ডব তোমার কোনো অনিষ্ট কর্‌লে ? বরং প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করে গেল। ঐ দেখ—সকলেই ফিরে যাচ্ছে। ওরা রাজপুত্র, ওরা কি কখন নির্দ্দোষীর প্রতি অত্যাচার করতে পারে ? তবু তোমার গুরুমূর্ত্তি আজ ভাল করে পাহারা দিতে হ'বে ; জগতে তোমার শত্রু লুক্কায়িত আছে, ভাব তারা যেন কার ইঙ্গিতের অপেক্ষায় আছে।

একলব্য। বেশ আমি সতর্ক রইলুম। মঞ্জরী ! এই অর্জ্জুনকে আমি চিন্‌তে পারলুম না। সেদিন দেখেছিলুম অর্জ্জুন গম্ভীর, পাষাণ,—আজ দেখলুম অর্জ্জুন চঞ্চল, কোমল।

মঞ্জরী। সেটা অসম্ভব নয় একলব্য ! মানুষের সব দিন সমান যায় না। একদিন হাসতে হয়, একদিন কাঁদতে হয় ; একদিন যৌবনের তেজে ধরাকে ধরাজ্ঞান হয়, আবার একদিন বার্দ্ধক্যের তাড়নায় পরমুখাপেক্ষী হয়ে জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত কর্‌তে হয় ; একদিন জন্মগ্রহণ কর্‌তে হয় আবার একদিন শ্মশানের চিতায় উঠতে হয়। এই জগতের নিয়ম—জগৎ চির পরিবর্ত্তনশীল। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

[শিবির]

দ্রোণাচার্য্য

দ্রোণ । আমি নহি জয়ী বাসুদেব—
জয়ী তুমি !
যন্ত্রপুত্তলিকা-প্রায় চালায়েছ মোরে,
হৃদয় ভরিয়া দিয়াছিলে উত্তেজনা,
এনে দিলে সমর বাসনা ;
তাই নিজহাতে গড়া রাজপুত্রগণে
পাঠাইনু দ্রুপদ বিরুদ্ধে
সমর ঘোষণা করি ।'
পরাজিত দ্রুপদ এখন ;
কিন্তু নহে তাহা মম শক্তি বলে !
তুমি যদি চক্র দিয়ে হরি
রক্ষা করি কৌরব-পাণ্ডবে
জ্বলন্ত অক্ষরে লিখে নাহি দিতে
জিনিব সমরে আমি,—
কা'র সাধ্য ছিল
রণ জয়ী করিয়া আমারে
অক্ষত শরীরে রাজপুত্রগণে
ফিরাইতে রণক্ষেত্র হতে !
চক্রধর তুমি—
চক্রধরি' সকলি সাধিতে পার !

ঘাতকের তীক্ষ্ণ খড়্গ
তোমারি লীলায়
চূর্ণ হয় প্রস্তর আঘাতে,
প্রাণ পায় যূপকাষ্ঠে পতিত যেজন ;
নরহত্যাকারী গভীর নিশীথে
বিনাশিতে মানব জীবন
তীব্র কালকূট করে
উপনীত হয় যবে সম্মুখে তাহার,—
চক্রধারী ! তোমারি চক্রের
প্রবল ঘূর্ণনে
ঘাতক আপনি প্রাণঘাতী বিষ
ঢেলে দেয় নিজকণ্ঠে অম্লান বদনে ।
সব তুমি—
জয়-পরাজয় তোমারি বিধান ।

[অশ্বত্থামার প্রবেশ]

অশ্ব । পিতা ! আপনি অর্জ্জুনকে তিরস্কার করেছেন ?

দ্রোণ । কৈ—না !

অশ্ব । তবে অদূরে ঐ বৃক্ষতলে বসে সে রোদন কর্‌ছে কেন পিতা ? ধনুর্ব্বাণ ভূমিতে পতিত ; মনে হ'ল সে যেন দারুণ মর্ম্মবেদনায় পীড়িত , তাই বুঝি ধনুর্ব্বাণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত !

দ্রোণ । কৈ আমি ত তার মনঃকষ্টের কারণ অবগত নই । আমি তাকে সেই সারমেয়র সন্ধানে পাঠিয়েছিলুম । কৈ—অর্জ্জুনকে ডাক দেখি !

অশ্ব । ঐ যে অর্জ্জুন এই দিকেই আসছে ! দেখুন নয়নযুগল এখন অশ্রুভারাক্রান্ত ।

[ধীরে ধীরে অর্জ্জুনের প্রবেশ]

অর্জ্জুন। কি দোষ দেখিয়া মোর
কহ গুরুদেব !
অলক্ষ্যে করিলে শিরে অশনি সম্পাৎ ?
জাননা কি প্রভু ?
তোমার আশ্বাসবাণী শুনিয়া শ্রবণে,
তব আশীর্ব্বাদ ধরিয়া মস্তকে,
তোমার চরণধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া
নিত্য মোর ধন্য করি প্রাণ ?
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেখিয়া মোরে
প্রতিবার সানন্দে কহেছ তুমি—
বীরাগ্রগণ্য করি'—
প্রধান শিষ্যত্ব দান করিবে আমারে !
কই দেব ! কার্য্যক্ষেত্রে দেখি ভিন্নরূপ !
হায় গুরু ! কে জানিত—
গোপনে রেখেছ তুমি
অন্য এক বীর শিষ্য তব !
কে জানিত—
অর্জ্জুন হইতে প্রিয় সে তোমার !

দ্রোণ। একি কথা কহিছ অর্জ্জুন ?
তোমা হ'তে প্রিয় শিষ্য
কে আছে জগতে মোর ?
অন্য কেহ যদি
শিষ্য বলি মোর দেয় পরিচয়

জেনো তাহা ছলনা নিশ্চয়।
শতাধিক শিষ্য লভি'
হইতাম যদি পুনঃ শিষ্যের কাঙাল,
তোমাপেক্ষা প্রিয়তর
শিষ্য মোর থাকিত কামনা,
তবে গুপ্তভাবে তস্করের প্রায়
কি হেতু বা রাখিব তাহারে ?
বৎস ! বৃথা এই অনুযোগ তব !
অনুমানি—ছলে কেহ ভুলায়েছে তোমা' !
কহ বৎস ! সারমেয়—স্বরবদ্ধ কার'
দিল যেই কৌশলের পরিচয়
পেয়েছ কি সন্ধান তাহার কিছু ?

অর্জ্জুন ! পেয়েছি সন্ধান প্রভু !
দেখেছি স্বচক্ষে তারে,
চিনেছি মুহূর্ত্তে সেই ভাগ্যবান জনে !
একদিন তব পুরী পুরোভাগে
আজিকার মত
এই শেষ অপরাহ্ণ কালে,
নিষাদ-নন্দন এক
এসেছিল গুরুপদে বরিতে তোমারে,
তুমি যারে অস্পৃশ্য বলিয়া
অথবা অর্জ্জুনের
উপেক্ষায় করিলে বিমুখ
সেই নিষাদ-নন্দন একলব্যে
দেখিলাম গুরু ! বিস্মিত নয়নে মোর,

প্রতিষ্ঠিয়া পাষাণ বিগ্রহ তব
ভক্তিভরে গন্ধ-পুষ্পে পূজে নিরন্তর !
সারমেয় স্বরবন্ধকারী
নিষাদ-নন্দন শুধু
নিজ মুখে করিল স্বীকার !—
উচ্চকণ্ঠে কহিল সে পুনঃ
দ্রোণাচার্য্য গুরুর কৃপায়
সাধিয়াছে এই কাজ।

দ্রোণ। অর্জ্জুন ! কোন্ অধিকারে সে
প্রতিকৃতি গড়িয়া আমার
অস্পৃশ্য অধম নিষাদ-নন্দন
গন্ধ-পুষ্পে পূজা দেয় মোরে ?

অর্জ্জুন। অধিকার—গুরু তুমি তার ;
কি ক'ব আচার্য্য !
যবে অস্পৃশ্য সে নিষাদ-নন্দন
প্রফুল্ল আননে কহিল আমারে—
গুরু তুমি তার ;
মুহূর্ত্তে কে কহিল মরমে—
অর্জ্জুন ! অর্জ্জুন ! ধরণীর গায়
মিশে যাও ধূলিকণা হ'য়ে,
জাগিও না—ডাকিওনা গুরু ব'লে তাঁরে
ঘৃণ্য নিষাদের গুরু যেই জন।
কহ গুরু ! কি দোষ দেখিয়া মোর
নিষাদের লভিলে বরণ ?

দ্রোণ। মিথ্যা কথা ! মিথ্যা কথা ?

নিরস্ত হও অর্জ্জুন !
ক্ষিপ্তপ্রায় আমি ।

অর্জ্জুন । মিথ্যা যদি গুরু !
তবে কোন্ শক্তিবলে চণ্ডাল-তনয়
সুকৌশলে বন্ধকরে শরাঘাতে সারমেয় স্বর !
স্বচক্ষে দেখেছি আমি
তব প্রতিকৃতি পূজিতে তাহারে ;
বুঝিয়াছি কা'র বলে বলবান চণ্ডাল-তনয় ;—
ভাগ্য তার কত অনুকূল !

দ্রোণ । [স্বগতঃ] আরে কালচক্র !
কি ভাবে ঘুরাও জীবে
বুঝিতে পারিনা হায় !
কোন দোষে দোষী নহি আমি
তবু তুমি শিষ্য-পাশে
মিথ্যাবাদী সাজালে আমারে ?
জান না কি কালচক্র !
ব্রাহ্মণের এ দুনামে
ক্ষণে ক্ষণে কত পরিমাণে
দগ্ধ হয় জীবন তাহার !
ঘুরে যাও চক্র,—নীরবে দাঁড়ায়ে কেন ?
তোমার ঘূর্ণনে সুখ দুঃখ আসে পরে পরে
সুনাম দুর্নাম—সুখ দুঃখ সনে জড়িত ভুবনে'
ঘুরে যাও চক্র—সুনাম ছড়ায়ে দাও জগতে আমার !
[প্রকাশ্যে] রে অর্জ্জুন !
ক্ষণেকের তরে লভহ বিশ্রাম,

বুঝাইব অতঃপর,
মিথ্যাবাদী নহে কভু আচার্য্য তোমার।

অর্জ্জুন। আর কি বুঝাবে দেব ?
দেখেছি যা' স্বচক্ষে আমার
শুনেছি যা শ্রবণে নিজের
রুদ্ধ হয় বাক্য তায়
জীবনের না রহে মমতা !
ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে তীক্ষ্ণ শরাঘাতে
বিদারি' এ তাপদগ্ধ আহত হৃদয়—
জুড়াই প্রাণের জ্বালা জনমের মত !

দ্রোণ। অকৃতজ্ঞ—অকৃতজ্ঞ তুইরে অর্জ্জুন !
অন্ধ তুই দৃষ্টি বিদ্যমানে !
অথবা অজ্ঞান ক্ষত্রিয় সমাজে
এই বুঝি চিরন্তন রীতি—
বড় আদরের !
আছে সাধ পূজিতে ব্রাহ্মণে,
পুনঃ তীব্র বাক্যবাণে
প্রবল বাসনা বিঁধিতে মরমে তার !
সাধের কিরে ষষ্ঠ অবতার,
পরশু আঘাতে তাঁর
একাবিংশবার
নিক্ষত্রিয় করিল ধরণী ?
ক্ষত্রিয় আচার—ক্ষত্রিয়ের ব্যবহার
জাগাইল নিদ্রিত ফণীরে
তাই সেই দংশিয়া অরাতি কুল

ঢেলে দিতে তীব্র কালকূট
গিয়েছিল বিস্তারিয়ে ফণা !
ক্ষত্রিয়ের দণ্ড—
ক্ষত্রিয় দমন ব্রাহ্মণের করে !

অশ্ব। অর্জ্জুন। তোমারই কারণ
ক্রুদ্ধ মম পিতা !
ওই দেখ ঘন ঘন পড়িতেছে শ্বাস'
মিথ্যাবাদী অখ্যাতি লভিয়া
পিতা মোর দেখ ওই ব্যাকুলিত প্রাণ।
বুঝিলাম তোমা হ'তে
এ দুর্নাম রটিল পিতার !
পিতৃ যন্ত্রণায় লভিয়া যন্ত্রণা প্রাণে
পরশুরাম যেই মত
ক্ষত্রিয়ের সংহারিল প্রাণ,
সেই মত অশ্বত্থামা আজি
পাপমতি ক্ষত্রিয়েরে
নাশিবার তরে
ধনুকে যোজিল এই সুতীক্ষ্ণ শায়ক !

[শর সন্ধান ও দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক বাধা দান]

অর্জ্জুন। তাই কর—তাই কর গুরুপুত্র !
পিতা-পুত্রে দোঁহে মিলি'
নাশ এই ক্ষত্রিয় জীবন !
দেখ—বিন্দুমাত্র ভীত নহে প্রাণ—
বক্ষ পাতি' দিলাম যতনে
হান শর মনোমত তব—

[সহসা নিরঞ্জনের প্রবেশ]

গীত ঃ—

বিধাতার একি জগৎখানা
দেখেছি আমি পাগল খানা
(হেথা) হাসতে গিয়ে কেঁদে মরি
কাঁদতে গিয়ে হেসে বাঁচিনা ॥
অভিমানের মধুর খেলা
হাসি কান্নার মধুর মেলা
এ ছবি কি যায়গো ভোলা
এতে হাসি কি কাঁদি বলনা ॥
এমন খেলা ঘুচিয়ে দিতে
রাগের মেলা ব'সল চিতে
ছুটল শায়ক আচম্বিতে
দেখে থাকতে দূরে পারি না ॥ [প্রস্থান :

দ্রোণ। বিদ্রূপ ! বিদ্রূপ !
মূর্ত্তিমান বিদ্রূপের উল্লাস সঙ্গীত !
রে অর্জ্জুন ! লয়ে চল মোরে—
কোথা সেই নিষাদ-নন্দন,
কোথা সেই পাপাধম
বিগ্রহ সৃজিয়া মোর—
পূজা করে গুরুজ্ঞানে মোরে !
চল প্রমাণ করিব আমি
দ্রোণাচার্য্য নহে মিথ্যাবাদী,
নহে শিষ্যের কাঙাল ! [সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

[দ্বারকা উপকণ্ঠ]

শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ। প্রলয় পয়োধিনীরে অনন্ত শয়নে
ছিনু যবে মহাসুখে নিদ্রায় মগন
জীবের রোদন মোরে হয়নি শুনিতে ;
জাগিলাম যবে—
দেখিলাম সর্ব্বংসহা বসুধার সনে
দৈত্যভয়ে ভীত
দেবকুল আকুল পরাণে
আনত মস্তকে করিছে রোদন।
কর্ত্তব্যের অনুরোধে
বাঁচাইতে দেবগণে
শয্যা ত্যজি' দৈত্য নাশে চলিনু অমনি !
কিন্তু আজ দেখি
অদ্ভুত কর্ত্তব্য সম্মুখে আমার !
জাগ্রত কৃষ্ণেরে বুঝি হইবে জাগিতে,
ব্রহ্মশাপ ! ব্রহ্মবাক্য মিথ্যা কভু নয় !
কৃষ্ণের অগ্রজ বলি'
ব্রহ্মশাপে নাহি পরিত্রাণ !
উন্মত্তের প্রায়
ওই আসে অগ্রজ আমার !
ব্রহ্মবাক্য রাখিতে ভুবনে
রাখিতে সম্মান তার
সুদর্শন-সহায়তা লভি'

অঙ্গ মোর করি আবরিত !
হায় ব্রহ্মশাপ হয় নাই
বলদেব শিরে
ব্রহ্মশাপ কৃষ্ণের শিয়রে ।
সুদর্শন ! সুদর্শন !

[চক্র হস্তে নিরঞ্জনের প্রবেশ]

গীত ঃ—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ।
বসুদেব সুতং দেবং কংস চাণুর মর্দ্দনম্ ।
দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ । বলদেব অভিশপ্ত আজি,—
ব্রহ্মশাপে কৃষ্ণরূপ দেখিতে না পাবে ;
ত্বরা চাই চক্র আবরণ,
বলদেব-নয়ন হইতে—রাখ মোরে তব অন্তরালে ।

[নিরঞ্জনের পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান

[বলরামের প্রবেশ]

বলরাম । কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! দেখা দেরে ভাই !—
মরমের ব্যথা বারেক জানাই ;
সুধাই বারেক তোরে—
জ্যেষ্ঠ বলদেব তোর
ব্রহ্মশাপ কেন ধরে শিরে !

শ্রীকৃষ্ণ । একি দাদা !
উন্মত্তের প্রায় কেন দেখি তোমা' ?
হস্তদ্বয় রক্তমাখা কেন দেখি আজ ?

বলরাম। রক্তমাখা ?
শুধু হস্তদ্বয় রক্তমাখা ?
না না কৃষ্ণ ! প্রজ্বলিত চুল্লি' পরে
তপ্ত কটাহের উত্তপ্ত শোণিত মাঝে
নিমজ্জিত আমি !
সে উত্তাপে
দেখ—অস্থি মাংস মোর
খ'সে পড়ে গলিত শবের মত .
উঃ কি জ্বালা,—
যেন শার্দ্দূল প্রকৃতি
ভীষণ কুক্কুর এক
বদ্ধ-হস্ত-পদ মানবের
অস্থি মাংস মহা সুখে করিছে চর্ব্বণ !
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! দেখা দেরে—
দেখা দে আমায় বারেকের তরে,
দূর কর যতেক যন্ত্রণা মোর !

শ্রীকৃষ্ণ। এই তো সম্মুখে আমি রয়েছি তোমার !
বল—কিবা তব আছে বলিবার ?

বলরাম। সম্মুখে আমার ? কই কৃষ্ণ ?
বহুদূর—বহুদূর—দৃষ্টির সীমার পারে !
কৃষ্ণ মূর্ত্তি তোর—কৃষ্ণ অন্ধকারে গিয়াছে মিশিয়া।
ব্রহ্মশাপ ! ধন্য শক্তি তব !
দেবতার তব করে নাহি পরিত্রাণ !

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা ! শুনিয়াছি
ব্রহ্মহত্যা-কাহিনী তোমার !

কি কব অধিক আর—
ধৌত করি' ব্রহ্মহত্যা পাপ তব,
কৃষ্ণে তুমি পুনঃ যাহে পাও দেখিবারে
দিব তার প্রশস্ত বিধান ; —
প্রায়শ্চিত্ত এ পাপের ত্বরা প্রয়োজন !

বলরাম। প্রায়শ্চিত্ত এ পাপের করি সমাধান
পুনঃ পা'ব কৃষ্ণ দরশন ?
আঃ অনন্ত শান্তি দুঃখের মাঝারে।
যাই কৃষ্ণ,—প্রায়শ্চিত্ত এ পাপের ত্বরা প্রয়োজন
আর এক কথা কৃষ্ণ !
কৃষ্ণ ভক্তে নাশি' পেয়েছি যে দারুণ যন্ত্রণা
হৃদি মাঝে মোর,
কি দিব তুলনা তার ?
মনে পড়ে ?—ভারতের ভবিষ্যৎ চিত্র দরশনে
ব'লেছিলি একদিন—
কৌরব পাণ্ডবে বাধিবে ভীষণ রণ,
কুরুক্ষেত্রে বহিবে রুধির,
কৃষ্ণ বলরাম যাবে সে সমরে ?
বল্ কৃষ্ণ সেই দিন হ'লে সমাগত,
কৌরব পাণ্ডবে বাধিলে সমর
সে সমরে অস্ত্র তুই না ধরিবি কভু ?
বল ভাই, বিনাশি অসংখ্য কৃষ্ণ ভক্তে
মোর মত শত গুণ হইবে যন্ত্রণা
সে যন্ত্রণা—না ধরিবি বুকে ?
কৃষ্ণ, চেয়ে দেখ—এক হরিভক্তে নাশি'

সহি যে যাতনা আমি—
শত শত ভক্ত নাশি'
ভেবে দেখ, কত গুণ সে যাতনায় দগ্ধ হবি তুই !

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা ! করিনু প্রতিজ্ঞা,—
কুরুক্ষেত্র রণে
অস্ত্র আমি না ধরিব কভু !

বলরাম। ভাল হ'ল—
পাপের পসরা না ধরিবি শিরে !
যাই তবে কৃষ্ণ ! হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাল কথা,—
রেবতীরে রাখিস যতনে,
গৃহ মাঝে একাকিনী
মূর্চ্ছিতা পড়িয়া আছে,—
দিস্ তারে সান্ত্বনা বচন !
জ্ঞান হ'লে বলিস তাহারে
দেখা হ'বে—ফিরে এলে প্রায়শ্চিত্ত করি' !
হরি নারায়ণ ব্রহ্ম—হরি নারায়ণ ব্রহ্ম—
হরি নারায়ণ ব্রহ্ম— [প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। যাও সুদর্শন—
রেখে এস অগ্রজে আমার
যথা তার যায় দু'নয়ন !

নিরঞ্জনের গীত :—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং॥
বসুদেবসুতঃ দেবং কংসচাণূরমর্দ্দনম্।
দেবকী পরমানন্দঃ কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্॥ [প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। আপন বিধানে আপন আচারে
কভু দেখি শান্তি মন্দাকিনী
বয়ে যায় প্রাণে,—
কভু দেখি ধ্বংসকরী
বাড়বাগ্নি পরিণাম তা'র !
থাক্ থাক্—প্রতিপালক যতনে পালিবে সব !
ওই পুনঃ জীবের রোদন !
ওই সেই নিষাদ-নন্দন
জয়-পরাজয় সন্ধিস্থলে এবে ;—
যাই আমি - আর না রহিতে পারি ;
লয়ে যাই বীরমাল্য একলব্য তরে। [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

[অরণ্য]

[দ্রোণাচার্য্যের মৃন্ময় মূর্ত্তি]

মঞ্জরী ও একলব্য

মঞ্জরী। ঐ দেখ একলব্য, ঘনবিরাজিত তরুপত্রের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য কর, সমস্ত দিনের দারুণ পরিশ্রমের পর দিবাকর পশ্চিম গগন রক্তবর্ণ ক'রে বিশ্রাম কর্‌তে চলেছেন ! তুমি এই মুহূর্ত্তে শরাঘাতে সূর্য্যদেবকে ঐখানে স্থির রাখতে পার ?

একলব্য। মুখে ব'লতে পারি না, যতক্ষণ কার্য্যে পরিণত ক'র্‌তে না পারি।

মঞ্জরী। তা'হলে চেষ্টা ক'রে দেখবার সাধ আছে কেমন ?

একলব্য। হ্যাঁ দেবি—সাধ আছে ! অমার ধারণা—চেষ্টার অসাধ্য কোন কাজই বুঝি জগতে নেই।

নগররক্ষক। [নেপথ্যে] ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, দয়া করে আমায় ছেড়ে দাও—

একলব্য। একি ভয়ার্ত্তের আর্ত্তনাদ !

মঞ্জরী। বোধ হয়—

[দীনবেশে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত নগররক্ষকের প্রবেশ]

নগর। ওগো তোমরা এখানে কারা গো? আমায় রক্ষা কর—আমায় রক্ষা কর! লোহার ডাণ্ডস্ নিয়ে আমার পেছনে পেছনে ফিরছে, সর্ব্বাঙ্গে আমার কাঁটা বিঁধে দিচ্ছে, কেউ আবার লোহার শিকলি দেখিয়ে আমার সাম্‌নে এসে উপহাস করে! এই দেখ না—আমার হাতে-পায়ে কি বেরিয়েছে। ভিক্ষে কর্‌তে গেলে সবাই শ্যাল-কুকুরের মত তাড়িয়ে দেয়! ঐ—ঐ আবার তারা আসছে—এখনি আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা বিঁধবে! আমায় বাঁচাও—আমায় বাঁচাও—আমায় বাঁচাও—

[মূর্ত্তিমান ব্যাধিগণের প্রবেশ]

গীত :—

আহা একটুখানি সইতে হয়
পরের মন্দ কর্‌তে গেলে
একটু ব্যথা পেতে হয়।
দেবতা বামুন মানতে যদি
তোমার হ'ত কিগো কুষ্ঠ ব্যাধি
কু নজরে সতীর প্রতি
চাইতে যদি কর্‌তে ভয়।
আমরা এখন ক'জন মিলে
ফেলব তোমায় বিষম জ্বালে
ডাণ্ডস্ কাঁটা-কঠিন শূলে
বিঁধবো তোমার অঙ্গময়॥ [প্রস্থান।

নগর। ওগো না-গো না, আর আমায় মের না, আর বিঁধনা, আর

যন্ত্রণা দিও না ! উঃ, জ্বলে গেল—জ্বলে গেল—সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল ! একটু জল—একটু বাতাস—একটু বাতাস—

মঞ্জরী। চিন্‌তে পাচ্ছ একলব্য—এ সেই রাজকর্ম্মচারী নগররক্ষক ! অনেক পাপ করেছে এখন ফলভোগ কর্‌ছে।

একলব্য। আহা, এমন দুর্দ্দশা হয়েছে ? একদিন দেখেছিলুম—যে হস্ত লৌহ শৃঙ্খল নিয়ে গর্ব্বভরে ছুটে এসেছিল, আজ সেই হস্তে কুষ্ঠব্যাধির অধিকার ? একদিন যে হস্ত সদর্পে অসি ধারণ করেছিল আজ সেই হস্তে ভিক্ষা পাত্র ? মঞ্জরী ? বিধাতা কি নির্দ্দয় !

মঞ্জরী। বিধাতা নির্দ্দয় ন'ন একলব্য, বিধাতা পরম করুণাময় ! এই পাপীকে শাস্তি দিতে তিনি যদি এর সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি ফুটিয়ে না তুলতেন তাহ'লে এই পাপীর কি আজ অনুতাপ আসত, না ধর্ম্মভয় আসত ? এই দারুণ যন্ত্রণা স্মরণ ক'রে পাপী আর পাপ-পথে যাবে না, তাই তার এই শাস্তির অনুষ্ঠান ! ঐ দেখ, পাপীর চোখের জল এক-এক ফোঁটা মাটীতে পড়ছে আর তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে !

নগর। হচ্ছে মা আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে ? আমায় ক্ষমা কর মা, তোমায় আমি চিন্‌তে পারিনি ; তুমি স্বর্গের দেবী ! আর ঐ নিষাদ-নন্দন, যা'র গুরুভক্তি দেখে আমার মত পাপীর প্রাণ পর্য্যন্ত গলে গিয়েছে, সে নিষাদ-নয় মা, নিষাদরূপে দেবতা তিনি ! ভুলে যাও মা, তোমার প্রতি আমার নিষ্ঠুর ব্যবহার, আমার দারুণ অবিচার আমার কঠোর অত্যাচার ভুলে যাও মা ! ভুলে গিয়ে স্থধু প্রসন্ন বদনে একবার বল-আমায় তুমি ক্ষমা করেছ ! বুঝেছি মা—তোমাদের মন-কষ্টের কারণ হ'য়ে আমার এই শাস্তি ! উঃ, জ্বলে গেল—

মঞ্জরী। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে দেখে আমি তোমায় অনেকক্ষণ ক্ষমা করেছি। যাও—ভক্তিভরে নিত্য ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করগে—তাহলেই তোমার এ যন্ত্রণার—এ ব্যাধির উপশম হ'বে।

নগর। বল মা, তাই বল, ভগবানের কাছে তাই প্রার্থনা কর! উঃ, জ্বলে গেল, জ্বলে গেল—যাই জলে ঝাঁপিয়ে পড়িগে, যদি শান্তি পাই, যদি নিভে যায়— [প্রস্থান।

একলব্য। দেবি! পিতা ব'লেছিলেন আজ আমার গুরুমূর্ত্তির পূজার সময় তিনি আমার কাছে ব'সে থাকবেন।

মঞ্জরী। আবার তাঁর মত পরিবর্ত্তন হয়েছে। তিনি বল্লেন—আজ থাক, কাল প্রাতঃকালে আসবেন।

[অর্জ্জুন ও দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ]

অর্জ্জুন। ঐ দেখুন আচার্য্য—ঐ সেই নিষাদ-নন্দন! ঐ দেখুন পার্শ্বে আপনার প্রতিমূর্ত্তি!

একলব্য। দেবি! গুরুদেব এসেছেন, গন্ধ পুষ্প দাও—গন্ধ পুষ্প দাও।

মঞ্জরী। [স্বগতঃ] নারায়ণ! জানি নর-নারায়ণ অর্জ্জুনকে তুমি মনকষ্ট দেবে না, জানি তুমি তাঁকে অপদস্থ ক'রবে না—তাঁর গৌরব হানি করবে না; কিন্তু গোপনে কৌশলে জনসমাজকে দেখিও জয়মাল্য একলব্যের! [প্রকাশ্যে] একলব্য! আমি গন্ধ পুষ্প আনছি। [প্রস্থান।

দ্রোণ। আমি তোমার গুরু?

একলব্য। হ্যাঁ দেব—আমি আপনার শিষ্য!

দ্রোণ। প্রমাণ?

একলব্য। আপনার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত ক'রে আমার পূজাই তার প্রমাণ!

দ্রোণ। একটু নির্ম্মমতা, একটা কৌশল, একটা চক্রান্তের আবশ্যক! উপায় কি? উপায় কি? পেয়েছি—পেয়েছি অর্জ্জুন! প্রমাণ করব—আমি মিথ্যাবাদী কি নিষাদ-নন্দন মিথ্যাবাদী! একদিন বলেছিলুম অর্জ্জুন—তুমি আমার প্রধান শিষ্য, তোমায় আমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর ক'রে তুলব;—আজ তা'র প্রমাণ ক'রব যে, তোমার স্থান কত উচ্চে, দ্রোণাচার্য্য সত্য পালন করতে কতখানি চেষ্টা করে! একলব্য! আমি তোমার গুরু?

একলব্য। হ্যাঁ গুরুদেব! জগৎপ্রভু নারায়ণ সাক্ষী আপনি আমার গুরু।

দ্রোণ। শরাঘাতে তুমি একটী সারমেয়র কণ্ঠস্বর রোধ করেছিলে—তেমন অদ্ভুত শরত্যাগের কৌশল তুমি কার কাছে শিখেছিলে?

একলব্য। কার কাছে আর শিখব গুরু—আপনার কৃপায়!

দ্রোণ। তবে যথার্থই তুমি আমার শিষ্য! কিন্তু এতদিন সে কথা আমি জানতেম না; আজ আমি যখন জানতে পেরেছি আর তুমি যখন আমার উপযুক্ত শিষ্য তখন আমায় কিছু দক্ষিণা দান ক'রে আমার সম্মান রক্ষা কর বৎস!—

একলব্য। আদেশ করুন দেব! কি দক্ষিণা পেলে আপনি সন্তুষ্ট হ'বেন? জানেন ত আমি দীনহীন নিষাদ-নন্দন; কি দিয়ে ব্রাহ্মণের পূজা কর্‌তে হয়, কি দক্ষিণা দিয়ে ব্রাহ্মণ-গুরুর সন্তোষ বিধান কর্‌তে হয়—আমায় বলুন, আমি এই মুহূর্ত্তে তা' দান ক'রব।

দ্রোণ। আমি, আমি, তোমার, না, না, অবোধ নিষাদ-নন্দন! অপূর্ব্ব গুরুভক্তি তোর। সহজ সরল কোমল প্রাণখানি তোর! নির্ম্মমতার বশবর্ত্তী হ'য়ে দস্যুর কার্য্য কেমন ক'রে করি? অর্জ্জুন! তুচ্ছ এই একলব্যের কাছে।

একলব্য। আদেশ করুন গুরুদেব!

দ্রোণ আমি তোমার দক্ষিণ হস্তের—না থাক—তুমি পারবে না একলব্য! শুধু মুক্ত কণ্ঠে বলবে, দ্রোণাচার্য্য পিশাচ, দ্রোণাচার্য্য হিংসা-পরায়ণ! [স্বগতঃ] না—না, ওদিকে আবার অর্জ্জুনের ছলছল নেত্র, অর্জ্জুনের উৎকণ্ঠা, অর্জ্জুনের সন্দেহ যেন কাল সর্পের মত আমায় দংশন কর্‌ছে। যাক্—যাক্—একজন যাক্, হয় অর্জ্জুন যাক—নয় একলব্য যাক্। কিন্তু অর্জ্জুন ত যাবে না, সে যে রাজার তনয়! ছদ্মবেশী নারায়ণ বলে-ছিলেন—অর্জ্জুন দেবতার ভিন্ন রূপ। তবে একলব্যই যাক; নীচ সে—নিম্নস্তরেই যাক; তা'তে তা'র মান যাবে না! একলব্য! আমি তোমার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণা চাই!

একলব্য। গুরুদেব ! গুরুদেব !

দ্রোণ। জগৎ ! তুমি সুন্দর—কিন্তু মলিন—

একলব্য। কেন প্রাণ, কাঁদছ কেন ? এতখানি চেষ্টা, এতখানি পরিশ্রম, এতখানি আকাঙ্ক্ষা সব নিরাশার ঘন অন্ধকারে ডুবে যাবে ? যাক্, কাঁদছ কেন ? ভাবছ অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণা দিয়ে তুমি শক্তিহীন হ'বে। গুরু নারায়ণ ; নারায়ণকে এক গুণ দ'ন কল্লে আমার বিশ্বাস আমি তা'র সহস্রগুণ লাভ ক'রব ! ধনুর্ব্বাণ ! তোমরাও ব্যাকুল হয়োনা, কাতর নেত্রে বারবার আমার পানে চেয়োনা। তোমাদের পরিত্যাগ করা দূরে থাক বরং দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে আমি তোমাদের দিবারাত্র কাছে-কাছে রাখব ! নারায়ণ নারায়ণ ! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্ ! গুরুদেব ! কৈ অস্ত্র দিন আমি দক্ষিণা দান কর্‌তে প্রস্তুত !

দ্রোণ। অর্জ্জুন ! অস্ত্র দাও [অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের হস্তে তরবারি দিল—দ্রোণাচার্য্য তাহা একলব্যকে দিলেন]

একলব্য। [স্বগতঃ] একলব্য ! যার জন্য তুমি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেছ—আজ তাকেই বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত ! না—না, এ আবার কি ভাবছ একলব্য ? গুরুপদ ধ্যান কর, গুরুর কাছে শক্তি ভিক্ষা কর ! জয় গুরু ব্রহ্ম—জয় গুরু ব্রহ্ম, জয় গুরু ব্রহ্ম—

অখণ্ড মণ্ডলাকারং, ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

[দ্রোণাচার্যের পদপ্রান্তে অঙ্গুলি দান]

দ্রোণ। (অঙ্গুলি লইয়া) উঃ, বড় তপ্ত, বড় তপ্ত ! তা হোক্, অর্জ্জুন ! আনন্দ কর, আনন্দ কর, এস এই রক্তের চিহ্ন তোমার জয় চিহ্ন স্বরূপ তোমার ললাটে দিই ! এখন বুঝেছ অর্জ্জুন ! যে দ্রোণাচার্য্য মিথ্যা বলে না ?

[হিরণ্যধন্থর প্রবেশ]

হিরণ্য। কেগা তোমরা ? এখানে এত গোলমাল কিসের ? তোমরা

কি আমার অতিথি হ'বে ? না না, তোমরা যে উচ্চবংশীয় ! আমি তোমাদের প্রণাম করি।

দ্রোণ। একলব্য ! আমি তোমার দক্ষিণা দানে সন্তুষ্ট হয়েছি ! এইবার ধনুর্ব্বাণ ধারণ ক'রে যথা ইচ্ছা তোমার শরত্যাগ কর—

একলব্য। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য !

হিরণ্য। তোর ধনুর্ব্বাণ শিক্ষার গুরু পেয়েছিস বুঝি একলব্য ? বেশত পরীক্ষা দেনা ! দেখ ঠাকুর-বাবা, ছেলেটা তীর-ধনুক নিয়ে পাগল হয়ে আছে, বাড়ী ছেড়ে এই বনে বনেই ঘুরছে।

একলব্য। তীক্ষ্ণ শর ! আজ আমার বড় ক্ষোভ, বড় আক্ষেপ, বড় অভিমান যে, আমার পূর্ব্বশক্তি নিয়ে তোমার মর্য্যাদা রাখতে পারব না। প্রাণাপেক্ষা প্রিয় তীক্ষ্ণশর ! জানত তুমি—আমি শঠ নই, কপট নই, প্রবঞ্চক নই ; কিন্তু কি ক'রব—বিধির ইচ্ছায়, গুরুদেবের ইচ্ছায় আজ আমি শক্তিহীন, প্রাণহীন নিশ্চল ! যাও তীক্ষ্ণ শর—তবু তুমি ঐ কাষ্ঠখণ্ড বিদ্ধ কর ! (শরত্যাগ ও কিয়দ্দূরে শরের পতন) গুরুদেব ! ক্ষমা করুন—শর গতি হীন ! ওঃ, এর চেয়ে আমার মৃত্যু হ'ল না কেন ? গুরুদেব ! বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণা দান করেছি, এইবার আমার মুণ্ড দান ক'রব ; ছিন্ন শির আপনার চরণে লুটিয়ে পড়ে ধন্য হয়ে যাবে।

দ্রোণ। কি মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা ! কি প্রাণস্পর্শী কাতরতা ! কি হৃদয়ভেদী মনস্তাপ ! একলব্য চঞ্চল হয়ো না—ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে ! অর্জ্জুন ! আনন্দ কর, আনন্দ কর, একলব্য নিম্নস্তরেই নেমে গেছে। প্রকৃতই সে তোমাপেক্ষা শক্তিমান্ বীর—আজ বিধির চক্রে শক্তিহীন—নিস্তেজ !

হিরণ্য। এ সব কি ঠাকুর বাবা ? আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না ! একলব্য নিকৃষ্ট হইলেও সেত প্রাণে নিকৃষ্ট নয় ঠাকুর বাবা ! হ্যাঁরে একলব্য ! তুই কি কোন অপরাধ করেছিস্ ?

একলব্য। বাবা—বাবা, একলব্য তোমার মরেছে।

হিরণ্য। কেন—কেন বাবা, অমন কথা বলছ কেন? ও কি! তোর হাতে রক্ত কিসের একলব্য? কই, দেখি—দেখি! একি অঙ্গুষ্ঠ কোথায় গেল? উঃ, কত যন্ত্রণা হচ্ছে বাবা?

একলব্য। চুপ কর বাবা, অঙ্গুষ্ঠ আমার গুরুদেবকে দক্ষিণা দিয়েছি।

হিরণ্য। গুরুদক্ষিণা? সে কেমন গুরু? আর এই বা কেমন দক্ষিণা? ঠাকুর বাবা! তুমি এত পাষাণ? আমি নিষাদ হলেও বুঝেছি—কেন তুমি অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণা নিয়েছ! হয়তো গোপনে তোমার এমন কেউ শিষ্য আছে যার প্রাধান্য বাড়াবার জন্য কৌশলে আমার একলব্যের অঙ্গহানি কল্লে! ঠাকুর বাবা! এতে তোমার মঙ্গল হ'বে না জেন'! একটা বালকের তপ্ত-রক্ত পৃথিবী নিজের বুকে নিতে পারে না—বুক জলে যায়—আর সেই রক্ত তুমি নিজে হাত পেতে নিয়েছ? কখন মঙ্গল হ'বে না জেন'! একলব্য! অঙ্গুষ্ঠ দিয়েছিস, তার চেয়ে হৃদ্‌পিণ্ড উপড়ে দিলিনি কেন, সুনাম হ'ত! নে, ঐ ধনুর্ব্বাণ নিয়ে আয়, যা শিখেছিস ভুলে যা, যা লক্ষ্য ছিল ভুলে যা, যে শক্তি ছিল ভুলে গিয়ে ঐ ধনুর্ব্বাণ প্রজ্বলিত চুল্লিক্ষেত্রে ফেলে দিয়ে তা'র ভস্মাবশেষ নিজের অঙ্গে মেখে পরিতৃপ্ত হ'বি আয়! খুব গুরু পেয়েছিস, খুব দক্ষিণা দিয়েছিস!

অর্জ্জুন [স্বগতঃ] ধরিত্রি! এত বিপদ, এত অভিশাপ, এত ভয়ঙ্কর দৃশ্য অতিক্রম ক'রে জগতে আমি বীর আখ্যা লাভ ক'রব? রক্ত মাংসের শরীরে এ সকল কি সহ্য হয় মা? মাঝে মাঝে মনে হয় প্রাণ জলে যাচ্ছে, আতঙ্কে হৃদয়ের স্পন্দন স্থির হয়ে আসছে, মাঝে মাঝে মনে হয় লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যাই—একলব্য নিকৃষ্ট হ'লেও প্রাণে দেবতা! একলব্য! আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু; বন্ধুর মত আলিঙ্গন দাও ভাই! [আলিঙ্গন]

হিরণ্য। না—না, ছুঁস্‌নি—ছুঁস্‌নি একলব্য! ওরা নিকৃষ্ট হয়ে যাবে; গুহক চণ্ডাল শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু হয়েছিল ব'লে তুইও কি তেমনি আশা করিস?

[রক্ত মাখা হস্তে শ্রীকৃষ্ণ ও মঞ্জরীর প্রবেশ]

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষতি কি নিষাদ-পতি ? মানুষের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ভাল, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল ব'লে একলব্য আজ এতদূর অগ্রসর, আজ তা'র জয়-জয়াকার ! তোমার পুত্রের গুরুভক্তি দর্শনে, গুরুদক্ষিণা দান-স্মরণে, জগৎ স্তম্ভিত, দেবগণ স্তম্ভিত, আমিও স্তম্ভিত !

মঞ্জরী। যে ব্রাহ্মণ-চরণে পুত্র তোমার অঙ্গুষ্ঠ ছেদন ক'রে দক্ষিণা দান করেছে—ঐ দেখ নিষাদ-পতি, সেই অঙ্গুষ্ঠ বিশ্বপতি সযত্নে নিজের হাতে ধারণ করেছেন। নিরাশ হয়ো না নিষাদ ! পুত্র তোমার পরম-পিতার কৃপা লাভ করেছে—ভক্তিবলে অসাধ্য সাধন ক'রেছে !

একলব্য। মঞ্জরী এসেছ ? মা—মা—

সকলে। প্রভু—প্রভু—[উপবেশন]

[সখিগণের প্রবেশ]

গীত :—

দেখ নয়ন ভরিয়া এ রূপ মোহন
উজ্জ্বল কান্তি কিবা।
এ রূপ নব ঘন কিবা ঢল ঢল নিরুপম
আলো করে ত্রিভুবন তিমিরে পূর্ণ দিবা ॥
থাকে যদি ভক্ত জাগিয়া প্রাণে
মিলে গো তা'র হেন গুরু ভুবনে
গেল দুঃখনিশি হাস সুখহাসি
ভুল গো বাতনা :—
এস গো মুক্ত প্রাণ—গাও গো বিষ্ণু গুণগান
বিকার হ'বে অবসান—বিকারী আছ যারা ॥

যবনিকা পতন